কুরআন হাদিসের বিশুদ্ধ বর্ণনায়

জিনজাতির বিস্ময়কর জগৎ

আবু আহমাদ সারোয়ার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জিনদের জীবন ও জগৎ

গায়েবের প্রতি বিশ্বাস ১৫

জিনদের স্বরূপ ১৮

জিনদের অস্তিত্ব ২১

ইবলিসের পরিচয় ২৪

ইবলিস জিন না ফেরেশতা? ২৬

জিনদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? ৩২

জিন ও ইবলিসের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ৩৪

জিনদের শ্রেণিবিন্যাস ৩৭

জিনদের কি দেখা যায়? ৪০

জিন ও শয়তানের ছদ্মবেশ ৪২

জিনেরা পথ চলে কীভাবে? ৪৬

জিনেরা কোথায় বাস করে? ৫০

জিনদের খাদ্য ও পানীয় ৫৬

জিনদের বিয়ে ও সন্তানসন্ততি ৬১
জিনের সাথে মানুষের বিয়ে ৬৩
জিনদের ধর্ম ও নবি-রাসুল ৬৬
জিনদের ইবাদত ৭১
জিনদের শক্তি-সামর্থ্য ৭৫
মানুষের ওপর শয়তানের ক্ষমতা ৭৯
জিনদের প্রযুক্তি ৮১
জিনদের মৃত্যু ৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবলিস ও তার কর্মকাণ্ড

ইবলিসের সৃষ্টি-রহস্য ৮৯
ইবলিস কেন অভিশপ্ত? ৯৩
আল্লাহর সাথে ইবলিসের কথোপকথন ৯৬
ইবলিসের সাম্রাজ্য ৯৮
ইবলিসের আকার-আকৃতি ১০১
ইবলিসের বংশধর ও সৈন্যদল ১০৪
ইবলিস মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু ১০৮
আদম-হাওয়ার প্রতি ইবলিসের কুমন্ত্রণা ১১৩
আদম-হাওয়াকে কীভাবে ইবলিস প্ররোচনা দিল? ১১৫
মানুষের প্রতি জিন ও শয়তানের কুমন্ত্রণা ১১৯
ইবলিসের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ১২৪
ইবলিসের মৃত্যু ১৩০
কেমন হবে ইবলিসের মৃত্যুযন্ত্রণা? ১৩৩
ইবলিসকে জাহান্নামে কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে? ১৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ বনাম জিন শয়তান

মানুষের ধমনীতে জিন ও শয়তানের চলাচল ১৩৯
জিনেরা কি গায়েব জানে? ১৪৫
জিনদের বদনজর ১৫২
প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান থাকে? ১৫৪
রামাদানে জিন ও শয়তানদের বন্দিত্ব ১৫৬
সব তাড়াহুড়াই কি ইবলিসের কাজ? ১৫৮
ইবলিস কি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে? ১৬৩
ইবলিস নবিজির আকৃতি ধারণ করতে পারে না ১৬৯
সুলাইমানের প্রতি জিনদের আনুগত্য এবং ইহুদিদের মিথ্যাচার ১৭২
জিনেরা কি মানুষের অনুগত হয়? ১৭৪
শয়তান যাদের ভয় পায় ১৭৭
জিনদের অনিষ্ট থেকে বাচার উপায় ১৭৯
জিনের আছর ও তার বাস্তবতা ১৮২
জিন-সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল ১৯০
নাসিহা ১৯৩

প্রথম অধ্যায়

জিনদের জীবন ও জগৎ

গায়েবের প্রতি বিশ্বাস

বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা; সবকিছুর জ্ঞান রয়েছে কেবল তাঁর কাছেই। তিনি সুউচ্চ, সুমহান এবং আসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহর সৃষ্ট মহাজগতের প্রায় সবকিছুই আমাদের অজানা। সৃষ্টিজগতের যতটুকু তিনি আমাদের জানিয়েছেন, কিয়ামতের আগে মানুষের সামনে যতটুকু উন্মোচিত হবে, তা ছাড়া সবকিছুই অদৃশ্য, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই বান্দা হিসেবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ—'আমরা যেন গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি'। এই বিশ্বাসকে তিনি ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কারণ এটা এমন এক ভিত্তি, যার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ঈমানের অন্যান্য স্তম্ভ। একে তুলনা করা হয়েছে তাঁবুর মাঝখানের খুঁটির সাথে, চারপাশের খুঁটি যত মজবুতই হোক না কেন, মাঝের খুঁটি ছাড়া কোনো তাঁবু যেমন অস্তিত্বে আসে না, তেমনই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসও মূল্যহীন। আল্লাহর স্বীয় সত্তা, গুণাবলি, ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশরের দিনের অবস্থা এগুলোর বাস্তবতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। তবে তিনি নবিগণের মাধ্যমে গায়েবের যতটুকু মানুষকে জানিয়েছেন, ততটুকুই শুধু মানুষ জানতে পেরেছে।

গায়েবের প্রতি বিশ্বাস একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন—

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ... ۝٣

এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক, যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২-৩]

আল্লাহ তাআলা নবিদের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের যে সকল অদৃশ্য বিষয় মানুষকে জানিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি মহিমার তুলনায় খুবই সামান্য। এজন্য খিজির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামকে নৌকায় বলেছিলেন—

مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ.

এই বিশাল সমুদ্রের পানির তুলনায় এই চড়ুই পাখির ঠোঁটের পানির পরিমাণ যেমন কিছুই নয়, আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বিপরীতে তোমার-আমার জ্ঞান তেমনই নস্যি।[১]

আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

এই হলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে থাকি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণের জন্য তারা যখন কলম ছুড়ছিল, তখন আপনি তাদের কাছে ছিলেন না। এই বিষয়টি নিয়ে তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনো আপনি তাদের কাছে ছিলেন না।[২]

গায়েবের প্রতি ঈমানের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই এমন সত্তা, যিনি আমাদের কাছে গায়েব বা অদৃশ্য।

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

(দুনিয়ায়) কোনো দৃষ্টি তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়; বরং তিনিই দৃষ্টিসমূহকে দেখেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক জ্ঞাত।[৩]

দুনিয়ায় কোনো দৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে না, পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা সম্ভবও নয়। তবে মুমিনরা জান্নাতে অবশ্যই তাঁকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন

---

[১] *সহিহুল বুখারি : ১২২; সহিহ মুসলিম : ২৩৮০; মুসনাদু আহমাদ : ২১১১৯*

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৪

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ১০৩

করবে। জান্নাত-জাহান্নামকেও আল্লাহ তাআলা রেখেছেন আমাদের দৃষ্টির বাইরে। পার্থিব জীবনে জাগ্রত অবস্থায় কোনো চোখ সেগুলো দেখতে পারবে না। একইভাবে সম্মানিত ফেরেশতা এবং জিনদের জগৎও আল্লাহ তাআলা মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রেখেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এগুলো সম্পর্কে জানে না। মানুষ এই জগৎসমূহের ততটুকুই জানে, যতটুকু তিনি নবি-রাসুলদের মাধ্যমে জানিয়েছেন।

জিন ও শয়তানদের জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। আবহমানকাল থেকেই মানুষের মধ্যে জিন সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পকাহিনি প্রচলিত। বাস্তবতা হলো, জিন, মানুষ এবং ফেরেশতাদের প্রত্যেকের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। তবে মানুষ ও জিনের মাঝে কিছু বৈশিষ্ট্য একই রকম। যেমন : বিচারবুদ্ধি, বিবেচনাবোধ, স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজ কাজের দায়ভার। মানুষকে কোনো কাজ করা বা না-করার যেমন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে। জিনেরাও সেই ক্ষমতার অধিকারী। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের থেকেও হিসাব নেবেন। জিনেরা ভালো ও খারাপ সম্পর্কে জানে। তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে বিবেক-বুদ্ধির ক্ষমতা। এছাড়া অন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে মানুষ ও জিন একদমই আলাদা। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো সৃষ্টির উপাদান। জিনদের সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন আর মানুষের মূল উপাদান মাটি।

জিনদের স্বরূপ

জিন এমন এক অদৃশ্য সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন। পৃথিবীতে যাদের অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

আর তিনি (আল্লাহ তাআলা) জিনদের সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে।[১]

সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জিনদেরকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির মতো কিয়ামতের মধ্য দিয়ে জিনেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে হিসাবনিকাশ হবে কেবল এই দুই জাতির, তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

মানুষ ও জিনদেরকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।[২]

---

[১] সূরা রাহমান, আয়াত : ১৫

[২] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

আমি জিন ও মানুষ (পাপীদের) দিয়ে জাহান্নাম ভরে ফেলব।[১]

ইসলাম তো বটেই অন্যান্য ধর্মও জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা মনে করে সকল জিনই ইবলিস শয়তান। তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সৃষ্টিগতভাবে তারা মানুষ থেকে শক্তিশালী। তারাই মানুষের সকল পাপের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল। তাই তাদেরকে অপবিত্র আত্মা বা শয়তানের আত্মা বলে ডাকা হয়।[২]

ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'তালমুদ' অনুসারে 'শয়তান অর্থাৎ জিন কয়েক ধরনের, যাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের কাউকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে, কাউকে পানি থেকে, কাউকে আবার বাতাস থেকে। মাটি থেকেও তৈরি করা হয়েছে তাদের এক দলকে। তবে সবার রুহ সৃষ্টি করা হয়েছে চাঁদের আলোর এক বিশেষ ধরনের উপাদান দিয়ে।[৩]

কেন তাদের জিন বলা হয়?

আরবি 'জিন' (جِنٌّ) শব্দের আভিধানিক অর্থ আবরণ। জিনদেরকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে। তাদের আর আমাদের মাঝে টেনে দেওয়া হয়েছে আবরণ। ফলে তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। পাগলামিকে আরবিতে জুনুন (جُنُوْنٌ) বলা হয়। কারণ, এটি বোধশক্তি আচ্ছাদিত করে রাখে। পাগলকে বলা হয় মাজনুন (مَجْنُوْنٌ) অর্থাৎ তার বিবেকবুদ্ধি ঢাকা পড়ে আছে।

জিন (جِنٌّ) শব্দের ধাতু থেকে উৎপন্ন সকল শব্দেই আবরণের অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, জানিন (جَنِيْنٌ) ভ্রূণ, মিজান্নাহ (مِجَنَّةٌ) ঢাল, বর্ম এবং জুনুন (جُنُوْنٌ) পাগলামি।

এ কারণে আল্লাহ তাআলা জিন ও শয়তানদের সম্পর্কে বলেছেন—

---

[১] সুরা সাজদা, আয়াত : ১৩

[২] *আল-মাওসুআতুল ইয়াহুদিয়া,* খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৫২৬

[৩] *আসাতিরুল ইয়াহুদ,* লুইস জিনযবার্গ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৩

...إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ...﴿٢٧﴾

সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের যেভাবে দেখতে পায়, তোমরা তাদের সেভাবে দেখতে পাও না।[১]

মানুষের কাছে থাকলেও তাদের দেখা যায় না। কিন্তু তারা ঠিকই সবাইকে দেখতে পায়। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকায় তাদেরকে 'জিন' বলা হয়।

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ২৭

জিনদের অস্তিত্ব

আমরা জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের অস্তিত্বের বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব ও জিনজাতির রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ইসলামের যাবতীয় বিধান এই দুই জাতির জন্য। পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত মতের অনুসারীরা বাদে আর কেউ জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন—

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١

আপনি বলুন, 'আমার কাছে ওহি এসেছে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে। অতঃপর তারা বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।' [সুরা জিন, আয়াত : ১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦

মানব জাতির কিছু লোক জিনজাতির কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইত। এর ফলে তারা জিনদের আত্মগরিমা আরও বাড়িয়ে দিত। [সুরা জিন, আয়াত : ৬]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসলামপূর্ব মানুষের কথা জানিয়েছেন। যারা

জিনদের কাছে আশ্রয় চাইত। জাহিলি যুগে সফরে কোথাও বিশ্রামের জন্য বিরতি নেওয়ার সময় মানুষ বলত, 'আমি এই এলাকার জিনের বাদশার কাছে দুষ্ট জিন থেকে আশ্রয় চাইছি।'[১]

কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় জিনদের অস্তিত্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য মানুষ নানাভাবে জিনের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। অনেকে অবশ্য বুঝে উঠতে পারেনি যে, সেগুলো জিন ছিল। কেউ তাদের ভেবেছে আত্মা, কেউ অদৃশ্য মানব, কেউ ভিনগ্রহের প্রাণী; কেউ আবার এরকম কোনো কিছু। জিনদের অস্তিত্বের চাক্ষুষ একটি প্রমাণ হচ্ছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চোখে তাদের দেখেছেন, তাদের সাথে কথা বলেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। এছাড়া তারা নবিজির কাছে খাবার চেয়েছে। মুমিন জিনেরা তাদের খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ في أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ

যেসব পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হবে, সেগুলোর হাড় তোমাদের খাবার। তোমাদের হাতে পড়ামাত্রই তা মাংস দিয়ে আবৃত হয়ে যাবে। আর গোবর তোমাদের পশুদের খাবার।[২]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচকর্মে হাড় ও গোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—

لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ ، وَلَا بِالْعِظَامِ ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

তোমরা মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জনের কাজে হাড় ও গোবর ব্যবহার করো না, এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।[৩]

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আরোহণের জন্য জিনদের বাহন রয়েছে। যাতায়াতের জন্য পশুও ব্যবহার করে তারা। জিনদের জগৎ আসলেই বিশাল। মানুষ

[১] তাফসিরুল জালালাইন, পৃষ্ঠা : ৭৭১ ; তাফসিরুস সাদি, পৃষ্ঠা : ৮৯০

[২] সহিহ মুসলিম : ৪৫০; সহিহু ইবনি খুযাইমা : ৮২; সহিহুল জামি : ৫১৫৭

[৩] সহিহ মুসলিম : ৪৫০; সুনানুন নাসায়ি : ৩৯; সহিহু ইবনি খুযাইমা : ৮২; সহিহুল জামি : ৫১৫৭

হয়তো সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। বস্তুগত উপায়ে তাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না। সেই অজানাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাদের অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ, কোনো বিষয়ে কারও অজ্ঞতা, সেই বিষয়ের অনস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না।

বর্তমান যুগে এর সহজতম উদাহরণ মহাশূন্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগেও মহাকাশ সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা কিছুই জানি না। আবার মহাশূন্যে ভাসমান বায়ুতে আছে অসংখ্য অগণিত তরঙ্গ। যা আমরা খালি চোখে দেখত পাই না। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানীরা দাবি করছে, 'মানবেতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মুখ থেকে যত ধ্বনি বেরিয়েছে, সেগুলো আজও বায়ুতরঙ্গে বিদ্যমান'। অথচ আমরা তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও দেখতে পাই না। এমন অসংখ্য জগৎ ও বিষয়বস্তু রয়েছে, যেসবের রহস্য আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। মহাকাশে প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন বিস্ময়। পূর্ববর্তী মানুষের জন্য এ বিষয়গুলো ধারণা করাও ছিল অসম্ভব। তাই বলে নব আবিষ্কৃত বিষয়গুলো কি পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল?

ইবলিসের পরিচয়

ইবলিস ও ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

যখন আমি ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, 'আদমকে সিজদা করো'; সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করল; ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[১]

কে এই ইবলিস? যে মহান আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। আল্লাহ তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

...كَانَ مِنَ الْجِنِّ... ﴿٥٠﴾

সে ছিল জিনদের একজন।[২]

জিনদের আদি পিতা সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৪

[২] সুরা কাহফ, আয়াত : ৫০

করলে তিনি বলেন, ইবলিস জিনজাতির পিতা।[১]

ইবলিসকে কুরআন ও হাদিসের অধিকাংশ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে শয়তান বলে। তবে কখনো কখনো তার অনুসারী মানুষ ও জিনদেরকেও শয়তান বলা হয়েছে। ইবলিসের আসল নাম ছিল 'আযাযিল'। অহংকার ও সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় সে আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে যায়। তাই তাকে ইবলিস নাম দেওয়া হয়। কারণ অধিকাংশ মুসলিম ভাষাবিদের মতে, ইবলিস (إبليس) শব্দটি আরবি। আল-ইবলাস (الإبلاس) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি; অর্থ নিরাশা, ভ্রষ্টতা, গোমরাহি।[২]

অমুসলিম ভাষাবিদগণ মনে করেন, ইবলিস (إبليس) গ্রিক শব্দ (ديابولوس) বা Diabolos থেকে এসেছে। এই শব্দ থেকেই ফরাসি ভাষায় Diable এবং ইংরেজিতে Devil শব্দের উৎপত্তি। গ্রিক ভাষায় এর মৌলিক অর্থ কুৎসা রটনাকারী, বিশ্বাসঘাতক। ইবলিস শব্দটি কুরআনুল কারিমে ১১ বার এসেছে। অহংকার ও আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার বিষয়ে এসেছে ৯ বার।

ইবলিসের আরও কিছু উপনাম আছে, হারিস, আবু লুবাইনা, আবু মুররা, আবু কুরদুস, নায়িল, আবুল জান। ইবলিস আল্লাহ ও ফেরেশতাদের কথা গোপনে শুনতে গেলে, ফেরেশতারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে তাকে বিতাড়িত করে দেয়। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মিনা প্রান্তরে ইবলিসকে প্রতিহত করতে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, এই জন্য তাকে রজিম বা প্রস্তরনিক্ষিপ্ত বা বিতাড়িত শয়তান বলা হয়।

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি, ৬১৭৪; হাদিসটি অতি দুর্বল।

[২] *লিসানুল আরাব*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩; দারুল মাআরিফ; *আস-সিহাহ*, ইসমাইল জাওহারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯০৯; দারুল ইলম লিল মালাইন।

ইবলিস জিন না ফেরেশতা?

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো'; তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[১]

কুরআনুল কারিমের এই বর্ণনা থেকে পাঠকের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, ইবলিসকে কেন ফেরেশতাদের সাথে সিজদা করতে আদেশ করা হলো? ইবলিস কি তাহলে ফেরেশতাদের দলভুক্ত?

আমরা আগেই জেনেছি, ইবলিস জিনদের একজন, তার মৌলিক উপাদান আগুন। ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ তিনটি দলিল উপস্থাপন করে বলেছেন, ইবলিসের জিন প্রমাণিত হওয়ার জন্য এই দলিলগুলোই যথেষ্ট।[২]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৪

[২] *আত-তাফসিরুল কাবির*, ফখরুদ্দিন রাজি, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৪২৯-৩০; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪২০ হিজরি।

[এক] ইবলিসকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইবলিসের স্বীকারোক্তি বর্ণনা করেছেন—

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[১]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন—

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

তিনি (আল্লাহ তাআলা) জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন আগুন থেকে।[২]

আল্লাহ আগুন থেকে জিনদের সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে ফেরেশতাদের সৃষ্টির মৌলিক উপাদান আলো, তাই ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

خُلِقَتِ المَلائِكَةُ مِن نُورٍ ، وخُلِقَ الجانُّ مِن مارِجٍ مِن نار ، وخُلِقَ آدَمُ مِمّا وُصِفَ لَكُمْ

ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নুর বা আলো থেকে। জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াহীন আগুন থেকে। আর আদম-সৃষ্টির বিবরণ তোমাদের কাছে বলা হয়েছে।[৩]

[দুই] ইবলিসের ছেলেমেয়ে আছে, সে বংশ বিস্তার করে। ফেরেশতারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত। তাদের নেই স্ত্রী-সন্তান, তাদের মধ্যে নেই নারী-পুরুষের বিভাজনও। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২

[২] সুরা রাহমান, আয়াত : ১৫

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৯৯৬

...أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي... ٥٠

তোমরা কি তাকে (ইবলিসকে) এবং তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করছ?[১]

তিন. ফেরেশতারা আল্লাহর সকল আদেশ মেনে চলে, তারা কখনোই তাঁর আদেশ অমান্য করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

তারা (ফেরেশতারা) কখনোই আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না; বরং যেই কাজে তাদের নিয়োজিত করা হয়েছে, সর্বদা সেই কাজই করে।[২]

ইবলিসের ফেরেশতা হওয়া সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ-সহ অন্যান্য সাহাবি ও তাবিয়ির অভিমত থাকলেও সেসবের কোনোটিই মারফু বা নবিজি থেকে বর্ণিত নয়। হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে বর্ণনাগুলো নিতান্তই দুর্বল, ইসরায়িলি বর্ণনা[৩], জাল বা বানোয়াট।

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৫০

[২] সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬

[৩] বনি ইসরাইল বা ইহুদি উৎস থেকে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা, খবর, কাহিনিকে ইসরাইলি রিওয়ায়াত বা বর্ণনা বলে। ইসরাইলি রিওয়ায়াত তিন ধরনের—

ক. কুরআন-সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ ধরনের ইসরাইলি রিওয়ায়াত সত্যায়ন করা হবে এবং বর্ণনাও করা যাবে।

খ. কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআন-সুন্নাহ তা প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের বর্ণনা বাতিল, মিথ্যা।

গ. যেসব ইসরাইলি রিওয়ায়াতকে কুরআন-সুন্নাহ সত্যায়ন করে না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করে না। এ ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণনা করা যাবে, কিন্তু তা সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। যেমন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا - آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলুল কিতাব ইবরানি ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের কাছে তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে সত্যায়ন বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না; বরং বলো, (আল্লাহর

এ সম্পর্কে ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পূর্ববর্তী আলিমদের থেকে এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে—

যার অধিকাংশই ইসরায়িলি বর্ণনা, যেগুলো কুরআন ও সহিহ হাদিসের বিপরীতে মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এ ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞানই আমাদের জন্য যথেষ্ট।[১]

মানব-সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতারাই ছিল সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তাআলা সেই ফেরেশতাদের যখন আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করতে, তখন তাদের থেকে নিম্নস্তরের জিনও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টির আগেই ফেরেশতাদের আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

সুতরাং আমি যখন আদমের সৃষ্টি সম্পন্ন করব এবং তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، يَنْظُرُ مَا هُوَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদমের প্রতিকৃতি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত রেখে দেন। তখন ইবলিস আদমের মাটির প্রতিকৃতির চারপাশ ঘুরে ঘুরে যখন দেখল এর মধ্যে ফাঁকা আছে। সে বুঝতে পেরেছিল এটা এমন

বাণী) আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি . . .। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৬)। [*সহিহুল বুখারি* : ৪৪৮৫]

অন্য হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ.

বনি ইসরাইলের কাছ থেকে বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। [*সহিহুল বুখারি* : ৩৪৬১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৬২]

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা: ১৫২; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরি।

[২] সুরা সাদ, আয়াত : ৭২

এক সৃষ্টি, যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।[১]

বোঝা গেল সকল ঘটনা ঘটছিল ইবলিসের উপস্থিতিতেই। তাছাড়া যখন আদমের রুহ ফুৎকার দেওয়ার পর সৃষ্টিজগতের সকল জ্ঞান দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন এবং ফেরেশতাদের সিজদার আদেশ দিলেন, তখন ইবলিস সেই মজলিসেই উপস্থিত ছিল। তাই ইবলিস ফেরেশতা না হলেও সে ওই আদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজে বোঝা যাক, যাইদ উমারের বন্ধু। ঘুরতে এসে যাইদ উমারের সাথে তাদের ক্লাসে বসে আছে। শিক্ষক যখন বলল, 'সপ্তম শ্রেণির সবাই ক্লাসরুম থেকে বের হও' তখন এই আদেশ যাইদের প্রতিও বর্তাবে। কেননা শিক্ষকের উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে ক্লাসরুম থেকে বের করা।

আবার আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিসকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ... ﴿١٢﴾

(হে ইবলিস) আমি আদেশ করার পরও কীসে তোমাকে সিজদা থেকে বিরত রাখল।[২]

উত্তরে সে এটা বলেনি যে, হে আল্লাহ আপনি তো আমাকে আদেশ করেননি, বরং ইবলিস বলেছিল—

...أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

আমি তার (আদমের) চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[৩]

এই কথা থেকেও প্রমাণ হয় স্বয়ং ইবলিসও বুঝেছিল আদমকে সিজদার আদেশে সেও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে অধিকাংশ স্থানে ইবলিসকে 'শয়তান' বলে সম্বোধন করেছেন। শয়তান (شَيْطَانٌ) শব্দটি দিয়ে কট্টরভাবে অবাধ্য হওয়াকে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৬১১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৫৩৯

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২

[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২

বোঝায়। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি অবাধ্য সিরীয় ঘোড়ার ব্যাপারে এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। লোকেরা একবার উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'আপনি আরোহণের জন্য যে প্রাণীটি ব্যবহার করেন, সেটা আমিরুল মুমিনিন হিসেবে আপনার মর্যাদার সাথে মানানসই নয়।' এই বলে তারা তার জন্য সংকর জাতের একটি সিরীয় পরিশ্রমী ঘোড়া নিয়ে আসে। তিনি আরোহণ করলে ঘোড়াটি খুব হিংস্রভাবে লাফালাফি করতে থাকে। উমার বললেন, 'একে সরাও আর আমার উট ফিরিয়ে আনো। তোমরা তো আমাকে সাক্ষাৎ শয়তানের ওপর চড়িয়ে দিলে দেখছি।'[১]

আরবে কোনো কিছুর সর্বোচ্চ নিকৃষ্টতা বোঝাতে শয়তান শব্দটি ব্যবহার করা হত। শয়তান (شَيْطَانٌ) শব্দটি যেসকল সম্ভাব্য শব্দমূল থেকে উৎপন্ন, সেগুলোর অর্থ হলো—পোড়ানো, কল্যাণ থেকে বহু দূর অথবা যাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং নিকৃষ্ট বা শয়তানি কর্মকাণ্ড।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে শয়তানকে তাগুতও (মিথ্যা উপাস্য) বলেছেন—

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

যারা মুমিন, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যারা কাফির, তারা যুদ্ধ করে তাগুতের (শয়তানের) রাস্তায়। অতএব শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত একেবারেই দুর্বল।[২]

---

[১] *আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল*, আবিল ওয়ালিদ ইবনু রুশদ, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৩৭৩-৩৭৪; দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৭৬

জিনদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে?

মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ তাআলা জিনদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো কাদামাটি থেকে, যা শুকিয়ে ঠনঠনে হয়েছিল। আর তাদের পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আতা ইবনু রাবাহ, হাসান আল-বসরি, মুকাতিল ও কাতাদা-সহ অধিকাংশের মতে الْجَانَّ দ্বারা উদ্দেশ্য ইবলিস অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির পূর্বেই। নবিজি বলেছেন—

لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، يَنْظُرُ مَا هُوَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদমের প্রতিকৃতি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত রেখে দেন। তখন ইবলিস আদমের মাটির প্রতিকৃতির চারপাশ

---

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ২৬-২৭

ঘুরে ঘুরে এর মধ্যে ফাঁকা দেখে সে বুঝতে পেরেছিল—এটা এমন এক সৃষ্টি, যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।[১]

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, মানব সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা জিনজাতিকে সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সর্বত্র তারা ফিতনা-ফাসাদ ছড়াতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, 'তাদেরকে পিটিয়ে সমতলভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে পাঠিয়ে দিতে।' এরপর 'আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদের বললেন, পৃথিবীতে তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠাবেন, ফেরেশতারা বলল 'আপনি কি এমন জাতি পাঠাবেন, যারা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাত করবে; পূর্বে যেমন জিনজাতি করেছিল?'[২]

কুরআন ও হাদিসের এসব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মানবজাতির অনেক পূর্বেই ইবলিস ও জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ঠিক কতদিন আগে? তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৬১১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৫৩৯; *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৩; দারুল কুতুবিল মিসরিয়া, কায়রো, ১৩৮৪ হিজরি।

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩০৩৫; ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি রাহিমাহুমাল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

জিন ও ইবলিসের শারীরিক বৈশিষ্ট্য

ইবলিস ও জিন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের যতটুকু জানিয়েছেন, এর বাইরে তাদের অবয়ব, আকৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ তেমন কিছুই জানে না। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, মানুষের মতো জিনদেরও চোখ-কান-হৃদয় আছে। তিনি বলেন—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

আমি অনেক জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার থেকেও নীচ; তারাই গাফেল।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, জিনদের অন্তর, চোখ ও কান আছে। একইভাবে তিনি কুরআনুল কারিমে আরও বলেন, শয়তানদের কণ্ঠস্বরও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ... ﴿٦٤﴾

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯

তাদের (বনি আদমের) মধ্যে যাদের পারো, তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে সত্যচ্যুত করো।[১]

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত কিছু হাদিস থেকে জানা যায়, শয়তানদের জিহ্বা ও লালা আছে।

আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ নবিজি তিলাওয়াতের মাঝে এদিক-সেদিক করে ফেলেন। সালাত শেষ করে তিনি বলে ওঠেন—

لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي ، فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ - الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ ، لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يَتَلَاعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْمَدِينَةِ

তোমরা যদি আমাকে আর ইবলিসকে দেখতে পেতে! আমি তাকে জাপটে ধরে তার শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করছিলাম। এমনকি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনিতে তার লালার শীতলতা টের পাচ্ছিলাম। আমার ভাই সুলাইমানের দুআ না থাকলে আজ সকালে তোমরা তাকে মসজিদের খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় পেতে। আর মদিনার বাচ্চারা তাকে নিয়ে খেলা করত।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সুলাইমান আলাইহিস সালামের যে দুআর কথা বলেছেন, সেটি হলো—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ﴿٣٥﴾

সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন—হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কেউ পাবে না।[৩]

এই দুআর ফলে জিনজাতিকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীন ও বাধ্য করে

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ৬৪

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৫৪২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৭৮০; এখানে বর্ণিত শব্দ *মুসনাদু আহমাদের*।

[৩] সুরা সাদ, আয়াত : ৩৫

দেওয়া হয়। তিনি তাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারতেন। তার পরে আর কাউকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।

জিনদের শ্রেণিবিন্যাস

জিনদের কি নাম আছে? কিংবা কোনো শ্রেণিবিভাগ? প্রকারভেদ অনুযায়ী তাদের একেক জনের নাম কি একেক রকম?

ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জিনদের বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে—

সাধারণ জিনদের বলা হয় জিন্নি (الْجِنِّيُّ)।

কিছু জিন মানুষের সাথে বাসাবাড়িতে অবস্থান করে। তারা হচ্ছে আ-মির (الْعَامِرُ)।

যেসব জিন বাচ্চাদের সামনে আবির্ভূত হয়, তাদের বলে আরওয়াহ (الأَرْوَاحُ। রুহের বহুবচন)।

জিন যদি খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষের ক্ষতি করতে চায়, তখন তাদের বলা হয় শাইতান (الشَّيْطَانُ) বা শয়তান।

যেসব শয়তানের দুষ্কৃতি খুব বেড়ে যায়, তাদের বলে মারিদ (الْمَارِدُ)।

যারা শক্তিশালী ও দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠে, তাদের বলা হয় ইফরিত (الْعِفْرِيتُ)।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْجِنُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ ، وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ

---

[১] *আত-তামহিদ*, ইবনু আব্দিল বার, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮; ওয়ারাতু উমুমিল আওকাফ; মরক্কো: *লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬; মাকতাবাতুল কুরআন, কায়রো।

وَكِلَابٌ ، وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ

জিনেরা তিন ধরনের। এক. যাদের পাখা আছে, যার সাহায্যে তারা বাতাসে উড়তে পারে। দুই. যারা কুকুর ও সাপের বেশ ধরে থাকে। তিন. যারা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়, আবার কোথাও অবস্থান করে।[১]

নবিজি আমাদের জানিয়ে গেছেন, দ্বিতীয় প্রকারের জিন যদি বাসাবাড়ি ব্যতীত অন্য কোথাও সাপের বেশে দেখা যায় এবং বোঝা না যায়, সেটা সাপ না জিন। তাহলে সাপ হিসেবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে, সেটাকে মেরে ফেলা যাবে। এমনকি যদি কোনো পবিত্র স্থানেও দেখা যায়। তবে ঘরবাড়িতে দেখা গেলে ৩ বার বলবে, 'এটা তোমার আবাসস্থল নয়; আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি তুমি মুমিন হও, এখান থেকে চলে যাও। যদি না যাও, আমি তোমাকে হত্যা করব।' এভাবে ৩ বার বলার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।[২] তার পরও যদি না যায় তাহলে মেরে ফেলবে। কারণ সেটা কোনো জিন নয়, বরং সাধারণ সাপ।

---

[১] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩৭০২; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বাইহাকি : ৮২৭; ইমাম হাকিম ও যাহাবি উভয়েই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[২] আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি ঘরবাড়িতে দেখতে পাওয়া সাপকে ৩ বার সতর্ক করার পূর্বে মারতে নিষেধ করেছেন। [*সহিহুল বুখারি* : ৩২৮৯] অর্থাৎ তিনবার বলার পর কিছু সময় অপেক্ষা করবে। তবে তা এতো বেশি সময় নয় যে, তা কোনো কাজে সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি বলেছেন, মদিনার জিনেরা মুসলিম হয়ে গেছে। যদি তোমরা তাদেরকে সাপের আকৃতিতে দেখতে পাও, তবে তিন দিন অপেক্ষা করো। তার পরও যদি না যায় তাহলে হত্যা করো। কারণ সে শয়তান। [*সহিহ মুসলিম* : ২২৩৬] ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের তথ্যের ভিন্নতার কারণে বাসাবাড়িতে সাপ দেখা দিলে কীভাবে সর্তক করা হবে, সে বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ তিন দিন অপেক্ষা করার মত গ্রহণ করলেও ইবনুল আরাবি-সহ অধিকাংশ আলিম বলেছেন; বরং একই সময় ৩ বার সর্তক করবে এবং কিছু সময় অপেক্ষা করবে, সাপটি যেন চলে যেতে পারে। কারণ তিন দিন অপেক্ষা করা যে কারও জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন সর্তক করা হচ্ছে, ক্ষতি ও কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাহলে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার মধ্যে কী ফায়দা আছে! তাই সাপটি যদি তিনবার সতর্ক করার পরও চলে না যায়, তাহলে মেরে ফেলবে।

সাধারণ সাপের কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে যেগুলো কোনো সাপের মধ্যে দেখা গেলে সহজেই বোঝা যাবে যে, সাপটি জিন নয়। যেমন, লেজ ছোট হওয়া অথবা পিঠ সাদা, কালো বা হলুদ রঙের ডোরাকাটা বিশিষ্ট হওয়া। এ ক্ষেত্রে সর্তক করা ছাড়াই মেরে ফেলা যাবে। কারণ নবিজি বলেছেন, 'পিঠ সাদা, কালো বা হলুদ রঙের ডোরাকাটা অথবা লেজ কাটা বা ছোট লেজ বিশিষ্ট সাপকে দেখামাত্রই মেরে ফেলো; কেননা তা চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং প্রসূতির গর্ভপাত ঘটায়।' [*সহিহুল বুখারি* : ১৭৮৮] আর যদি সাপটি উল্লিখিত বিবরণের মতো না হয়, তাহলে ৩ বার সর্তক করা হবে এবং আল্লাহর দোহাই দিয়ে চলে যেতে বলা হবে। না গেলে মেরে ফেলবে। [*আহকামুল কুরআন*, ইবনুল আরাবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৮ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৪৯ দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৭৯]

আর তৃতীয় প্রকারের জিন, তারা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছে হলে কোথাও নেমে থাকতে শুরু করে। কিছুদিন বা কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর থাকার পর আবার চলে যায়।

জিনদের কি দেখা যায়?

গাধা ও কুকুর জিনদের দেখতে পায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

মোরগের ডাক শুনলে তোমরা আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ করবে, কারণ মোরগ ফেরেশতাদের দেখতে পায়। আর গাধার ডাক শুনলে আল্লাহর কাছে শয়তানের কবল থেকে আশ্রয় চাইবে, কারণ গাধা শয়তানকে দেখতে পায়।[১]

পশুপাখিরা জিন ও ফেরেশতাদের দেখতে পায়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা প্রাণীদের এমন অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন, যা মানুষদের দেননি। নির্দিষ্ট প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয়। ভূমিকম্পের আগমন টের পেলে এসব প্রাণী খুব দ্রুত পালিয়ে বেড়ায়। বিপদ খুব কাছে চলে এলে তারা কান পেতে তা শোনে। তারা এমন সব আওয়াজ শোনে, যা আমরা শুনতে পাই না। আধুনিক প্রযুক্তি এখনো এতটা উন্নত হয়নি, যা দিয়ে পৃথিবীর বুকের ভেতর প্রোথিত এসব ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত থেকে নিশ্চিতভাবে আগাম সতর্কতা লাভ করা যায়। সংঘটিত কোনো পরিবর্তন দেখে আসন্ন বিপদের খবর পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট এসব প্রাণীকে এমনকিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, যার সাহায্যে তারা এই ধরনের অনেক আগাম খবর জানতে পারে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩০৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৭২৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১০২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৯৮০৫

আল্লাহ তাআলা মৌমাছিকে দান করেছেন অসাধারণ কিছু ক্ষমতা। তারা অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়। মানুষ যা খালি চোখে দেখতে অক্ষম। মৌমাছি সূর্যের অবস্থানের সাপেক্ষে সুবিধাজনক কোণ তৈরি করে পথ দেখতে পারে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছে—নাচানাচি (Waggle dance)। মুমিনেরা জানে, আল্লাহর এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি মৌমাছি এসব বেলেল্লাপনা থেকে মুক্ত। এটা নৃত্য নয়; বরং পথপ্রদর্শন। সন্ধানী মৌমাছি যখন মধুর খোঁজে মৌচাক থেকে বের হয়ে আসে, আল্লাহ তাআলা তখন তাকে ফুলবাগানের দিকে পথ দেখান। মৌচাক থেকে দূরদূরান্তে গিয়ে সুধার সন্ধান নিয়ে চাকে ফিরে আসে। চাকে এসে কর্মী মৌমাছিকে সুধাসম্পন্ন বাগানের অবস্থান জানায়। চাকে পতিত সূর্য-রশ্মির সাথে নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান করে বলে দেয়, কোন পথে যেতে হবে। কর্মীরা সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে এমনভাবে উড়ে যায়, যেন তাদের কাছে কোনো ম্যাপ আছে। সত্যি বলতে, এ তো ম্যাপের চেয়েও নিখুঁত। কে তাদের এ শিক্ষা দিল?

প্যাঁচা রাতের আঁধারের মধ্যেও ইঁদুরকে শনাক্ত করে ফেলে। কী করে সম্ভব? মানুষ বর্তমানে নাইট ভিশন গগলস ব্যবহার করে। সেই গগলসের ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু সৃষ্টির মাঝে আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন। প্যাঁচা তাই রাতের শিকারি। ইঁদুর বাস করে ময়লা-আবর্জনার ভেতরে। তারপরও রাতের বেলা প্যাঁচা তার নড়াচড়া ধরে ফেলে। কোনো আগাম সতর্কতা ছাড়াই উড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা পশুপাখিদের বিশেষ সক্ষমতা দিয়েছেন, তাই তারা জিন ও ফেরেশতাদের দেখতে পায়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইমাম বুখারি মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার ঘোড়া রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় যে ছোটাছুটি করছিল, তা মূলত ফেরেশতাদের দেখার কারণে, নবিজি মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ

তারা ছিল ফেরেশতা, তোমার সুমধুর তিলাওয়াতের শুনতে তারা জড়ো হয়েছিল। যদি তুমি তিলাওয়াত করতেই থাকতে, সকালে মানুষ তাদের দেখতে পেত। তারাও মানুষদের থেকে আড়াল হত না।[১]

[১] সহিহুল বুখারি : ৫০১৮

জিন ও শয়তানের ছদ্মবেশ

আল্লাহ তাআলা জিনদের যেসব ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন। জিনেরা মানুষ ও প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। ইবলিস বদরের যুদ্ধের সময় সুরাকা ইবনু মালিকের রূপ ধরে এসে মুশরিকদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাদান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দান-সাদাকার সম্পদগুলো দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। রাতে এক লোক এসে কিছু খাবারদাবার নিয়ে যাচ্ছিল। আমি খপ করে তাকে ধরে বললাম, 'আমি তোমাকে নবিজির কাছে নিয়ে যাব'। সে বলল, 'আমি গরিব মানুষ। আমার অনেক বড় পরিবার। খুব অভাবে পড়ে গেছি'। আমার দয়া হলো, তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে আল্লাহর রাসুলের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু হুরাইরা, তোমার কয়েদি গতকাল রাতে কী বলেছে?' আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে খুবই অভাবী একজন মানুষ। পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছে না সে। তার প্রতি আমার খুব দয়া হলো, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে। আজ আবার আসবে।'

নবিজির কথায় আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে ফিরে আসবে। তাই তার জন্য ওত পেতে রইলাম। সে আবারও চুপিচুপি ঢুকে পড়ে সাদাকার খাবারদাবার চুরি করতে লাগল। আমি তাকে হাতেনাতে ধরে বললাম, 'এবার তোমাকে অবশ্যই নবিজির কাছে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি গরিব মানুষ। বড় একটা পরিবারের খরচ চালাতে হয় আমাকে, এই শেষ; আর আসব না'। এতে আমার আবারও তার প্রতি

দয়া হলে, তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরবেলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'আবু হুরাইরা, গতকাল রাতে তোমার কয়েদি কী বলেছে?' জবাব দিলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে খুবই অভাবী একজন মানুষ। তার প্রতি আমার খুব দয়া হলে, তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'মিথ্যা বলেছে। সে আজকেও আসবে।' ঠিকই সে রাতের বেলায় খাবার চুরি করতে চলে আসে। আমি তাকে ঝাপটে ধরে বললাম, 'এবার আমি তোমাকে নবিজির কাছে নেবই নেব, এই নিয়ে তিনবার হলো, কথা দিয়েছিলে আর আসবে না, কিন্তু ঠিকই এসেছ।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব, যাতে আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন।' আমি বললাম, 'তাই নাকি? শুনি তোমার কী কথা?' সে উত্তর দিল, 'ঘুমানোর আগে আপনি আয়াতুল কুরসি পড়ে নেবেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার ধারে-কাছে আসতে পারবে না।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কয়েদি গতরাতে কী বলল?' জবাব দিলাম, 'সে আমাকে একটি আমলের কথা বলেছে। তার দাবি, এই আমলটি করলে আল্লাহ আমাকে কল্যাণ দান করবেন। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কী বলেছে সে?' আমি বললাম, 'সে বলেছে, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়তে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান ধারে-কাছে আসতে পারবে না।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে তোমাকে সত্য কথাই বলেছে, যদিও সে নিজে একজন মিথ্যাবাদী। আবু হুরাইরা, গত ৩ রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছ, জানো?' আমি বললাম, 'জি না। কে সে?' জবাবে নবিজি বলেন, 'সে ছিল শয়তান।'[১]

মানুষের ছদ্মবেশ ছাড়াও শয়তান বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন : উট, গাধা, গরু, কুকুর বা বিড়াল। জিনেরা প্রায়ই কালো কুকুর ও বিড়ালের রূপ ধরে। কারণ কালো রং অন্যান্য রঙের তুলনায় অপশক্তি ও তাপ ধারণে অধিক সক্ষম যা শয়তানের জন্য বেশি উপযোগী।

জিনেরা সাপের রূপও ধারণ করে। অনেক মানুষ তাদের এই রূপে দেখেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে থাকা সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এ কারণে যে, তারা মুমিন জিনও হতে পারে। নবিজি বলেন, মদিনায় কিছু জিন আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তাদের কাউকে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৩১১; *সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি* : ১০৭২৯; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২১২৩; *রিয়াদুস সালিহিন* : ১০২০

দেখো, তাহলে ৩ দিন তাকে সতর্ক করবে।[১] এরপরও যদি তাদের দেখতে পাও, তাহলে হত্যা করে ফেলো। কারণ সেটা মুমিন নয়, শয়তান।[২]

এক সাহাবি ঘরে থাকা একটি সাপকে মেরে ফেলেছিলেন, যা তার নিজেরও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিশাম ইবনু যাহরার মুক্ত করা দাস আবুস সাইব বলেছেন, তিনি আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসায় তার সাথে দেখা করতে যান এবং তার ব্যাপারে বলেন, 'দেখলাম তিনি সালাত আদায় করছেন। তাই আমি বসে তার সালাত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকি। এমন সময় ঘরের এক কোনায় রাখা (কাঠের) স্তূপে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখি একটা সাপ। সেটাকে মারার উদ্দেশে তেড়ে গেলাম কিন্তু আবু সাইদ আমাকে ইশারায় থামতে বললেন। আমি আর আগে বাড়লাম না। তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।' সালাত-শেষে তিনি আমাকে একটি রুমের দিকে ইশারা করে বললেন, 'ঐ কামরাটা দেখতে পাচ্ছ?' আমি বললাম, 'জি।' তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, সেখানে এক যুবক থাকত, 'আমরা নবিজির সাথে খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যকার এক যুবক তখন সদ্য বিয়ে করেছে। সেই যুবক প্রতিদিন মধ্যদুপুরে এসে নবিজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তার পরিবারের কাছে যেত। একদিন তিনি (অনুমতি প্রদানের পর) বললেন, 'অস্ত্র সাথে রেখো। কুরাইযা গোত্রের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়।' সে অস্ত্র সাথে নিয়ে রওনা দেয়। গিয়ে দেখে তার স্ত্রী দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়ানো। যুবক আত্মমর্যাদাবশত রেগে গিয়ে বর্শা নিয়ে ছুটে যায় স্ত্রীকে মারার জন্য। স্ত্রী বলল, 'বর্শা রাখুন। আগে ঘরে ঢুকে দেখুন, কীসে আমাকে বাইরে এনেছে।' সে ভেতরে গিয়ে দেখে বড় একটি সাপ বিছানার ওপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে বর্শার আঘাতে সাপটিকে বিদ্ধ করে ফেলে। ঘর এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, এই ভেবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ সাপটি এক ঝাঁকুনি দিয়ে ফণা তুলে যুবকটিকে আক্রমণ করে বসে। সাপ আর যুবকের মাঝে কে আগে মারা যায়, তা কেউ জানে না। আমরা নবিজিকে এই ঘটনাটি জানিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আল্লাহর কাছে একটু দুআ করুন যেন সে জীবন ফিরে পায়।' তা শুনে নবিজি বললেন, 'বরং তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। মদিনায় কিছু জিন আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি বাসাবাড়িতে কোনো সাপ দেখো, তাহলে ৩ দিন সেটাকে সতর্ক করবে। এরপরও যদি না যায়, তাহলে সাপটাকে হত্যা করে

---

[১] এ বিষয়ে ৩৮ নং পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২২৩৬; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৯৮৮৬; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ২৯৩৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪১১৮

ফেলো। কারণ সেটা মুমিন নয়, শয়তান।'[১]

সাপ হত্যার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেমন, ঘরের ভেতর দেখা যায়, এমন সব সাপের ক্ষেত্রেই কেবল হত্যার নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। ঘরের বাইরে সাপ দেখলে সেগুলো মেরে ফেলতে হবে, এমনকি তা পবিত্র ভূমিতে হলেও। তাই ঘরের ভেতর সাপ দেখা গেলে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা না করে প্রথমে চলে যাওয়ার আদেশ দিতে হবে।

এভাবে বলবে, 'আমি আল্লাহর নামে তোমাকে আদেশ করছি, তুমি এই ঘর ছেড়ে চলে যাও। নিজেকে ও নিজের অনিষ্টকে আমাদের থেকে দূরে রাখো। নাহলে আমরা তোমাকে মেরে ফেলব।' ৩ বার বলার পরেও যদি সেটা দেখা যায়, তাহলে মেরে ফেলবে, কারণ নবিজির ভাষ্যমতে, সেটা শয়তান। তিনবার বলার পর মেরে ফেলার কারণ—এতে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, এটা অমুসলিম জিন। জিনটি মুসলিম হলে ঘর ছেড়ে চলে যেত। তবে যদি তা সত্যি সত্যিই সাপ হয়ে থাকে, তাহলে তো একে মেরে ফেলাটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আর সেটা অবাধ্য কাফির জিন হয়ে থাকলেও তার মৃত্যুই প্রাপ্য, কারণ সে ঘরের লোকদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সতর্ক না করে কোন ধরনের সাপকে মেরে ফেলা যাবে, এ সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কেবল খাটো বা কাটা লেজবিশিষ্ট এবং পিঠে দুটি সাদা দাগবিশিষ্ট সাপকে হত্যা করবে। কারণ এটি গর্ভপাত ও অন্ধত্বের কারণ। তাই একে মেরে ফেলো।'[২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২২৩৬; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৯৮৮৬; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ২৯৩৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪১১৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩১১; *সহিহুল জামি* : ৭৩৮৯; *আল-মুসনাদুল জামি* : ৭৯৭০

জিনেরা পথ চলে কীভাবে?

মানুষের মতো জিনেরাও পথ চলে পায়ে হেঁটে বা জন্তুর পিঠে চড়ে। তবে জিনেরা খুব দ্রুতগতিতে উড়তেও পারে, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। উড়ার জন্য তারা তাদের পাখা ব্যবহার করে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। জিনদের উড়ার জন্য পাখা রয়েছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন বললেন, রানি বিলকিস এখানে আসার আগেই তোমাদের মধ্যে কে তার পুরো সিংহাসন উঠিয়ে আনতে পারবে? তখন ইফরিত জিন বলেছিল—

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

ইফরিত (সবচেয়ে শক্তিশালী জিন) বলল, আপনি বৈঠক শেষ করার আগেই আমি তা নিয়ে আসব। আর নিশ্চয় আমি এ কাজে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الجِنُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كِلَابٌ وَحَيَّاتٌ وَصِنْفٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ يَحُلُّونَ ويظعنون

*জিনেরা তিন ধরনের। এক. যারা কুকুর এবং সাপের আকৃতি ধারণ করতে পারে। **দুই.** যারা বাতাসে উড়তে পারে। **তিন.** যারা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়*

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৩৯

আবার, আবার কোথাও অবস্থান করে।[১]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবলিস চার পাখা বিশিষ্ট।[২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে এসেছে, জিনেরা আল্লাহর রাসুলকে তাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি বলেন—

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ

যেসব পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হবে, সেগুলোর হাড় তোমাদের খাবার। তোমাদের হাতে পড়ামাত্রই তা মাংস দিয়ে আবৃত হয়ে যাবে। আর গোবর তোমাদের পশুদের খাবার।[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, বাহনের জন্য শয়তানের ঘোড়া আছে—

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ... ﴿٦٤﴾

তাদের মধ্যে যাদের পারো, তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে সত্যচ্যুত করো এবং তাদের তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে আক্রমণ করো।[৪]

তার মানে শয়তানের ঘোড়া আছে এবং সে তাতে চড়ে ক্রমাগত আদম সন্তানকে আক্রমণ করে। আবার এমন কিছু প্রাণীও আছে, যেগুলো শয়তানকে সঙ্গ দেয়। যেমন, উট। নবিজি বলেন, উটকে শয়তান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে,[৫] আর প্রত্যেকটি

---

[১] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬১২৩; *আল-মুজামুল কাবির,* তাবারানি : ৫৭৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] *শুআবুল ঈমান,* বাইহাকি : ১৪৪; *তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম* : ৮২৪২

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪৫০; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৮২; *সহিহুল জামি* : ৫১৫৭

[৪] সুরা ইসরা, আয়াত : ৬৪

[৫] ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, উটের মাঝে শয়তানের মতোই অবাধ্যতার স্বভাব আছে এবং একে সামলানো বেশ কঠিন। এমনকি কেউ উটের খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে গেলে, এটি তার সালাত বিনষ্ট করে দিতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয়, এটি সত্যি সত্যিই জিন-শয়তান থেকে এসেছে বা এটিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [*সুনানু আবি দাউদের* ৪৯৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যা ও *আওনুল মাবুদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৩]

উটের পেছনে একটা শয়তান থাকে।[১]

এ কারণে নবিজি উটের বসার স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বারা ইবনু আযিব বলেছেন, উট যেসব জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে, সেখানে সালাত পড়া সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাব দেন, 'উট যেখানে যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে, সেখানে সালাত আদায় করবে না। এগুলো শয়তানের স্থান।' বকরির খোঁয়াড় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, 'সেখানে সালাত পড়তে পারো। এগুলো বরকতের জায়গা।'[২]

আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, 'বকরির খোঁয়াড়ে সালাত পড়তে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নয়। কারণ তারা শয়তান থেকে সৃষ্ট।'[৩]

নবিজি বলেন, 'কালো কুকুর শয়তান'[৪] এবং 'শয়তান থেকে উটের সৃষ্টি।'[৫] এখন কেউ বলতে পারে, কুকুর তো কুকুর থেকেই জন্মায়। উটও উট থেকে জন্মায়। তো তারা শয়তান থেকে আসে কী করে?

আবুল ওয়াফা ইবনু আকিল রাহিমাহুল্লাহ একজন প্রখ্যাত হাম্বলি আলিম; তিনি বলেছেন, 'এতে শয়তানের সাথে তাদের সাদৃশ্য তৈরি হয়। কারণ কালো কুকুর সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং তাদের উপকারিতাও সবচেয়ে কম। আর উটের সাথে জিনের মিল হলো, এদের সামলানো কষ্টকর। মানুষের ক্ষেত্রেও শয়তান শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয়, অমুক একটা শয়তান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَيٰطِيْنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا... ﴿١١٢﴾

---

[১] *জামিউল আহাদিসিস সাহিহা* : ৬১৩১; *সহিহুল জামি* : ১৫৭৩; সাইদ ইবনু মানসুর এটি খালিদ ইবনু মিদান রাহিমাহুল্লাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ সনদটিকে হাসান বলেছেন।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৮৪; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৮৭৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৫৩৮; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭৬৯; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৮৭৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৭৮৮; *সহিহুল জামি* : ৩৭৮৮; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ৫১০; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৩৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৭০২; *সহিহ ইবনি খুযাইমা* : ৮৩০

[৫] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭৬৯; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৮৭৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৭৮৮; হাদিসটি সহিহ।

মানুষ ও জিনদের মধ্যকার শয়তান; তারা একে অপরকে বিভ্রান্তিমূলক মনোমুগ্ধকর কথা দিয়ে প্ররোচিত করে।[১]

এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, জিনদের মতো মানুষের মাঝেও শয়তান হয়। তো এই মানুষ-শয়তান কি জিন শয়তানের মতো আগুন থেকে সৃষ্ট? নাকি এই কথার মাধ্যমে সত্য থেকে বিচ্যুতি ও গুনাহের কারণে তাদেরকে শয়তান বলা হচ্ছে। অবশ্যই তারা মাটির তৈরি মানুষ আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। খারাপ বৈশিষ্ট্য ও ইবলিসের আনুগত্যের কারণে তাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। তাদের জাহান্নামে ইবলিসের সাথেই আগুনে পোড়ানো হবে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বসবাসরত জীবকুলের সৃষ্টির সূচনা করেছেন পানি থেকে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় কুকুর ও উটকেও সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে। এমন নয় যে, তাদেরকে সত্যি সত্যিই জিন বা আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে।

...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾

আর আমি প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।[২]

পক্ষান্তরে শয়তানের সৃষ্টি আগুন থেকে।

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১১২

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩০

জিনেরা কোথায় বাস করে?

মানবজাতির আগমনের পূর্বে এই পৃথিবীতেই জিনদের বসবাস ছিল। রক্তপাত ও ফিতনা-ফাসাদের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে সমতল ভূমি থেকে তাড়িয়ে নির্জন পাহাড় ও দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন দেওয়া হয়। ধ্বংসস্তূপ বা বনজঙ্গলে, যেখানে মানুষজনের খুব একটা আনাগোনা নেই, সেসব জায়গায় তারা বসতি স্থাপন করে। বিলাল ইবনু হারিস বলেন, একবার নবিজির সাথে আমরা সফরে বের হলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার জন্য বের হলেন। সে সময় কেউ শৌচকর্ম করার জন্য বসতি থেকে দূরে কোথাও যেত। আমি একটি পাত্রে পানি নিয়ে তার পিছে পিছে চললাম। কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ নবিজির কাছে এমন হট্টগোল শুনতে পেলাম, যা আমি আগে কখনো শুনিনি।

ফিরে এসে তিনি বললেন, কে বিলাল?

আমি বললাম, জি বিলাল।

তিনি বললেন, তোমার কাছে পানি আছে?

আমি বললাম, জি আছে।

নবিজি বললেন, ভালো করেছ, এই বলে তিনি পানি নিয়ে ওজু করলেন।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে এমন বাকবিতণ্ডা ও শোরগোল শুনলাম যা আগে কখনো শুনিনি।

নবিজি বললেন, মুসলিম জিন ও অমুসলিম জিন উভয়েই আমার কাছে তাদের

বসবাসের স্থান করে দিতে বলে। আমি মুসলিম জিনদের 'জালাস' এবং অমুসলিম জিনদের 'গাওর' এ বসবাস করতে বলি।

আব্দুল্লাহ ইবনু কাসির বলেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জালাস ও গাওর কি? তিনি বলেন, জালাস হলো—জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও পাহাড়; আর গাওর হলো—পাহাড়ের উপত্যকা ও সমুদ্র।[১]

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি 'কার' (الْقَزَعُ) বিশিষ্ট ভূমিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করছেন। কারণ সেটা তোমাদের ভাই জিনদের আবাসস্থল। নবিজিকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'কার' কি? তিনি বলেন, ঘন ঝাড়-জঙ্গল, গাছপালা বিশিষ্ট নিম্নাঞ্চল।[২]

এছাড়া জনবসতির শৌচাগার, গোসলখানা, নোংরা ও অপবিত্র স্থান, আবর্জনার স্তূপ এবং কবরস্থানে দুষ্ট জিন-শয়তান বিচরণ করে। যেমন : নবিজি বলেন—

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

নিশ্চয় শৌচাগারে দুষ্ট জিন-শয়তান উপস্থিত থাকে। তাই তোমরা যখন সেখানে প্রবেশ করবে তখন বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিলান খুবুসি ওয়াল খবাইস" (আমি আল্লাহর কাছে যাবতীয় দুষ্ট পুরুষ ও নারী জিন ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[৩]

হাদিসে শৌচাগার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যেখানে নাপাকি থাকে বা শরীর বস্ত্রহীন করতে হয়, সে সকল স্থানে শয়তানের আনাগোনা থাকে। মানুষকে বিবস্ত্র করা শয়তানের অন্যতম একটি মিশন। কারণ আল্লাহর এবং বান্দার মাঝে আবরণ হলো 'হায়া বা লজ্জা'। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন, প্রথমেই তাদের শরীর থেকে জান্নাতি পোযাক খুলে গিয়েছিল।

---

[১] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, ১১৪৩; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৯৯৫ : ইমাম হাইসামি বলেছেন, এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন, কাসির ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আমর ইবনি আউফ; সকল মুহাদ্দিসের মতে তিনি দুর্বল রাবি, তবে ইমাম তিরমিযি তার বর্ণিত হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন। [দেখুন : *জামিউল আহাদিস* : ৮৬৭]

[২] *আল-কামিল ফি দুআফাইর রিজাল*, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ৩১০; হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৯৬; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৪০৬; হাদিসটি সহিহ।

গুনাহের দ্বারা যেমন লজ্জা হ্রাস পায়। তেমনই লজ্জা বা শালীনতা যত কমতে থাকে, মানুষ ততবেশি গুনাহের দিকে ধাবিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا ... ⑳

এরপর শয়তান তাদের প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করতে পারে, যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন ছিল।[১]

আর আদম ও হওয়া আলাইহিমাস সালাম নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর সর্বপ্রথম তাদের শরীর থেকে জান্নাতি পোশাক খুলে যায়।

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ... ㉒

অতঃপর তারা যখন ফল খেল, তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে গেল। তারা জান্নাতি বৃক্ষের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করল।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তোমার হায়া বা লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তাই করবে। (অর্থাৎ ভালো-মন্দ, সাওয়াব বা গুনাহের কোনো তোয়াক্কা করবে না)[৩]

এজন্যই নবিজি গোসলখানা বা শৌচাগারে প্রবেশের আগে দুআ পড়তে নির্দেশ করেছেন। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২০

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ২২

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৮৪

জিনের দৃষ্টি ও বনি আদমের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো, যখন তাদের কেউ টয়লেটে প্রবেশ করবে, সে বিসমিল্লাহ বলবে।[১]

মাটির গর্তে প্রস্রাব করতে নবিজি নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু সারজিসের সূত্রে কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, গর্তে প্রস্রাব করতে নবিজি নিষেধ করেছেন। কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন তিনি নিষেধ করেছেন? কাতাদা বলেন, 'সেগুলো জিনদের বসবাসের স্থান।'[২]

কবরস্থানে জিনেরা সাধারণত মানুষের মতোই যাওয়া আসা করে। আবার কখনো অবস্থান করে দীর্ঘদিন। ভালো-মন্দ সব ধরনের এমনকি সেখানে দুষ্ট প্রকৃতির জিন-শয়তানেরাও অবস্থান করে। একটা ভুল ধারণা লোকসমাজে প্রসিদ্ধ আছে, 'বদকারদের কবরের আজাবের ভয়ে জিনেরা কবরস্থানে থাকে না।' যেমনভাবে মানুষ কবরস্থানে যেতে ভয় পায়, বিশেষ করে একা একা রাতের বেলা, জিনেরাও তেমনই ভয় পায়। কবরে কাফিরকে প্রশ্নোত্তর করার পরের অবস্থা সম্পর্কে নবিজি বলেন—

ثمّ يقيّضُ له أعمى أبكَمُ معه مِرْزَبّة من حديدٍ ، لو ضُرِبَ بها جَبَلٌ لصار ترابا . قال: فيضرِبُه بها ضربةً يسمعُها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين ، فيصيرُ تراباً ، ثم تُعادُ فيه الرُّوحُ

অতঃপর তার জন্য লোহার বিশাল হাতুড়িধারী একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যদি সে ওই হাতুড়ি দিয়ে পাহাড়কেও আঘাত করে তবে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। নবিজি বলেন, সেই ফেরেশতা ওই হাতুড়ি দিয়ে কাফিরকে এমন জোরে আঘাত করে; যার আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমের সকল সৃষ্টি শুনতে পায়। আঘাতে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলায় পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর তাকে আবার জীবিত করা হয়।[৩]

কবরের আজাব সম্পৃক্ত আরও অনেক বর্ণনায় মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্টি কবরের আজাব শুনতে পারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জীবিত মানুষের কবরস্থানে যাওয়া-আসা বা অবস্থান করা যেমন সাধারণ বিষয়, হোক সে ভালো কিংবা খারাপ, মুমিন বা কাফির, তেমনই জিনদের বেলায়ও

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৬০৬; *মুসনাদুল বাযযার* : ৪৮৪; আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৬৬৭; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৫৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৫৪৯; *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৩৯৬; হাদিসটি সহিহ

একই ব্যাপার। কারণ মানুষের মতো তারাও কবরের ভয়ানক আজাব দেখতে ও শুনতে পায় না। তাই কবরস্থানে জিন-শয়তান থাকে না এমন কথা একেবারে অবাস্তর; বরং বিভিন্ন কবরস্থানে মাঝে মধ্যে যে ভৌতিক ঘটনা ঘটে থাকে, তা মূলত সেখানে উপস্থিত জিন-শয়তানেরাই করে থাকে।

বিভিন্ন মাজার যা মূলত শিরকের কেন্দ্রস্থলে রূপ নিয়েছে। এগুলো পরিচালিত হচ্ছে এমন কিছু মানুষ ও জিন দ্বারা, যারা সৃষ্টিকুলের মাঝে নিকৃষ্টতম। শিরক, কুফর, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের মতো দুষ্কর্মে তারা শয়তানদের সাথে সাথে চলে। নাপাকি ও শয়তানের আবাসস্থল হওয়ার কারণে শৌচাগারে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনায়। একইভাবে নবিজি আমাদেরকে কবরস্থানেও সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন—

فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

কবরকে সালাত আদায়ের স্থান বানাবে না। আমি অবশ্যই এ কাজ থেকে তোমাদের বারণ করছি।[১]

কারণ এটি শিরকের দিকে নিয়ে যায়। শয়তানেরা এমন সব জায়গায় ভিড় করে, যেখানে মানুষদেরকে শিরক ও বিদআতের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত করতে পারে। মাজার তার মধ্যে অন্যতম। আবার মাজারে দুষ্ট জিন-শয়তানের পাশাপাশি মানুষের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কিছু জিনও থাকে, যাদের দিয়ে মাজারের তথাকথিত পিরেরা বিভিন্ন ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড করায়। এছাড়াও যেসব জায়গায় দুষ্ট জিন-শয়তানের আনাগোনা বেশি, নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো—

[এক] বাজার ও দোকানপাট। আল্লাহর রাসুল আমাদের জানিয়েছেন, বাজারে শয়তান তার যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করে। সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'বাজারে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি কিংবা তা থেকে বের হওয়া শেষ ব্যক্তি হওয়া থেকে বিরত থেকো। কারণ এটা শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানেই সে তার পতাকা উত্তোলন করে।'[২]

বাজারে যেসব কবিরা গুনাহ খুব বেশি হয়ে থাকে, সেগুলোর অন্যতম হলো—ধোঁকা-প্রতারণা, ভেজাল, গিবত-চোগলখুরি এবং মিথ্যা শপথ করা ইত্যাদি। নারী-পুরুষের চোখের যিনা ও গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের স্পর্শ, যা যিনা-ব্যভিচারের মতো জঘন্য

---

[১] সহিহ মুসলিম : ৫৩২; সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৪২৫; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১১০৭৮

[২] সহিহ মুসলিম : ২৪৫১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৬১১৮; মুসনাদুল বাযযার : ২৫৪১

পাপাচারের পথ সুগম করে দেয়। এ সবকিছুর জন্য বাজার হলো শয়তানের এক প্রজননক্ষেত্র। মানুষের মধ্যে প্ররোচনা ও লালসা জাগ্রত করতে সেখানে একত্র হয় শয়তানের দল।

[দুই] নবিজি আমাদের শিখিয়েছেন, শয়তানেরা আঁধারের আগমনকালে ছড়িয়ে পড়ে এবং জড়ো হয়। অর্থাৎ মাগরিবের ওয়াক্তের সূচনাকালে শয়তানেরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে যায়। তাই আল্লাহর রাসুল আদেশ করেছেন সূর্যাস্তের সময় বাচ্চাদেরকে ঘরের মধ্যে রাখতে। নবিজি বলেন, 'রাতের ডানাগুলো যখন প্রসারিত হয়, তখন তোমাদের শিশুদের ঘরের ভেতরে রাখবে। কারণ সেসময় শয়তান বেরিয়ে আসে। এরপর রাতের একাংশ পেরিয়ে গেলে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। আর আল্লাহর নাম বলে দরজা আটকাবে। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলে ঢোকে না। আল্লাহর নাম নিয়ে পানির থলের মুখ বেঁধে রাখবে। আল্লাহর নামে যেকোনো কিছু দিয়ে পানির পাত্র ঢেকে রাখবে। আর বাতি নিভিয়ে দেবে।'[১]

[তিন] আজান শুনলে শয়তানরা পালিয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন আজান দেওয়া হয়, তখন শয়তান সজোরে বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালাতে থাকে, যাতে আজান শুনতে না হয়। তারপর আজান শেষ হলে সে ফিরে আসে। সালাতের ইকামত শুরু হলে আবার পালিয়ে যায়। এরপর ইকামত শেষ হলে ফিরে এসে মানুষকে প্ররোচনা দেয়, 'অমুক জিনিসটা স্মরণ করো, তমুক জিনিসটা মনে করো।' এমন সব জিনিস মনে করিয়ে দেয়, যা মানুষের কল্পনাতেও ছিল না। এভাবে সে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে মানুষ ভুলে যায় কত রাকাত সালাত সে পড়েছিল।[২]

[চার] শয়তান রোদ ও ছায়ার মাঝখানে বসে। তাই আল্লাহর রাসুল আমাদের এভাবে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনু বুরাইদা তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন—নবিজি ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসতে নিষেধ করেছেন।[৩]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৮০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৭৩১; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১৩১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৪৩৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১২২২; *সহিহ মুসলিম* : ৩৮৯; *মুয়াত্তা মালিক* : ৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৭৭

[৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭২২; *আল-আদাব*, ইবনু আবি শাইবা : ৩০৩; হাদিসটির সনদ হাসান

জিনদের খাদ্য ও পানীয়

জিনেরা পানাহার ও বংশবৃদ্ধি করে। শৌচকর্ম সম্পাদনের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু পাথর নিয়ে আসতে বললেন। তবে হাড় বা গোবর আনতে নিষেধ করলেন। আবু হুরাইরা কাপড়ে করে কিছু পাথর এনে সেগুলো নবিজির পাশে রেখে চলে গেলেন। নবিজি কাজ সেরে ফিরে আসার পর আবু হুরাইরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, হাড় ও গোবরে সমস্যা কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'সেগুলো জিনদের খাবার। নাসিবিন শহরে[১] জিনদের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা সবাই খুব ভালো জিন। আমার কাছে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দুআ করি। তাই তারা যে হাড় বা গোবরের পাশ দিয়ে যাবে, তাতেই নিজেদের জন্য খাবার খুঁজে পাবে।'[২]

এ জন্য কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে খাবার খায় এবং হাড় থেকে মাংস খাওয়ার পর নাপাক স্থানে না ফেলে, মুমিন জিনেরা সেই হাড় হাতে নিলে তাতে মাংস ফিরে আসবে।[৩] আর দুষ্ট জিন এবং শয়তানেরা খায় এমন সব খাবার, যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না। যেসব খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয়, সেগুলো তারা ছুঁয়েও দেখে না।

আর গোবরে জিনদের পশুদের জন্য খাবার জমা হয়। তার মানে জিনদের পোষা প্রাণী

---

[১] এটি বর্তমানে তুরস্কের একটি শহর এবং নুসাইবিন (Nusaybin) নামে পরিচিত।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৬০; *শারহু মাআনিল আসার* : ৭৫৫; *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ৫২৪

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩২৫৮; হাদিসটি সহিহ।

আছে এবং তারা তাতে আরোহণ করে। নবিজি বলেন—

فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

গোবর বা হাড় নাপাকি পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করো না। কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।[১]

এতে ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। নবিজি জিনদের খাবার দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন। আপনি যদি খাবার নষ্ট করে জিনের ক্ষতি করেন, সে পালটা আপনার ক্ষতি করতে পারে। জিনদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার দিয়ে শৌচ করা মানে, খাবার নষ্ট করে তাদের ক্ষতিসাধন করা। *সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত আছে—

আলকামা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে আল্লাহর রাসুলের সাথে কোনো সাহাবি উপস্থিত ছিল কি না? ইবনু মাসউদ বলেন, 'না, তবে আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একই দলে ছিলাম। এক রাতে আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পাহাড়-উপত্যকায় খুঁজতে লাগলাম।' আমরা বলাবলি করছিলাম, 'হয় তাকে জিনে নিয়ে গেছে আর নয়তো গুপ্তহত্যা করা হয়েছে।' আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, 'আমরা সেদিন জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ রাত কাটিয়েছি। ভোর হওয়ার পর দেখি তিনি হেরা উপত্যকার দিক থেকে ফিরে আসছেন। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকে হারানোর পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও আপনাকে পেলাম না। গত রাতের চেয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্টের রাত আমরা আগে কখনো কাটাইনি। নবিজি বললেন, 'জিনদের পক্ষ থেকে আমার কাছে এক দূত এসেছিল। আমি তার সাথে গিয়ে তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি।' আবু হুরাইরা বলেন, এরপর নবিজি আমাদেরকে জিনদের আগুনের চিহ্ন দেখান। জিনেরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের রিজিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি বলেন—

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ في أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ

যেসব পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হবে, সেগুলোর হাড় তোমাদের রিজিক। তোমাদের হাতে পড়ামাত্রই তা মাংস দিয়ে আবৃত হয়ে যাবে। আর গোবর

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ১৮; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৮২; *সহিহুল জামি* : ৭৩২৫; হাদিসটি সহিহ।

তোমাদের পশুদের খাবার[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

হাড় ও গোবর তোমরা নাপাকি পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করো না, কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।[২]

তাছাড়া গোবর সত্তাগতভাবে নাপাক। গোবর কাঁচা বা শুকনা উভয় অবস্থায় নাপাক।[৩] নবিজির নিষেধাজ্ঞার এটাও একটা কারণ।

উমাইয়া ইবনু মাখশা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজির সামনে এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল। বিসমিল্লাহ না বলেই সে খাবার প্রায় শেষ করছিল। মাত্র এক লোকমা পরিমাণ বাকি ছিল। সে ওই লোকমা খাওয়ার জন্য মুখে তুলে ধরে বলল, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' (আমি আল্লাহর নাম নিচ্ছি খাবারের শুরুতে ও শেষে) তার কথা শুনে নবিজি হেসে বললেন, শুরু থেকেই শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল কিন্তু যখনই সে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' বলল শয়তান বমি করে দিল।[৪]

সহিহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় নবিজি বলেন, যখন কেউ 'বিসমিল্লাহ' বলে তার ঘরে প্রবেশ করে আবার খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান বলে আজ তোমাদের রাত্রি যাপনের স্থান ও খাবার নেই। কিন্তু কেউ যদি প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' না বলে; শয়তান বলে, তোমরা আজ রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। এবং খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বললে; শয়তান বলে, আজ তোমরা খাবার ও রাত্রি যাপনের জায়গা দুটোই পেয়েছ।[৫]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৫০; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৮২; *সহিহুল জামি* : ৫১৫৭

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৫০; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৮২; *সহিহুল জামি* : ৫১৫৭

[৩] অবশ্য কোনো কোনো ইমাম যেসব জন্তু খাওয়া হালাল, সেসব জন্তুর প্রস্রাব ও মলকে পবিত্র বলেছেন। [দেখুন : *আল-মুগনি*, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯২]

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৭৬৮; হাদিসের সনদ হাসান। ইমাম তিরমিযি সহিহ সনদে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবিজি বলেছেন, খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' বলবে। তবে তিনি ঘটনা উল্লেখ করেননি। [দেখুন : *জামিউত তিরমিযি* : ১৯৬৫]

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২০১৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৭৬৫

ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জিন-শয়তান মুমিনের খাবার ও বাসস্থানে অংশ নেয়। যদি না সে আল্লাহর নামে শুরু করে।

নবিজি বলেছেন, ডান হাতে খাবার খাবে। পানি বা অন্য কিছু পানের ক্ষেত্রেও ডান হাতই ব্যবহার করবে। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।[১] ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিস থেকে বোঝা যায় শয়তান পানাহার করে এবং ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাত ব্যবহার করতে ভালোবাসে, শুধু তাই নয় সকল কাজ সে বামদিক থেকে করে। শয়তান আহ্বানও করে সেদিকে।[২]

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে মুসলিমরা পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে ছুরি ও কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়ার বদ অভ্যাস ধার করেছে। খাবার কাটতে যেহেতু জোর লাগে, এজন্য মানুষ বাম হাত দিয়ে কাটতে পারে না। তাই তারা ডান হাতে ছুরি দিয়ে কাটে এবং বাম হাতে কাঁটা-চামচ দিয়ে খায়। মনে করে এটাই বুঝি সভ্যতা! এ সভ্যতা ভুল বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হলে খুবই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। ডান হাত দিয়ে কেটে ছুরি রেখে তারপর ডান হাতে কাঁটা-চামচ তুলে খাবার খেতে হবে। এরপর আবার কাটার প্রয়োজন পড়লে চামচ রেখে আবার ছুরি তুলে নিতে হবে। অথচ হাত দিয়ে খেলে এতো সব ঝামেলার ভেতর দিয়ে যেতে হতো না।

এককালে মিশরীয়রা কাউকে বাম হাতে পেয়ালা ধরতে বা পান করতে দেখলে অবাক হয়ে বলত, 'তুমি কি পশ্চিমা নাকি?' কারণ পশ্চিমারাও বাম হাতে পান করে, শয়তানও তা-ই করে। এদিক থেকে তারা শয়তানের অনুসারী।

ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। নবিজি আমাদের পানাহার, হাত মেলানো, আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজের জন্য ডান হাত ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। বাম হাত দিয়ে কিছু নেওয়া ঠিক নয়; কারণ শয়তান বাম হাতে গ্রহণ করে। দেওয়া-নেওয়ার কাজ করা উচিত ডান হাতে।

নবিজি ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতেও নিষেধ করেছেন। শৌচকর্ম ও তার সাথে সংশ্লিস্ট অন্যান্য কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতে হবে। মানুষ এ বিষয়গুলো মেনে চললে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার অনুগ্রহে রোগ-বালাই

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২০২০; *জামিউত তিরমিযি* : ১৭৯৯; *মুসনাদুল বাযযার* : ৫৭৩৬; *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৬৩

[২] *আত-তামহিদ*, ইবনু আব্দিল বার, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১১৪

অনেকাংশে কমে যেত। কারণ হেপাটাইটিসের মতো রোগগুলো ছড়ায় ময়লার সাথে সরাসরি স্পর্শের ফলে। এসব ব্যাপারে নবিজির সুন্নাহ মেনে চললে জীবন হয়ে উঠবে সুস্থ ও সুন্দর।

জিনদের বিয়ে ও সন্তানসন্ততি

কুরআনের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জিনদের মধ্যে বিয়েশাদির প্রচলন রয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি, জিন ও শয়তান একই জাতি, একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি। মানুষের মতো তাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয় প্রজননের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে (শয়তানকে) এবং তার চ্যালাচামুণ্ডাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। বস্তুত জালিমদের বিনিময় কতই না নিকৃষ্ট।[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ... ﴿١٧٩﴾

আর আমি বহুসংখ্যক জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।[২]

জিনেরাও স্ত্রী-সহবাস করে। তাদেরও আছে প্রবৃত্তির চাহিদা। জান্নাতের হুরদের বর্ণনা

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৫০

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯

করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

যাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো মানুষ বা জিন সম্ভোগ করেনি।[১]

জিনেরা কী পরিমাণ কামাতুর তা নবিজির এই হাদিসের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। নবিজি বলেছেন—আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সৃষ্টিকে ১০ ভাগে ভাগ করেছেন যার ৯ ভাগ জিন আর একভাগ পুরো সৃষ্টি।[২]

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের মতো জিনেরাও সন্তান জন্ম দেয়।[৩]

ইমাম বাইহাকি, সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবলিস বনি আদমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, আল্লাহর কাছে তার সন্তান বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করলে আল্লাহ তাআলা ইবলিসের আবেদন মঞ্জুর করে বলেন, 'প্রতি একজন বনি আদমের বিপরীতে তোর সন্তান জন্ম হবে ১০ জন করে।'[৪]

এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, জিনেরা বৈধ বিয়ে এবং অবৈধ সম্পর্ক অর্থাৎ যিনার মাধ্যমে তাদের বংশবিস্তার করে। অনেকের মতে, যেসব জিন অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে জন্ম নেয় তারা শয়তানের মূল অনুসারী। তারাই অন্যান্য জিন ও মানুষকে বিপথগামী করার দায়িত্ব পালন করে।

---

[১] সুরা রাহমান, আয়াত : ৫৬

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৮৫০৬; ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি উভয়ই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[৩] *তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম* : ১২৮৫১, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২০৬৭; মাকতাবাতু নাযার মুস্তফা আল-বায, সৌদি আরব।

[৪] *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৬৬৬৯

জিনের সাথে মানুষের বিয়ে

অনেকেই মনে করে জিনের সাথে মানুষের বিয়ে সম্ভব। পূর্বেও কখনো কখনো তাদের মাঝে বিয়ে হয়েছে। কুরআনের একটি আয়াত, সাহাবি এবং তাবিয়িদের থেকে কিছু বর্ণনা থেকে তারা এমনটা মনে করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

আর তুই তাদের (মানুষের) ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির মধ্যে অংশীদার হ এবং তাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিতে থাক। তাদের প্রতি শয়তানের অঙ্গীকার ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।[১]

সুদ ও হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার মাধ্যমে শয়তান মানুষের সম্পদে অংশীদার হয়। আর যিনা অথবা স্ত্রী সহবাসের সময় যারা 'বিসমিল্লাহ' বলে না শয়তান তাদের কর্মে অংশীদার হয়। ইমাম আল-হাকিমুত তিরমিযি, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, স্ত্রী সহবাস করার সময় যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলে না, শয়তান তার সাথে স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়।[২]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইয়েমেনের সাবা অঞ্চলের রানি বিলকিসের মা ছিল

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ৬৪

[২] *নাওয়াদিরুল উসূল*, আল-হাকিমুত তিরমিযি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮৪; দারুল জিল, বৈরুত।

একজন দীর্ঘকেশিনী নারী জিন।[১] শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও ইতিহাসের পাতায় বর্ণনাগুলো উঠে এসেছে।

অধিকাংশ ফকিহ, জিনের সাথে মানুষের বিয়েশাদি নিষেধ করেছেন; চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। মানুষ ও জিন আলাদা জাতি। মৌলিক উপাদান ভিন্ন হওয়া এটির বড় প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন হলো, তোমাদের থেকেই তিনি তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর সুদৃঢ় করেছেন তোমাদের পরস্পরের মাঝে দয়া ও ভালোবাসা। নিশ্চয় এর মাঝে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন।[২]

অপর এক আয়াতে বলেন—

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا... ﴿٧٢﴾

আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া তৈরি করেছেন।[৩]

এই দুই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পুরুষের সঙ্গী হিসেবে নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন সমগোত্রীয় এবং একই উপাদান থেকে।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইয়েমেনের এক সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করে, 'একটি পুরুষ জিন আমাদের গোত্রের এক নারীর ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, 'তারা ভেবেছিল এ ধরনের বিয়ে হালাল হবে'। আমরা কি তা কবুল করব।' উত্তরে তিনি বলেন, আমি তা ভীষণ অপছন্দ করি। এর দ্বারা বরং ফিতনাই

---

[১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৮৬০

[২] সুরা রুম, আয়াত : ২১

[৩] সুরা নাহল, আয়াত : ৭২

বৃদ্ধি পাবে। কারণ যখন কোনো গর্ভবতী নারীকে জিজ্ঞাসা করা হবে এটা কার সন্তান? সে বলবে জিনের।[১]

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে কেউ কেউ জিনের সাথে বিয়েকে হারাম না বলে অপছন্দনীয় বলেছেন।[২]

---

[১] *রুহুল মাআনি,* আল্লামা আলুসি, খণ্ড : ১০ পৃষ্ঠা : ১৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া।

[২] আলা, হাকাম ইবনু উতাইবা, কাতাদা, উকবা, হাজ্জাজ ইবনুল আরতাত ও ইবনু তাইমিয়াসহ কিছু কিছু ইমাম জিনের সাথে মানুষের বিয়ে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। [*মাজমুউল ফাতাওয়া,* ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৩৯]

জিনদের ধর্ম ও নবি-রাসুল

দুনিয়ায় মানুষের পদার্পণের আগে জিনদের মাঝে কোনো নবি-রাসুল ছিল কি না সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাদেরকে মানুষের ন্যায় বিবেক দিয়েছেন। ভালো-মন্দ কর্মে তারা ছিল স্বাধীন ও শক্তি সামর্থ্যবান। সে হিসেবে পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের কাছে নবি বা রাসুল পাঠানোই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

আপনার রব কোনো জনপদের মূল ভূখণ্ডে রাসুল প্রেরণ করার আগে তাদেরকে ধ্বংস করেন না। যে তাদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করবে। আর কোনো জনপদের অধিবাসীরা জালিম না হলে আমি তাদের ধ্বংস করি না।[১]

তবে শুধু ইমাম জাহহাক ছাড়া মুসলিম বিশ্বের পূর্বাপর সকল আলিম একমত যে, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর আল্লাহ তাআলা জিনজাতির মধ্যে কোনো নবি-রাসুল পাঠাননি। ইমাম জাহহাক কুরআনের একটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ও একটি বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তার এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাশরের ময়দানে

---

[১] সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৯

আল্লাহ তাআলা জিন ও মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলবেন—

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا... ﴿١٣٠﴾

হে জিন ও মানবজাতি, আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনাকারী এবং এই দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী কোনো বার্তাবাহক কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা বলবে, '(হ্যাঁ এসেছিল) আমরা আজ নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিলাম।'[১]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، قَالَ: سَبْعَ أَرَضِينَ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمَ ، وَنُوحٌ كَنُوحٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ ، وَعِيسَى كَعِيسَى

আল্লাহ তাআলা সাত আসমান এবং অনুরূপ সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন (সুরা তালাক, আয়াত : ১২) এই সাত জমিন যার প্রত্যেকটিতে আছেন তোমাদের মতো নবি; তোমাদের আদমের মতো আদম, নুহের মতো নুহ, ইবরাহিমের মতো ইবরাহিম এবং ঈসার মতো ঈসা।[২]

এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেন, জিনদের মধ্যে নবি-রাসুল নয়; বরং সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী ছিল। যারা মানবজাতির নবি-রাসুলগণের কাছে এসে আল্লাহর কালাম শুনত এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের গোত্রের কাছে পৌঁছে দিত। এটাও হতে পারে, আভিধানিক অর্থে—বার্তাবাহক হিসেবে এই সকল জিনদেরকেই রাসুল বলা হয়েছে।

হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক নবির সময় জিনজাতির মাঝেও সেই রকম নবি হওয়ার বিষয়টি ন্যূনতম বিবেকবানের জন্যও বিশ্বাস করা কঠিন। তবে প্রত্যেক নবি

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩০

[২] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩৮২২; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বাইহাকি : ৮৩১ ; ইমাম হাকিম ও ইমাম বাইহাকি উভয়েই বর্ণনাটিকে সহিহ বলেছেন।

যেমন তার উম্মতকে আল্লাহর কালাম শুনিয়েছেন, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তেমনই কিছু জিন নবি-রাসুলের কাছে এসে আল্লাহর হুকুম-আহকাম শুনত এবং ফিরে গিয়ে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিত। যেমন শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিনদের একাধিক দলের আগমনের ঘটনা কুরআন ও সহিহ হাদিসে বিদ্যমান আছে।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

বলুন, আমার কাছে ওহি এসেছে, একদল জিন এসে মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করে (তাদের গোত্রে ফিরে গিয়ে) বলল— 'আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি'।[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

আর স্মরণ করুন, যখন আমি একদল জিন আপনার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম। কুরআনের আওয়াজ শুনে যখন তারা উপস্থিত হয়ে বলল, চুপ করে শোনো। তারপর তিলাওয়াত শেষ হলে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পর। যে কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করে।[৩]

---

[১] আত-তাওযিহ লি শারহিল জামিয়িস সহিহ, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ২৩; দারুন নাওয়াদির, দিমাশক, সিরিয়া।

[২] সুরা জিন, আয়াত : ১

[৩] সুরা আহকাফ, আয়াত : ২৯-৩০

এই আয়াত থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। এক. জিনদের দল কুরআন শ্রবণ করার পর তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেছে ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। দুই. তারা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের সাথে কুরআনের সাদৃশ্য পেয়েছে। তারা তাওরাত কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিল এবং বিশ্বাস করত। আতা ইবনু রবিআ বলেন, 'তারা ছিল ইহুদি জিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'[১] বোঝা গেল, শুধু শেষ নবিই নন; বরং প্রত্যেক সমসাময়িক নবিকে জিনেরা অনুসরণ করত। তিন. তারা বুঝেছিল, তাওরাতের ন্যায় কুরআনও সত্য, সরল-সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, একরাতে আমরা নবিজির সাথে ছিলাম, হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি, তিনি আমাদের সাথে নেই। পাহাড়, উপত্যকা, গিরিপথ সব জায়গায় আমরা তার খোঁজ করলাম। আমাদের মনে হলো, তাকে জিনেরা গায়েব করেছে অথবা তিনি গুপ্তহত্যার স্বীকার হয়েছেন। অনেক ভয় ও কষ্টে কোনোমতে আমরা রাত পার করলাম। সকালে দেখলাম, তিনি হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল আপনাকে হারিয়ে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু কোথাও না পেয়ে রাত পার করেছি সীমাহীন ভয় ও উৎকণ্ঠায়। নবিজি বললেন, জিনদের পক্ষ থেকে এক দূত এসে আমাকে আহ্বান করল, আমি তার সাথে গেলাম। তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনল। অতঃপর নবিজি আমাদের বললেন, আমার সাথে এসো। তিনি আমাদেরকে জিনদের পা ও আগুনের চিহ্ন দেখালেন।[২] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا

আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বে কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবি ছিল নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য। আর আমি লাল কালো সকলের নবি। আমার জন্য গনিমত হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না। এবং পূর্ণ জমিন আমার জন্য পাক-পবিত্র ও সালাতের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে।[৩]

---

[১] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২১৭

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৪৫০; *জামিউত তিরমিযি* : ৩২৫৮

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৫২১; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৫৬

হাদিসে লাল দ্বারা মানুষ আর কালো দ্বারা জিনদের বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, লাল বলে আরব এবং কালো বলে অনারব বোঝানো হয়েছে। ইমাম নববি বলেন, দুটি ব্যাখ্যাই সঠিক। কেননা নবিজি বলেছেন—

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

আমাকে সকল সৃষ্টির কাছে (নবি হিসেবে) পাঠানো হয়েছে এবং আমাকে দিয়ে নবিদের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।[১]

কুরআন-হাদিসের এসব বর্ণনার ভিত্তিতে সবাই একমত যে, জিনদের মধ্যে কোনো নবি-রাসুল ছিল না; বরং প্রত্যেক জামানার নবি-রাসুল ও তাদের শরিয়তই ছিল সমসাময়িক জিনদের নবি এবং শরিয়ত।

---

[১] জামিউত তিরমিজি : ১৫৫৩; শারহু মুসলিম, নববি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত; ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৯; দারুল মারিফা, বৈরুত।

জিনদের ইবাদত

আল্লাহ তাআলা জিন ও মানবজাতিকে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করছেন। মানুষের মতো জিনেরাও ইবাদত করে। মানুষ ও জিনজাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।[১]

হাশরের ময়দানে মানুষের ন্যায় জিনদেরও হিসাবনিকাশ হবে, প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা এই উভয় জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসুলগণ আগমন করেননি? যারা তোমাদের কাছে আমার বিধানাবলি শোনাতেন এবং তোমাদের আজকের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, নিজেদের বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিলাম (হ্যাঁ এসেছিল)। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। আর তারা যে কাফির ছিল, সে ব্যাপারেও তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[১]

এই দুই জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন বহু নবি-রাসুল। যারাই আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর রাসুলগণকে অস্বীকার করেছে। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর বিধান বা গুনাহের চাদরে জড়িয়ে রেখেছে নিজেকে সর্বদা। এমন জিন-ইনসান দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

আমি জাহান্নামকে (পাপী) মানুষ ও জিন দিয়ে ভরে ফেলব।[২]

ইসলামে মানুষ ও জিনদের ইবাদতের পদ্ধতি একই। শুধু তাই নয় জিনদের মধ্যেও রয়েছে মানুষের মতো ধর্ম বিভাজন। এ সম্পর্কে জিনদের উক্তি আল্লাহ তাআলা সুরা জিনে উল্লেখ করেছেন—

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

আর নিশ্চয় আমাদের (জিনদের) কতক সৎকর্মশীল এবং কতক এর ব্যতিক্রম। মূলত আমরা ছিলাম (মুসলিম ও কাফির) বিভিন্ন দলে বিভক্ত।[৩]

আরও বর্ণিত হয়েছে—

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

আমাদের (জিনদের) মধ্যে কিছুসংখ্যক রয়েছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক সীমালঙ্ঘনকারী। তবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাই মূলত সঠিক পথ বেছে নিয়েছে।[৪]

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩০

[২] সুরা সিজদা, আয়াত : ১৩

[৩] সুরা জিন, আয়াত : ১১

[৪] সুরা জিন, আয়াত : ১৪

জিনেরা অদৃশ্য হওয়ায় তাদের আমল মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। হাদিস, সাহাবি ও তাবিয়িদের থেকে এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা উঠে এসেছে, যার মাধ্যমে জিনদের ইবাদত করার কথা জানা যায়। নবিজি বলেন, যখন তোমরা রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করো, তিলাওয়াত উচ্চস্বরে করবে। কারণ এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে বা সেই ঘরে বসবাস করে এমন জিন তার সাথে সালাত আদায় করে ও মনোযোগ সহকারে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে।[১]

ইয়াযিদ আর-রাক্কাশ বলেন, প্রখ্যাত তাবিয়ি সাফওয়ান ইবনু মুহরিয যখন তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন, ঘরে বসবাসরত জিনও তার সাথে সালাতে দাঁড়াত এবং একাগ্রতার সাথে কুরআন শুনত। ইয়াযিদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কীভাবে জিনের উপস্থিতি বোঝা গেল?' উত্তরে বলেন, একদিন সফওয়ান ইবনু মুহরিয সালাত শুরু করার পর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। এতে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তখন জিনেরা তাকে ডেকে বলে, 'হে আবদুল্লাহর পিতা ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমরা আপনার ভাই। আপনার সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছি। আপনি সালাত আদায় করতে থাকুন।' এতে তার ভয় দূর হয়।[২]

হজ ও উমরার মতো শারীরিক ইবাদতেও জিনদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আবু নুআইম স্বীয় গ্রন্থ *দালাইলুন নুবুওয়াহতে* বর্ণনা করেছেন, আতা ইবনু রাবাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর একদা মাসজিদুল হারামে ছিলেন। হঠাৎ একটি সাপ এসে বাইতুল্লায় সাতটি তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইবরাহিমে গিয়ে সালাত আদায় করল। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে জিন, তোমার ইবাদত তো শেষ হয়েছে। মূর্খ লোকদের ভয়ে এখানে তোমার অবস্থান আমি নিরাপদ মনে করি না। এটা শুনে সাপটি কুণ্ডলি পাকিয়ে বসল, তারপর আকাশে উড়ে গেল।[৩]

তবে মুমিন জিনেরা সালাত-সহ অন্যান্য ইবাদত করলেও কাফির ও দুষ্ট জিনেরা সর্বদা মানুষ ও জিনের ইবাদত ভন্ডুল করতে সক্রিয় থাকে। নবিজি বলেন, একটি অবাধ্য জিন গতরাতে হঠাৎ আমার কাছে আসল, যাতে সে আমার সালাতের

---

[১] *মুসনাদুল বাযযার* : ২৬৫৫; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৩৫৩০; হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সনদটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) ও এই সনদের একজন রাবি নাসর ইবনু আবদিল্লাহ জইফ। বাকি বর্ণনাকারী সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। তবে এই হাদিসের পক্ষে উবাদা ইবনু সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ সূত্রে একটি বর্ণনা নাসর মারুযি স্বীয় গ্রন্থ *কিয়ামুল লাইলে* উল্লেখ করেছেন। [দেখুন : *নাতাইজুল আফকার*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৯]

[২] *হাওয়াতিফুল জিনান*, ইবনু আবিদ দুনইয়া, হাদিস : ১০৭, পৃষ্ঠা : ১০৩

[৩] *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, আবু নুআইম : ৫১৫

একাগ্রতা নষ্ট করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ওপর আমাকে ক্ষমতা প্রদা করলেন। আমি তাকে ধরে ফেললাম। ইচ্ছা করলাম মসজিদের কোনো এক খুঁটি সাথে তাকে বেঁধে রাখব। এমন করলে তোমরা সবাই তাকে সকালে দেখতে পেতে তখন আমার ভাই সুলাইমানের দুআ মনে পড়ে গেল, তিনি দুআ করেছিলেন, 'হে আমার রব, আমাকে এমন ক্ষমতা দিন, যা আমার পরে আপনি আর কাউকে দেবেন না।' তাই তাকে ছেড়ে দিলাম।[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৪২৩

জিনদের শক্তি-সামর্থ্য

জিনদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এসব কুসংস্কার মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। অনেক মানুষ মনে করে, জিনেরা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তারা সবকিছু করতে পারে, কোনোকিছুই তাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়।

বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের বিভিন্ন কাজে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদের অক্ষমতার বিচারে তা খুবই সামান্য। তারা খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারে, জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করতে পারে। যেমন ইফরিত জিন সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বলেছিল যে, তিনি বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই ইয়েমেনের রানির সিংহাসন ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসতে পারবে। অথচ প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়েও মানুষের জন্য এ কাজ শুধু দুষ্করই নয়; বরং অসম্ভব।

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

ইফরিত (সবচেয়ে শক্তিশালী জিন) বলল, আপনি বৈঠক শেষ করার পূর্বেই আমি তা নিয়ে আসব। আর নিশ্চয় আমি এ কাজে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।[১]

তবে সেই সময় যা ঘটেছিল তা মানবেতিহাসের এক মহাবিস্ময়। সুলাইমান

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৩৯

আলাইহিস সালামের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন একজন আলিম। যার কাছে ছিল আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান। তিনি সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বললেন, এক পলক পড়ার আগেই আমি রানি বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে পারব। সুরা নামলে আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনা তুলে ধরেছেন—

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, ‘আপনার পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দিতে পারব।’ ওই ব্যক্তি যখন সিংহাসন তার সামনে উপস্থিত দেখল, সে বলল, ‘এটা আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ (সে যেন জেনে রাখে) আমার রব অভাবমুক্ত, মহানুভব।[১]

এই কথা হতেই ঐ ব্যক্তি চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে উপস্থিত করেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম তখনো ইয়েমেন থেকে বিলকিসের সিংহাসন বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই তিনি সেই সিংহাসন নিজের সামনে হাজির দেখতে পান।

জিনদের দ্রুত গতিতে চলার ক্ষমতা শুধু এই পৃথিবীর আসমান ও জমিনেই সীমাবদ্ধ। পাখার সাহায্যে তারা মহাকাশে ভ্রমণ করতে পারলেও পৃথিবীর আসমান অতিক্রম করতে পারে না। আল্লাহ তাদেরকে মহাকাশ ভ্রমণে মানুষের থেকে অগ্রগামী করেছেন। জিনেরা পৃথিবীতে বসবাসের শুরু থেকেই আসমানে যেতে পারত। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো হুকুম করতেন, পর্যায়ক্রমে সেই খবর এসে পৌঁছাত প্রথম আসমানের ফেরেশতাদের কাছে। তারা সেটা আলোচনা করত। জিন-শয়তানেরা সেই খবর শোনার জন্য তারা প্রথম আসমানে গিয়ে আড়ি পেতে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—(আল্লাহর রাসুল নবুওয়াত লাভের পর) জিন-শয়তানেরা

[১] সুরা নামল, আয়াত : ৪০

আসমানের খবর জানতে পারে না। শুনতে গেলে তাদেরকে জ্বলন্ত উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ইবলিস তাদের জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমাদের? তারা বলল, আমাদেরকে আর আসমানের খবর শুনতে দেওয়া হয় না; বরং আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। ইবলিস বলে 'নিশ্চয় পৃথিবীতে কিছু একটা ঘটেছে। সে তার দলবলকে আদেশ দেয় পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের আনাচে-কানাচে তালাশ করো এবং খুঁজে বের করো সেই ঘটনা কী? খুঁজতে খুঁজতে যখন তারা আরবের নিম্নাঞ্চল নাখলার দিকে দৃষ্টিপাত করল, যেখানে নবিজি তার সাহাবিদের সাথে নিয়ে উকাজ মেলার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে নবিজি ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনেরা মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে বলল, 'এটাই আমাদেরকে আসমানের বার্তা থেকে বিরত রেখেছে।' অতঃপর তারা তাদের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বলল—

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢

নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনোই আমাদের রবের সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না।[১]

পূর্বে তারা গায়েবের কিছু জানার জন্য আসমানে আড়ি পেতে থাকত। কিছু জানতে পারলে তারা সেই খবর কম-বেশি করে জ্যোতিষীকে জানাত। জ্যোতিষী আবার সেই একটা সত্যের সাথে একশটা মিথ্যা যোগ করে মানুষকে জানাতো। হাজারো মিথ্যার মাঝে দুয়েকটি ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে, সেটাই হতো তাদের মূল পুঁজি। সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য ওই দুয়েকটি ঘটনাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। দুঃখের বিষয় হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হওয়ার পর জিন-শয়তানেরা আসমানের খবর শুনতে না পেলেও পৃথিবীতে জ্যোতিষী নামের মানুষ-শয়তানের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। এখনো তারা দুনিয়াব্যাপী সদর্পে মানুষের ঈমান-আমল ধ্বংস করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা জিনদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩

[১] সূরা জিন, আয়াত : ১-২; *সহিহুল বুখারি* : ৪৯২১; *সহিহ মুসলিম* : ৪৪৯; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৩২৩

আমরা আসমানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু দেখলাম সেটা কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত আগুনে পরিবেষ্টিত। আমরা তো সেখানে জায়গায় জায়গায় বসে থাকতাম, শোনার আশায়। কিন্তু এখন কেউ শুনতে গেলে দেখতে পায়, এক জ্বলন্ত আগুন তাকে আক্রমণের অপেক্ষায় আছে।[১]

নবিজি বলেন—

مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যায়। এবং তারা যা বলে তা বিশ্বাস করে; নিশ্চয় সে আমি যে (বিধিবিধান) নিয়ে এসেছি তা অস্বীকার করল।[২]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, নবিজি বলেছেন—

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে; ৪০ দিন তার সালাত কবুল করা হয় না।[৩]

---

[১] সুরা জিন, আয়াত : ৮-৯

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৯৫৩৬; সুনানু আবি দাউদ : ৩৯০৪; হাদিসটি সহিহ।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২২৩০; মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯০৬; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৬৬০৬

মানুষের ওপর শয়তানের ক্ষমতা

ইবলিস গুনাহের দ্বারা বনি আদমকে একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যে যতবেশি গুনায় জড়িত, সে ততবেশি ধ্বংসের কাছাকাছি। তবে যার তাওবা করার সুযোগ হয়েছে সেই কেবল পরিত্রাণ পাবে।

বনি আদমের গুনাহের মূল কারণ শয়তান। সে তার সর্বস্ব দিয়ে বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। শয়তানকে যদি কারও সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে দেওয়া হয়, তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকে, আমি তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করি। ফলে সে হয়ে যায় তার ঘনিষ্ঠ সহচর।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

একজন বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়বিচার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ওই বিচারকের সাথে থাকেন। কিন্তু যখন সে অন্যায় বিচার করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার থেকে দূরে সরে যান এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়।[২]

---

[১] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩৬

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ১৩৩০; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি, ২০১৬৭; হাদিসের সনদ হাসান।

কুরআনুল কারিমে উল্লেখিত বালআম ইবনু বাউর এর উত্তম উদাহরণ। সে ছিল ব কিনান গোত্রের প্রাচীন শাম[১] এর অধিবাসী। সে ছিল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাকে 'ইসমে আজম' শিক্ষা দিয়েছিলেন। যার সাহায্যে আল্লাহর কাছে দুআ করলে দুআ অবশ্যই কবুল হয়। মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে সাথে নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করলে বনু কিনানের লোকজন তার কাছে ছুটে যায় এবং নবি মুসার বিরুদ্ধে বদদুআ করতে বলে। সে জানত মুসা সত্য নবি, তার বিরুদ্ধে দুআ করা হারাম। তাই সে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু পরে ধন-সম্পদের লোভে বদদুআ করতে উঁচু পাহাড়ে দিকে রওনা হয়, যেখান থেকে মুসা আলাইহিস সালামের পুরো বাহিনী দেখা যাবে। বিভিন্ন চড়াই-উতরাই শেষে সেখানে পৌঁছে সে মুসা ও বনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে বদদুআ করার প্রস্তুতি নেয়। 'ইসমে আজম' পড়ে বদদুআ শুরু করলে তার মুখ থেকে তার নিজের কওমের বিরুদ্ধেই বদদুআ বের হতে থাকে। একটু পরেই তার জিহ্বা বুক পর্যন্ত ঝুলে যায় এবং সে বলতে থাকে হায় আফসোস! আমার দুনিয়া-আখিরাত উভয় ধ্বংস হয়ে গেল।[২] তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

হে নবি, আপনার উম্মতকে ওই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করুন, যাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম। অথচ সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকেই শয়তান তাকে পেয়ে বসেছে। অবশেষে সে হয়েছে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

তাফসির বিশারদগণ বলেন, আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান ও নিদর্শন দেখার পরেও সে যখন বদদুআ করতে রাজি হয়। তখন থেকেই শয়তান তাকে জেঁকে ধরে। ফলে তার শেষ পরিণতি হয় জাহান্নাম।

---

[১] বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন এবং মিশরের সিনাই উপত্যকা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

[২] তাফসিরুল বাগাবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৮; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৫

জিনদের প্রযুক্তি

নির্মাণকাজে জিনদের দক্ষতা অসীম। ধারণা করা হয়, এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান মানুষের থেকেও বেশি। স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তাদের আছে বিশেষ যন্ত্রপাতি।

আল্লাহ তাআলা জিনজাতিকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীন করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের দিয়ে এমন সব বিরাট বিরাট কাজ করিয়েছেন, যেগুলো প্রচণ্ড শক্তি, বুদ্ধি ও নির্মাণশিল্পে বিশেষ দক্ষতা ছাড়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তামার ঝরনা। আর ছিল এমন জিন, যারা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত। তাদের কেউ যদি আমার আদেশ থেকে বিমুখ হতো, তাহলে তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করাতাম। তারা সুলাইমানের ইচ্ছামতো নির্মাণ করত উঁচু ভবন, ভাস্কর্য, হাউজের

মতো বৃহদাকার পাত্র ও চুল্লির ওপর বিশাল ডেকচি। হে দাউদের পরিবার, কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করো। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।[১]

এসব কাজের জন্য প্রয়োজন নির্মাণশিল্পে বিশেষ দক্ষতা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও সামর্থ্য। ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিনদের মাধ্যমে যেসকল নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে, মাসজিদুল আকসা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। উচ্চতায় এক মানুষ পরিমাণ কাজ করার পর দাউদ আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তার পুত্র সুলাইমানকে আল্লাহ তাআলা এই কাজের দায়িত্ব দেন। জিনজাতি সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীনে থাকায়, তিনি সবাইকে একত্রিত করে আলাদা আলাদা কাজে নিয়োগ দেন। পুরো পৃথিবী থেকে আনা সোনা-রুপা, হিরা-জহরত, মণিমুক্তা ও সাদা পাথরে মসজিদটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, ঘোর অমাবস্যার রাতেও তা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্বলজ্বল করত। বুখতেনসর সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর আগ পর্যন্ত তেমনই ছিল। এছাড়াও সুলাইমান আলাইহিস সালাম জিনদের দিয়ে ইয়েমেনে পাথরের অনেক বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিলেন।[২] অবশ্য অধিকাংশ জিনই বাধ্য হয়ে সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্দেশিত কাজ করত। কুরআনে বর্ণিত আয়াত থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়—

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

অতঃপর যখন সুলাইমান পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল (যে সুলাইমান মারা গিয়েছেন)। যদি তারা গায়েব জানত তবে কখনোই তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।[৩]

তবে জিনেরা শুধু সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যই নয়; বরং তারা নিজেদের বা অন্যান্য মানুষের জন্যও স্বেচ্ছায় এমন অনেক কাজ করেছে, যা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমেও করা দুষ্কর। অনেকেই মিশরের পিরামিড বা ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ এর মতো কীর্তিগুলোকে জিনদের তৈরি বলে দাবি করেছেন। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ না থাকলেও সহজেই অনুমেয়, যারা এগুলো নির্মাণ করেছে, স্থাপত্যশিল্পে তাদের দক্ষতা অসামান্য।

---

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১২-১৩

[২] তাফসিরুল বাগাবি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৭৩-৬৭৪; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৩] সুরা সাবা, আয়াত : ১৪

বায়ু তরঙ্গের সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান হয়তো মানুষের আগে জিনেরা আবিষ্কার করেছে। এটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং এর মাধ্যমে একপক্ষ অপরপক্ষের সাথে কথোপকথনও করতে পারে।

নবিজি বলেছেন, শয়তান সমুদ্রে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সেখানে থেকেই সে তার সৈন্যবাহিনী পাঠায়।[১] বারমুডা ট্রায়াঙ্গাল বা শয়তানের সমুদ্র কথাটি শুনে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ নবিজি তার উম্মতকে সমুদ্রে শয়তানের অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানিয়েছেন। কীভাবে শয়তান তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর সবিস্তারে উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে, তাছাড়া এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায়—বারমুডা ট্রায়াঙ্গালের ঘটনাগুলো নিশ্চিতভাবে দাবি করে, সমুদ্রে কোনো বিশেষ শক্তির প্রভাব রয়েছে। আর ইবলিস সেই শক্তির উৎস হওয়াটাও অযৌক্তিক নয়। যদিও পশ্চিমারা ঘটনাগুলোকে এলিয়েন বা ভিনগ্রহবাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে দাবি করে।

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৩৭৭

জিনদের মৃত্যু

জিনেরাও মানুষের মতো মারা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٨﴾

জমিনের সবকিছুই ধ্বংস হবে। চিরস্থায়ী কেবল আপনার পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান প্রতিপালক।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আপনার মর্যাদার আশ্রয় কামনা করছি। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই; যিনি মৃত্যুবরণ করেন না, অথচ জিন ও মানুষ মারা যায়।[২]

জিনদের আয়ু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। অভিশপ্ত ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

ইবলিস বলল, 'যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে, সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।' (আল্লাহ) বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্ত।'[৩]

[১] সুরা রাহমান, আয়াত : ২৬-২৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৩৮৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৭১৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৭৬৩৭; *আদ্দুআ*, তাবারানি : ৭৫৮

[৩]সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪-১৫]

আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু দিয়েছেন। তার মানে আমরা তার আয়ুষ্কাল জানি, যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কেউ জানে না। কারণ কিয়ামাত কবে হবে, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে। তাই ইবলিস হলো একমাত্র জিন যার জীবনকাল সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে। জিনদের অন্যান্য বিষয়ের মতো তাদের আয়ুষ্কাল মানুষের জ্ঞানের বাইরে।

এক নব বিবাহিত সাহাবির ঘটনাও হাদিসে পাওয়া যায়। আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যকার এক যুবক তখন সদ্য বিয়ে করেছে। সেই যুবক প্রতিদিন মধ্যদুপুরে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তার পরিবারের কাছে যেত। একদিন সে নবিজির কাছে অনুমতি চাইল। তিনি (অনুমতি প্রদানের পর) বললেন, 'নিজের সাথে হাতিয়ার রেখো। কুরাইযা গোত্রের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়।' সে বর্শা নিয়ে রওনা দেয়। গিয়ে দেখে তার স্ত্রী দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়ানো। যুবক আত্মমর্যাদাবশত রেগে গিয়ে বর্শা নিয়ে ছুটে যায় স্ত্রীকে মারার জন্য। স্ত্রী বলল, 'বর্শা রাখুন। আগে ঘরে ঢুকে দেখুন কীসে আমাকে বাইরে এনেছে।' সে ভেতরে গিয়ে দেখে বড় একটি সাপ বিছানার ওপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে বর্শার আঘাতে সাপটিকে বিদ্ধ করে ফেলে। ঘর এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, এই ভেবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ সাপটি ফণা তুলে আক্রমণ করে বসে। সাপ আর যুবকের মাঝে কে আগে মারা গেছে, তা কেউ জানে না। আমরা নবিজিকে ঘটনাটি জানানোর পর বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আল্লাহর কাছে একটু দুআ করুন যেন সে জীবন ফিরে পায়।' তা শুনে নবিজি বললেন, 'বরং তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। মদিনায় কিছু জিন আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি বাসাবাড়িতে কোনো সাপ দেখো, তাহলে ৩ দিন সেটাকে সতর্ক করবে। এরপরও যদি না যায়, তাহলে সাপটাকে হত্যা করে ফেলো। কারণ সেটা মুমিন নয়, শয়তান জিন।'[১]

মারা যাওয়া সেই সাপটি ছিল সাপের বেশধারী এক জিন। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে সাহাবি ও জিন দুজনেই নিহত হন। নবিজিকে এ ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বলেন, বাড়িতে থাকা জিনকে তিনবার সতর্ক করার আগে হত্যা করা যাবে না।

খুলাইদ বলেন, আমি তাহাজ্জুদের সালাতে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ আয়াতটি বারবার

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২২৩৬; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৯৮৮৬; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ২৯৩৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪১১৮

পড়ছিলাম। তখন ঘরের এক কোণ থেকে কেউ একজন আমাকে ডেকে বলল, 'তুমি কতবার এই আয়াত পাঠ করবে? ইতিমধ্যে এর দ্বারা তুমি চারটি জিনের দলকে হত্যা করেছ। যারা এই আয়াত শুনার পর আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাতেই মারা গেছে।' এ কথা শুনে খুলাইদ ভয় পেয়ে যান।[১]

জিনদের মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলেও ইবলিস ছাড়া অন্য কারও আয়ুষ্কাল সম্পর্কে কুরআন বা হাদিস থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটা ধারণা করা হয়, জিনদের আয়ু সাধারণত মানুষের চেয়ে বেশি।

---

[১] তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিইত তিরমিযি, আব্দুর রহমান মুবারকপুরি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবলিস ও তার কর্মকাণ্ড

ইবলিসের সৃষ্টি-রহস্য

ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং যাবতীয় অপরাধ, অকল্যাণ ও অনিষ্টের নেপথ্যে আছে ইবলিস। আল্লাহ তাআলা সেই ইবলিসকে কেন সৃষ্টি করেছেন? ইবলিস ও তার দলবলের সৃষ্টির রহস্য আল্লাহই ভালো জানেন। মানব মস্তিষ্ক দিয়ে এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তবে যুগে যুগে মানুষ এর উত্তর খুঁজে ফিরেছে। চেষ্টা করেছে সেই ভেদ উন্মোচনের।

সৃষ্টিজগতের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং সে অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা একমাত্র মানুষ ও জিনদেরকেই দেওয়া হয়েছে। যাতে করে তাদের পরীক্ষা করা যায়। 'জীবন-মৃত্যু সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা যে, কে সর্বোত্তম কাজ করে'[১]। জন্ম-মৃত্যু সকল প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত হলেও এই আয়াতে আল্লাহ কেবল মানব-দানবকে বুঝিয়েছেন। কারণ ভালো-মন্দের প্রতিদান কেবল মানব ও জিনজাতিকে দেওয়া হবে। বাকি সৃষ্টি আল্লাহর অনুগত এবং তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

আর আসমান-জমিন এ দুয়ের মাঝে সবকিছু তাঁর (আল্লাহর) অনুগত, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে।[২]

[১] সুরা মুলক, আয়াত : ২

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৮৩

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ইবলিসকে সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর প্রজ্ঞার সম্ভাব্য দিকগুলো নিজ গ্রন্থ *শিফাউল আলিলে* উল্লেখ করেছেন।

মানবজাতির চিরন্তন ও প্রকাশ্য শত্রু ইবলিসকে সৃষ্টির পেছনে মহামহিম আল্লাহর প্রজ্ঞা সবিস্তারে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে বিষয়গুলো আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে নিচে তা উল্লেখ করা হলো—

ইবলিস সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, বনি আদমের অন্তিম চাওয়া। সন্তুষ্টির কথা এলে অসন্তুষ্টির প্রসঙ্গও চলে আসে অনিবার্যভাবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির যাবতীয় দিক সবার সামনে প্রকাশ করতে এমন কিছুর অস্তিত্ব জরুরি, যার বিরোধিতাই হবে তাঁর সন্তুষ্টি। এজন্য শয়তান-সৃষ্টির বিকল্প ছিল না।

আল্লাহভীতির শিক্ষা

আল্লাহর কাছে ইবলিসের মর্যাদা ছিল সকল ফেরেশতাগণের ওপরে। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া পরেও আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে সেখান থেকে সে বিতাড়িত হয়, চির অভিশপ্ত ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় তাকে। ইবলিসের এই ঘটনায় মানুষ, জিন ও ফেরেশতা সবার জন্য রয়েছে শিক্ষা। আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার পরিণাম কত ভয়াবহ, ইবলিস তার শিক্ষণীয় উদাহরণ।

শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ

ইবলিসের সৃষ্টি এবং তার অভিশপ্ত হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রজ্ঞা হলো, তার ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসাবে সবার সামনে তুলে ধরা। গুনাহের মাধ্যমে মানুষ ও জিন উভয় জাতির পিতাকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ ঔদ্ধত্যের সাথে অমান্য করে, তাদের অবস্থা হবে ইবলিসের মতো। আর যারা গুনাহের পর লজ্জিত হয়, তাওবা করে ফিরে আসে রবের দিকে, তাদের উদাহরণ হলো আদম আলাইহিস সালাম।

ফিতনা ও পরীক্ষা স্বরূপ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে যেমন কোনো নতুন ব্রিজ বা সড়ক নির্মাণ করে পরীক্ষা করার পর, তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে ভেঙ্গে ফেলা হয়। তেমনই ইবলিস মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। ইবলিসের কুমন্ত্রণা ও দুনিয়ার লোভ

ত্যাগ করে যারা উত্তীর্ণ হবে, প্রতিদানে তারা পাবে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি। আর অকৃতকার্যদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সারা দুনিয়া থেকে সংগ্রহ করা মাটি দিয়ে। নবিজি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে গোটা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত একমুষ্টি মাটি থেকে তৈরি করেছেন। আর বনি আদম মাটির মতোই বিভিন্ন রকম, তাদের কারও গায়ের রং সাদা, কারও লাল, আবার কারও কালো এবং কেউ নম্রভদ্র তো কেউ রুক্ষ ও বদমেজাজি কেউ আবার এর মাঝামাঝি। সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন? সবাইকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করবেন। শয়তানের সৃষ্টি মূলত জিন-ইনসানের পরীক্ষার জন্য এবং সেই পরীক্ষায় সহায়তার জন্য প্রেরণ করেছেন নবি-রাসুল। যাতে কারা ভালো আর কারা মন্দ, তা আলাদা করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿١٧٩﴾

ভালো থেকে মন্দ পৃথক করার আগে মুমিনদেরকে আল্লাহ তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না।[১]

আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ

ইবলিসকে সৃষ্টির আরেকটি প্রজ্ঞা হলো, আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। জিবরিল ও ফেরেশতার বিপরীতে ইবলিস-শয়তানের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। কারণ, ফেরেশতারা কল্যাণের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত আর অকল্যাণের সর্বনিম্ন স্তরে আছে শয়তান। তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমানের বিপরীতে জমিন, আলোর বিপরীতে অন্ধকার, জান্নাতের বিপরীতে জাহান্নাম, আগুনের বিপরীতে পানি, গরমের বিপরীতে ঠান্ডা এবং ভালোর বিপরীতে মন্দ সৃষ্টি করেছেন। বিপরীত জিনিস ছাড়া যেমন কোনো কিছুর সৌন্দর্য প্রাকাশ পায় না; তেমনই স্রষ্টার ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশও বিপরীত সৃষ্টি ছাড়া হয় না।

ইবলিসের অস্তিত্ব আল্লাহর মহাপ্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ এমন সব প্রজ্ঞাময় নাম ও গুণাবলির অধিকারী যা প্রকাশ হওয়া জরুরি। যেমন আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম 'আল-বাদি' (الْبَدِيعُ) অর্থাৎ যিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলার এই গুণবাচক নাম দাবি রাখে যে, তিনি শূন্য থেকে এমন

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৭৯

কিছু সৃষ্টি করবেন, যা তাঁর এই নামের স্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ খালিক (الْخَالِقُ) অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা। তার এই গুণবাচক নামটিও কোনো কিছু সৃষ্টির দাবিদার। তবে এটা বলার অবকাশ নেই যে, সৃষ্টি করার দ্বারাই আল্লাহ এই গুণে গুণান্বিত হয়েছেন বা পূর্বে আল্লাহর এই সিফাত বা গুণ ছিল না, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করায় তিনি খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হয়েছেন। বরং আল্লাহর যত গুণবাচক নাম রয়েছে সে সকল গুণ তাঁর সত্তার সাথে চিরস্থায়ীভাবে ছিল, আছে এবং থাকবে।

'আস-সাবুর' (الصَّبُورُ) পরম ধৈর্যশীল, 'আল-হালিম' (الْحَلِيْمُ) পরম সহনশীল, 'আল-গাফফার' (الْغَفَّارُ) পরম ক্ষমাশীল; আল্লাহর এসব গুণবাচক নাম-সহ এ রকম আরও অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে, যেগুলো প্রকাশের জন্য ইবলিসের সৃষ্টি জরুরি। ইবলিস-শয়তানের কুমন্ত্রণায় বনি আদম আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে। আল্লাহ ধৈর্যশীল, তাই তা সহ্য করবেন। বান্দা গুনাহের দিকে ধাবিত হবে। মহান রব সহনশীল, তাই তিনি তখনই তাকে শাস্তি দেবেন না। মানুষ গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পার্থনা করবে, তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেবেন। এই সব কিছু ইবলিসের সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এভাবেই ইবলিসকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশের পূর্ণতা পেয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ কি ইবলিসকে সৃষ্টি করে তার ওপর কোনো জুলুম করেছেন? না, অবশ্যই আল্লাহ তার ওপর জুলুম করেননি, এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই; বরং সে তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে এবং চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তার নিজের জন্যই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

আর আমি আমার বান্দার ওপর জুলুমকারী নই।[১]

[১] সূরা কাফ, আয়াত : ২৯

ইবলিস কেন অভিশপ্ত?

ইবলিসের অভিশপ্ত হওয়ার বিষয় সামনে এলে প্রথমেই তার যে পাপের কথা বলা হয়—সেটা হলো, সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল। আল্লাহ তাআলা যখন আদমকে সিজদা করতে আদেশ করলেন—

...فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

সবাই সিজদা করল কিন্তু ইবলিস তা দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করল, ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[১]

আল্লাহ তখন ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন—

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ... ﴿١٢﴾

(হে ইবলিস) আমি আদেশ করার পরও কীসে তোমাকে সিজদা করতে বারণ করল![২]

ইবলিস উত্তরে বলেছিল—

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৪

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২

...انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين ⑫

আমি তার (আদমের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ: আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[১]

কিন্তু আদম আলাইহিস সালামও তো আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। তিনি তো অভিশপ্ত হননি! এখানেই লুকিয়ে আছে, ইবলিসের অভিশপ্ত হওয়ার আসল রহস্য। ইবলিসের সাথে আল্লাহর কথোপকথন তো জানা গেল। এবার দেখা যাক ভুল করার পর আদম আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর আলাপন কেমন ছিল।

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে বললেন—

...أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ㉒

(হে আদম ও হাওয়া!) আমি কি তোমাদের এই গাছটি (ফল খাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি?[২]

আদম ও হাওয়া কিন্তু ইবলিসের মতো যুক্তি পেশ করেননি। তারা অকপটে তাদের ভুল স্বীকার করেন এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করেন।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তারা (আদম ও হাওয়া) বলেন, হে আমাদের রব, আমরা নিজের ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[৩]

ইমাম কুরতুবি বলেন, আদমকে ইবলিস সিজদা না করার কারণ ছিল অহংকার ও হিংসা। এমন না যে, সে বুঝে উঠতে পারেনি, তাই ভুল করেছে। বরং ইবলিসের

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১২

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ২২

[৩] সূরা আরাফ, আয়াত : ২৩

অন্তরে আদমের প্রতি হিংসা ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারের বীজ তখনই জন্মেছিল, যখন আল্লাহ তাআলা ইবলিস-সহ ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব, অতঃপর যখন তা সম্পন্ন হবে এবং আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেব, তোমরা সবাই তাকে সিজদা করবে'[১] আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে, যখন তার মাঝে রুহ ফুঁকে দিলেন, তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করলেও ইবলিস সবার সামনে বুক উঁচু করে দম্ভভরে দাঁড়িয়ে থাকল। যদিও এতেই ইবলিসের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভেদ প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। তবু আল্লাহ তাআলা সবার সামনে ইবলিসের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আদেশ করার পরও কীসে তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করল?'[২] ইবলিস বলল, 'আমি তার (আদমের) থেকে শ্রেষ্ঠ।'[৩] মুসলিম দার্শনিকগণ বলেন, ইবলিসের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ভুল ছিল। কারণ মৌলিক উপাদান ভিন্ন হলেও আগুন ও মাটি দুটিই বস্তু এবং আল্লাহর সৃষ্টি।[৪]

আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বিতাড়িত করে বললেন—

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, নিশ্চয় তুই বিতাড়িত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোর ওপর আমার অভিশাপ বলবৎ থাকবে।[৫]

[১] সূরা সাদ, আয়াত : ৭১-৭২

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১২

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৬৫

[৫] সূরা সাদ, আয়াত : ৭৭-৭৮

আল্লাহর সাথে ইবলিসের কথোপকথন

আল্লাহ তাঁর বাণী কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন আমাদের প্রিয় নবিজিকে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে 'তুর' পাহাড়ে সরাসরি কথা বলে তাকে অধিষ্ঠিত করেছেন বিশেষ মর্যাদায়। যা তাকে উন্নীত করেছে আল্লাহর খলিল ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই। সকল নবির মাঝে কেবল মুসা আলাইহিস সালাম ও শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মুসার সাথে দুনিয়াতে আর নবিজির সাথে আরশে। দুনিয়ার সামান্য রাজা-বাদশা, মন্ত্রীদের সাথে কথা বলতে পারা যদি হয়, সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। তবে বিশ্বজাহানের বাদশা রাজাধিরাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে কথা বলা অবশ্যই সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার পরিচায়ক।

জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আকিল হাম্বলির বরাতে বলেছেন, কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ইবলিসের কথোপকথনের কথা উল্লেখ করলেও অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমদের মতে, 'আল্লাহর সাথে ইবলিসের সরাসরি কোনো কথা হয়নি। সব কথা হয়েছে ফেরেশতাদের মাধ্যমে।'[১]

তবে কুরআনুল কারিমের সরল উপস্থাপন থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর সাথে সরাসরি ইবলিসের কথোপকথন হয়েছিল। আল্লাহ বলেন—

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ... ﴿١٢﴾

---

[১] লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৮৯; মাকতাবাতুল কুরআন, কায়রো।

(হে ইবলিস) আমি আদেশ করার পরও কীসে তোকে সিজদা দিতে বারণ করল![১]

ইবলিস বলল—

...أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ।[২]

আলিমগণ এর সমাধান দিয়েছেন এভাবে—অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার আগে যেহেতু আল্লাহর কাছে ইবলিস ছিল সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। এমনকি সৃষ্টিগতভাবে আগুনের তৈরি জিনগোত্রীয় হওয়ার পরেও আল্লাহ তাকে করেছিলেন নুরের তৈরি ফেরেশতাদের সর্দার। তাই ইবলিসের সাথে আল্লাহর এই কথোপকথন হয়েছিল সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার আগে। যখন আল্লাহ তাকে এই বলে বের করে দিয়েছেন, 'বের হ এখান (জান্নাত) থেকে, কারণ তুই অভিশপ্ত'।[৩] তার পর থেকে সে আর কোনোদিন আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেনি। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১২

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১২

[৩] সূরা হিজর, আয়াত : ৩৪

ইবলিসের সাম্রাজ্য

অভিশপ্ত হওয়ার পর ক্রোধ-হিংসা ও অহংকারবশত আল্লাহর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় ইবলিস। সে আল্লাহর কাছে আবেদন করে—

أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ (দীর্ঘায়ু) দিন। আল্লাহ বললেন; তোকে অবকাশ দেওয়া হল।[১]

ইবলিস শুধু চ্যালেঞ্জ ছুড়েই ক্ষান্ত হয়নি; ঘোষণা করেছে বনি আদমকে বিপথগামী ও ধ্বংস করার পদ্ধতি।

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

ইবলিস বলল, (হে আল্লাহ) যে বনি আদমের কারণে আপনি আমাকে অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আপনার নির্ধারিত সরল সঠিক পথে আমি

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪-১৫

তাদের জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকব। তাদেরকে আমি সামনে পেছনে, ডানে বামে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করব। আপনি তাদের অধিকাংশকেই পাবেন অকৃতজ্ঞ।[১]

সে লক্ষ্যেই ইবলিস তার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। প্রস্তুত করেছে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী। নবিজি বলেন, 'ইবলিস তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে সমুদ্রে। সেখানে থেকে সে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে বেশি ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে সে ইবলিসের কাছে সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। তার একজন অনুসারী এসে বলে আমি এই এই ফিতনা-ফাসাদ করিয়েছি। তখন ইবলিস বলে তুমি কিছুই করনি। অতঃপর একজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন বিবাদ লাগিয়েছি যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তখন ইবলিস বলে হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ'। আমাশ বলেন ইবলিস তাকে নিজের নিকটবর্তী করে নেয়।[২]

মুহাদ্দিসগণ হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ ইবলিস সমুদ্রে তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। বিতাড়িত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে হয়তো এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। ইবনু সাইয়াদ সম্পর্কিত হাদিস থেকেও বিষয়টি বোঝা যায়। নবিজি যখন ইবনু সাইয়াদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কী দেখতে পাও? সে বলেছিল, আমি পানির ওপর সিংহাসন দেখতে পাই। নবিজি বললেন, সে পানির ওপর ইবলিসের সিংহাসন দেখতে পায়।[৩]' আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির ওপর ছিল। আল্লাহ বলেন—

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ... ﴿٧﴾

এবং তিনি সেই সত্তা যিনি ছয় দিনে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর তার আরশ ছিল পানির ওপর।[৪]

কুরআন বলছে, আল্লাহর আরশ পানির ওপর, অন্যদিকে হাদিস থেকে জানতে পারলাম, শয়তানও তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে সমুদ্রে অর্থাৎ পানির ওপর।

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৬-১৭

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৮২১৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৩৭৭

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৯২৫; *জামিউত তিরমিযি* : ২২৪৭

[৪] সুরা হুদ, আয়াত : ৭

আলিমগণ কুরআন ও হাদিসের সমন্বয় করেছেন এভাবে—সমগ্র আসমান-যমিন, গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম তার আরশ তৈরি করে তা স্থাপন করেছেন পানির ওপর। পরে আল্লাহ যে, সমগ্র নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল এবং লক্ষ কোটি নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে এই পৃথিবীর জলভাগে ইবলিস তার সাম্রাজ্য গোড়াপত্তন করেছে।[১] অর্থাৎ ইবলিসের সাম্রাজ্য পৃথিবীর পানির ওপর আর আল্লাহর আরশ সমগ্র নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের ওপর। যেখানে পৃথিবী ছাড়াও পানি থাকা সম্ভব।

সাইদ ইবনু জুবাইর বলেন, 'আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর' এই আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করে বলা হয়েছিল, তাহলে পানি কীসের ওপর ছিল? তিনি বলেন, 'পানি ছিল বাতাসের পিঠে'।[২]

পৃথিবীর আকাশে মেঘ যেমন বাতাসের পিঠে চড়ে ভেসে বেড়ায় এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে, তেমনই নভোমণ্ডলের সেই মহাশূন্যে না জানি কত পানি মেঘ হয়ে ভেসে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বাইরে আমাদের সৌরজগতে এমন সব প্ল্যানেটের অস্তিত্বের দাবি করছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধুই পানি আর পানি।[৩] আল্লাহই ভালো জানেন।

এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। অন্যদিকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ঘটনাপ্রবাহ অনুমান করা যায় যে, দুনিয়ার সমুদ্রে ইবলিসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তবে এর দ্বারা এটা বোঝায় না, পৃথিবীর পুরো সমুদ্রই ইবলিসের দখলে বা সেখানে ইবলিস যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। সমুদ্র মূলত ইবলিসের আবাসস্থল, কর্মস্থল হলো পৃথিবীর স্থলভাগ।

---

[১] *তাফসিরুল কুরতুবি,* খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৮; দারুল কুতুবিল মিসরিইয়া, কায়রো।

[১] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩২৯৩; *মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক* : ৯০৮৯; ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি উভয়েই হাদিসটিকে বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন।

[৩] দেখুন : https://edition.cnn.com/2022/12/17/us/exoplanets-water-hubble-scn-trnd/index.html

ইবলিসের আকার-আকৃতি

আল্লাহ তাআলা শয়তানকে খুবই কুৎসিত আকৃতি দান করেছেন। জাহান্নামের যাক্কুম গাছের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

এটি এমন এক গাছ, যা জাহান্নামের তলানি থেকে উদ্ভূত; এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মতো।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা শয়তানের মাথার সাথে যাক্কুম বৃক্ষের সাদৃশ্য বর্ণনা করে মূলত বৃক্ষটির বীভৎসতা তুলে ধরেছেন। শয়তানের প্রকৃত আকৃতি কেউ দেখেনি। তবে বিভিন্ন সময় সে মানুষের আকৃতি ধারণ করে জনসম্মুখে এসেছে। যেমন, বদর যুদ্ধের সময় ইবলিস সুরাকা ইবনু মালিকের আকৃতিতে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফিরদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

---

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত : ৬৪-৬৫

(হে নবি) স্মরণ করুন, সেই সময়ের কথা; যখন শয়তান তাদের কাজ-কর্মগুলোকে চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আজ কোনো মানুষ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না; নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে থাকব।' অতঃপর উভয় দল যখন পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) সম্মুখীন হলো। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কেটে পড়ল এবং বলল, 'আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।[১]

ইবলিস পলায়ন করার আগে হারিস ইবনু হিশাম তার হাত ধরে ছিল। ইবনু হিশাম ইবলিসকে সুরাকা মনে করে বলেছিল, 'তুমি না আমাদের সাথে থাকার ওয়াদা করেছ?' উত্তরে ইবলিস বলেছিল, আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখতে পাও না।' মূলত সে ফেরেশতাদের দেখেছিল। ফেরেশতাদের হাতে শাস্তির ভয়ে পালিয়েছিল।[২]

ইবলিসের অবয়বের পূর্ণ বিবরণ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তবে মানুষের মনে এ ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল যে, শয়তান সবচেয়ে কুৎসিত এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইবলিসের মাথাকে তুলনা করেছেন যাক্কুম গাছের সাথে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন, শয়তানের দুটি শিং আছে। তিনি বলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কোনো সালাত আদায় করবে না, কারণ এটি শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।[৩]

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়গুলো কাফিরদের আরাধনার সময়। এসময় তারা সূর্যকে সিজদা করে। অথচ সিজদার প্রকৃত হকদার আল্লাহ, যিনি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সূর্যের চূড়া উদিত হওয়া থেকে শুরু করে, সম্পূর্ণ সূর্য উদিত হওয়ার আগপর্যন্ত কোনো সালাত আদায় করবে না। আর সূর্যের নিম্নাংশ অস্তমিত হওয়া থেকে শুরু করে তা সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্তও সালাত পড়বে না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করবে না, কারণ সূর্য উদিত হয় শয়তানের মাথার দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে।[৪]

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৮

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা: ২৬

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৮২৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১২৫২; *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা* : ১১৭৪

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৭২-৩২৭৩; *সহিহ মুসলিম* : ৮২৮, ৮২৯; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১২৭৩

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন, সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার সময় ইবলিস সূর্যের সামনে এমনভাবে দাঁড়ায়, যেন মনে হয় তার দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে সূর্য উদিত হচ্ছে। রানি বিলকিসের সাবা সম্প্রদায়ের মতো অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা সূর্যের পূজা করে। তারা উদয় ও অস্তের সময় সূর্যকে সিজদা করে। সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ইবলিস মনে করে তাকেই তারা সিজদা করছে। এই জন্যই ইবলিস উদয়-অস্তের সময়ে সূর্যের সামনে দাঁড়ায়। এই হাদিস থেকে জানা গেল ইবলিসের দুইটি শিং আছে।

মধ্যযুগে খ্রিষ্টানরা শয়তানের প্রতিকৃতি বানাত চোখা দাড়ি ও উঁচু ভ্রূবিশিষ্ট একটি কালো মানুষের আকৃতিতে। তার মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে, জিব ও শিং লম্বা লম্বা। পা গাধার খুরের মতো, আর পেছনে লেজ। এটা তাদের কল্পিত আকৃতি। তবে শয়তানের চেহারা ও আকৃতি যে কুৎসিত ও ভয়ংকর, তা সহজেই অনুমেয়।

আল-জাহিয[১] একটি ঘটনা বলেছেন। একবার এক নারী জনৈক স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে স্বর্ণ দিয়ে শয়তানের প্রতিমা বানিয়ে দিতে বলে। কিন্তু সেটির আকৃতি স্বর্ণকারকে সে বোঝাতে পারছিল না। শেষমেশ সে বলল, ‘চলুন, আপনাকে আজ শয়তান দেখাব।’ আল-জাহিয বলেন, ‘সে স্বর্ণকারকে নিয়ে আমার কাছে আসে।’ তারপর আমাকে দেখিয়ে বলে, ‘এরকম।’ সেই নারী চলে যাওয়ার পর আমি স্বর্ণকারকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ঘটনা কী?’ স্বর্ণকার বলল, ‘এই মহিলা স্বর্ণ দিয়ে শয়তানের প্রতিমা বানাতে চায়। আমি বললাম, ‘আমি তো জীবনে শয়তান দেখিনি। সে তখন আপনাকে দেখিয়ে দিল।’

এর কারণ হলো, আল-জাহিযের চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে থাকত। তাই কিছু মানুষ তার চেহারার সাথে শয়তানের চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে করত। ওই নারীটিও এমনই ভেবেছিল।

---

[১] আল-জাহিয একজন বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং মুতাযিলা গোষ্ঠীর অনুসারী ছিলেন।

ইবলিসের বংশধর ও সৈন্যদল

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

আর যখন আমি ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করতে বললাম, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। অথচ তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ। জালিমদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রতিদান।[১]

জান্নাতে ইবলিসের একমাত্র প্রতিপক্ষ ছিল আদম ও হাওয়া। তাদের দুজনকে পথভ্রষ্ট করা ইবলিসের জন্য সহজ হলেও ভবিষ্যতে অগণিত বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করা তার একার পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না। এটা বুঝতে পেরে ইবলিস আল্লাহর কাছে তার বংশধর ও সৈন্যদল বৃদ্ধির আবেদন করে। যেহেতু আখিরাতে ইবলিসের প্রাপ্তির কিছু নেই; তার জন্য বরাদ্দ সবকিছু দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হবে। তাই আল্লাহ তার

[১] সূরা কাহফ, আয়াত : ৫০

আবেদন গ্রহণ করলেন, *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে ইমাম বাইহাকির একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, সে সময় ইবলিস আল্লাহর কাছে বিশেষ চারটি ক্ষমতা চেয়েছিল। এক. বনি আদমের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা। **দুই.** একজন বনি আদম জন্ম গ্রহণ করলে ইবলিসের দশ চ্যালার জন্মানো। **তিন.** মানবদেহের রক্ত চলাচলের ধমনীতে প্রবেশের ক্ষমতা। **চার.** বনি আদমের ওপর লাগাতার হামলা করার ক্ষমতা।

অপরদিকে আবার আদম আলাইহিস সালামের আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ইবলিসের বিপরীতে বনি আদমকে তিনটি জিনিস দেন। এক. প্রত্যেক বনি আদমকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুই জন ফেরেশতা দুষ্ট শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করবে। **দুই.** প্রত্যেক নেকি ১০ গুণ বৃদ্ধি করে সাওয়াব দেওয়া হবে। **তিন.** মৃত্যু বনি আদমের কণ্ঠনালীতে উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাওবার দরজা বন্ধ করবেন না।[১]

কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পর ইবলিসের সন্তান বা বংশধর অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। তবে সত্য কথা হলো—কীভাবে ইবলিস সন্তানের মালিক হয়, তার সন্তান জন্ম দেওয়ার পদ্ধতিই-বা কেমন, এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ-সহ বিশুদ্ধ কোনো হাদিস নবিজি থেকে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো সালাফ থেকে এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা কুরআন ও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না হলেও বিবেক সেগুলোকে মেনে নিতে পারে না। যেমন : মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করা হয়, ইবলিসের ডান উরুতে আছে পুরুষাঙ্গ এবং বাম উরুতে যোনি। সে তার পুরুষাঙ্গ যোনিতে ঢুকালে প্রতিদিন ১০টা ডিম বের হয়। প্রত্যেকটা ডিম থেকে ৭০ জন শয়তান বের হয়। যারা উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়[২]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরেকটি বর্ণনায় আছে—ইবলিস তার পুরুষাঙ্গ নিজের যোনির মধ্যে ঢুকায়। এতে পাঁচটি ডিম বের হয়, এগুলো থেকেই ইবলিসের সন্তান জন্ম নেয়।[৩]

ইমাম কুরতুবি বলেন, এ বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে যে দুয়েকটি হাদিস পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, 'সর্বপ্রথম যে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যে সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়,

---

[১] *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি, ৬৬৬৯; *আত তাফসিরুল কাবির*, ইমাম রাজি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৯; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২০

[৩] প্রাগুক্ত

ইবলিস তার মধ্যে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফোটায়।'[১]

এই হাদিস থেকে জানা গেল, শয়তান ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফোটায়। অর্থাৎ ইবলিসের সন্তান তার ঔরস থেকে আসে।[২] অবশ্য সর্বপ্রথম যে বাজারে প্রবেশ করে এবং সবার শেষে যে বের হয়, তাকে ইবলিসের স্ত্রী বলা এই হাদিসের উদ্দেশ্য নয়। অনেকে অবশ্য হাদিসটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে শয়তান যেভাবে ইচ্ছা কুমন্ত্রণা দিতে পারে; পথভ্রষ্ট করতে পারে।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে ইমাম তাবারি ইবলিসের সন্তানদের নাম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা তার তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, যা নবিজি থেকে প্রমাণিত নয়। হাদিসের গ্রন্থ সমূহে এ বিষয়ে দুয়েকটি নাম জানা যায়। যেমন নবিজি বলেন, শয়তান আমার সালাতে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল। সে আমার তিলাওয়াতে সংশয় তৈরি করেছিল। এই শয়তানের নাম 'খানযাব'।[৩]

ইমাম আবু নাসির ইবনুল কুশাইরি বলেন, সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তাআলা ইবলিসের অনুসারী ও সন্তান থাকার বিষয়টি জানিয়েছেন, যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তাদের প্রকাশ্য শত্রু। তবে ইবলিসের সন্তান জন্ম দেওয়ার পদ্ধতি জানানো হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ বর্ণনায় যতটুকু এসেছে, ততটুকুতেই ক্ষান্ত থাকতে হবে।

ইবলিসকে কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় সম্বোধন করা হয়েছে শয়তান বলে। 'হিযবুশ শাইতন' মানে ইবলিসের দল। অপরদিকে হিযবুল্লাহ হলো আল্লাহর দল। এই দুটি শব্দই কুরআনে এসেছে। ইবলিসের প্রধান সহযোগী তার সন্তান ও বংশধর যারা মূলত জিনদের অন্তর্ভুক্ত। তারা ছাড়াও সর্বদা ইবলিসের অনুসরণ-অনুকরণ করতে করতে একসময় মানুষ ও অন্যান্য জিনেরা তার শক্তিশালী সৈন্যদলে পরিণত হয়।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

---

[১] *আল জামউ বাইনাস সহিহাইন*, হুমাইদি, ২৮০৫; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, ৬১১৮; *জামিউল কাবির*, সুয়ুতি
: ২৫৩২০; হাদিসের সনদ সহিহ।

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২১

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২২০৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮১৮১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৬০৯

তাদের ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে। তারা শয়তানের দল। নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

আয়াতটি মদিনার মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। শয়তান যাদেরকে কপটতার মতো ধ্বংসাত্মক পাপের পাশাপাশি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝٣٦

যে ব্যক্তি রহমান অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়; শয়তানদের মধ্য থেকে একজনকে আমি তার সহচর নিযুক্ত করে দিই।[২]

আমাদের মন-প্রাণ যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে রত থাকে। ইবলিস-শয়তানের কোনো চক্রান্ত যেন আমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন করতে না পারে। যেন শামিল হতে পারি আল্লাহর সৈন্যদলে যারা দুনিয়া-আখিরাতে সফলকাম।

[১] সূরা মুজাদালা, আয়াত : ১৯

[২] সূরা মুজাদালা, আয়াত : ৩৬

ইবলিস মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু

আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝١٦٨

আর তোমরা শয়তানের (ইবলিসের) পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

ইবলিসকে এ পর্যন্ত কোনো মানুষ প্রকাশ্যে দেখেছে এর প্রমাণ নেই। অনেক নবি ও রাসুলের সাথে ইবলিসের সাক্ষাতের কথা বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়। তবে তার আসল আকৃতিতে নয়। দৃশ্যমান না হলেও এই ইবলিস শয়তানই আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অদৃশ্য হয়েও কীভাবে সে প্রকাশ্য শত্রু হলো? ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু বলার কারণ হলো—ইবলিস অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার পর সাতটি বিষয়ের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে। আল্লাহকে বলেছে, আপনার বান্দার অধিকাংশই হবে অকৃতজ্ঞ। তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিয়েই ছাড়ব। আল্লাহ তাআলা সেই ৭টি বিষয় কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

এই ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৪টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সুরা নিসার ১১৯ নং আয়াতে—

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ... ﴿١١٩﴾

আমি অবশ্যই তাদেরকে (মানুষদেরকে) পথভ্রষ্ট করব। তাদেরকে (মিথ্যা) আশ্বাস দেব। তাদেরকে পশুর কান ছিদ্র করার আদেশ করব। আর তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করতে বলব।[১]

ইকরিমা ও অধিকাংশ মুফাসিররগণের মতে 'আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ মানুষকে যেই অবয়বে সৃষ্টি করেছেন; বিকৃত সৌন্দর্যের নামে বা শয়তানের প্ররোচনায় তা পরিবর্তন করবে। যেমন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষত্ব নষ্ট করা বা খোঁজাকরণ, নারীরা পরচুলা লাগানো বা পশুর কান ছিদ্র করে দেওয়া ইত্যাদি।[২]

বর্তমান সময়ে আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতি কী চরম মাত্রায় পৌঁছেছে, ট্রান্সজেন্ডারের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করলে, তা সহজেই অনুমান করা যায়! বস্তুত এর মাধ্যমে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন হচ্ছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যেখানে ঘোষণা করেছেন—

... فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ... ﴿٣٠﴾

মানুষকে আল্লাহ যেই স্বভাব-প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করছেন তার নির্ধারক একমাত্র আল্লাহ আর আল্লাহর সৃষ্টিতে (যেই স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন) কোনো পরিবর্তন নেই।[৩]

এই সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতি শুধু বাহ্যিকভাবে নয়; বরং অভ্যন্তরীণ বা মনস্তাত্ত্বিকভাবেও। কোনো পুরুষের মাঝে যেমন মেয়েলি স্বভাব লুকিয়ে থাকে না, বিপরীতে কোনো নারীর মাঝেও পুরুষত্ব লুকিয়ে থাকে না।

জামিল ইবনু মামার নামের মক্কার এক কাফির দাবি করত 'তার বুকের ভেতরে দুটি হৃদয়, তাই সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি বিচক্ষণ ও

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

[২] *তাফসিরুল বাগাবি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৩; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৩] সুরা রুম, আয়াত : ৩০

জ্ঞানী।' মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তার এই মিথ্যা দাবি খণ্ডন করে ঘোষণা করেন—

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ...۝٤

আল্লাহ একজন ব্যক্তির বুকের মধ্যে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।[১]

এক ব্যক্তির মধ্যে যেমন দুটি হৃদয় সম্ভব নয়; তেমনই একই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পুরুষের অবয়বে, তার মধ্যে মেয়েলি চাহিদা থাকবে, তা কখনোই সম্ভব নয়। একজন নারী পুরুষালি কাজে তৃপ্ত হবে; বিকৃত রুচি ছাড়া তা ধারণাও করা যায় না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন বিপরীতমুখী স্বভাব তৈরি করা আল্লাহর নিয়মবহির্ভূত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝٤٩

আসমান-জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। কাউকে তিনি দান করেন পুত্র সন্তান, কাউকে দেন কন্যা সন্তান।[২]

লক্ষণীয় বিষয় হলো—আল্লাহ এখানে কেবল ছেলে ও মেয়ে সন্তানের কথা বলেছেন। মানবসন্তান তিনি এই দুই লিঙ্গেই সৃষ্টি করেন। এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যাদেরকে আমরা হিজড়া বলি, তাদের মাঝেও থাকে নারী-পুরুষের বিভাজন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজ এই কথা প্রমাণিত যে, অর্গান ও চাহিদার বিচারে প্রত্যেক মানবসন্তান নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয় লিঙ্গ বলে আমরা যাদেরকে চিহ্নিত করি তারাও মূলত লিঙ্গভেদে নারী বা পুরুষ। হরমোনাল ডিজ-অর্ডার ও জেনেটিক সমস্যার কারণে তাদের স্ত্রী বা পুরুষ লিঙ্গে ত্রুটি থাকে। তবে সহজেই নারী বা পুরুষ আলাদা করা যায়। এমনকি তাদের সন্তান জন্মদান ও গর্ভধারণেও সক্ষমতা থাকে। নারী-পুরুষ আলাদা করা যায় না এই ধরনের শিশুর জন্ম নেই বললেই চলে।

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৪

[২] সুরা শুরা, আয়াত : ৪৯

অথচ তাদের (ট্রান্সজেন্ডারদের) দাবি হলো—বাহ্যিকভাবে সে পুরুষ হলেও মানসিকভাবে সে নিজেকে একজন মেয়ে মনে করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার কোনো ভিত্তি নেই। এই দাবির স্বপক্ষে তাদের দলিল হলো—'তাদের মন এটাকে সমর্থন করে' অর্থাৎ তাদের মন যা সমর্থন করে বা অনুমোদন দেয় তা সবই গ্রহণযোগ্য। অথচ এর যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। আসলে শয়তান তাদের রুচি এমনভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, এমন নির্লজ্জ ও গর্হিত কাজেও তারা আনন্দ ও শান্তি খুঁজে পায়। যদিও সেসব আনন্দ ও শান্তি পর্যবসিত হয় দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তায়। যেমনটা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

...وَلٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

বরং তাদের হৃদয় হয়ে গিয়েছে বক্র। আর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত।[১]

৭টি বিষয়ের মধ্যে বাকি ৩টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সুরা আরাফের ১৬ এবং ১৭ নং আয়াতে—

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

(ইবলিস বলল) আমি তাদের সরল পথে ফাঁদ পেতে বসে থাকব। এরপর তাদের ওপর আক্রমণ চালাব, তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান ও বাম দিক থেকে। (হে আল্লাহ) আপনি দেখবেন, বনি আদমের অধিকাংশই (আপনার নেয়ামতরাজির প্রতি) অকৃতজ্ঞ।[২]

মোটাদাগে বিষয়গুলো হলো—

১. ইবলিস মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে।

২. মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা দেবে।

৩. পশুদের কান ছিদ্র করতে আদেশ করবে।

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৪৩

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৬-১৭

৪. মানুষের শরীরে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করতে আদেশ করবে।

৫. বনি আদমকে সরলপথ থেকে বিচ্যুত করবে।

৬. তার আক্রমণ হবে সামনে-পেছনে থেকে।

৭. ডানে বামে সবদিক থেকে সমানতালে আক্রমণ করবে।

একজন শত্রুর মধ্যে যতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে প্রকাশ্য শত্রু বলা যায়, তার সবগুলো আছে ইবলিসের মধ্যে; বরং বনি আদমের প্রতি তার হিংসা ও ক্রোধ এত বেশি যে, তা তাকে সর্বদা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রাখে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু বলেছেন।[১]

পরিশেষে একজন মুমিনের এই আকিদা-বিশ্বাস রাখা উচিত ইবলিস শয়তানকে আমরা দেখতে পাই বা না পাই। তার সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হলো—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا... ⑥

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের (মানুষের) শত্রু। তাকে শত্রু হিসেবেই জানো।[২]

[১] আত-তাফসিরুল কাবির, ফখরুদ্দিন রাজি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৮; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] সুরা ফাতির, আয়াত : ৬

আদম-হাওয়ার প্রতি ইবলিসের কুমন্ত্রণা

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে সম্মানিত করলেন সমস্ত মাখলুকের ওপর। নুরের তৈরি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন মাটির আদমকে সিজদা করতে। আসমান-জমিনের সবকিছুই করলেন বনি আদমের অনুগত ও উপযোগী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ...۝٢٠

(হে লোক সকল) তোমরা কি দেখ না! মহান আল্লাহ আসমান-জমিন এবং এ দুয়ের মাঝে সবকিছু করেছেন তোমাদের জন্য উপকারী ও উপযোগী।[১]

আদম ও বনি আদমের এই সম্মান মেনে নিতে পারেনি ইবলিস। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার পর, আদমই তার একমাত্র শত্রু। তাকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করানোর জন্য শুরু হলো ভয়ংকর এক প্রচেষ্টা, সফলও হয়েছে কিছুটা। কিছুটা বললাম এই কারণে, ইবলিস প্ররোচনা দিয়ে আদমকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করতে পারলেও তাওবা তার চূড়ান্ত মিশন বানচাল করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ...۝٣٦

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ২০

তখন শয়তান তাদের উভয়কে (আদম ও হাওয়াকে) ওখান থেকে (জান্নাত থেকে) পদস্খলিত করল এবং তাদেরকে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে বের করে দিল।[১]

চির শান্তির জায়গা থেকে বের করতে পেরেছে ঠিকই, পারেনি তার মতো চির নিরাশ করতে। এমন কঠিন মুহূর্তে আদম আলাইহিস সালাম আঁকড়ে ধরলেন তাওবার দরজা। মহামহিম আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৬

আদম-হাওয়াকে কীভাবে ইবলিস প্ররোচনা দিল?

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ইবলিস যখন আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করলেন—

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

বের হ এখান থেকে, নিশ্চয় তুই বিতাড়িত। আর তোর ওপর আমার এই অভিশাপ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।[১]

ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে বিতাড়িত হলো জান্নাত থেকে। তাহলে কীভাবে সে আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল? আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

অতঃপর শয়তান আদম ও হাওয়ার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। যাতে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে যায়, যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন ছিল। এবং বলল, তোমরা কি জানো কেন আল্লাহ তোমাদেরকে এই গাছের ফল খেতে

[১] সুরা সাদ, আয়াত : ৭৭-৭৮

নিষেধ করেছেন? যাতে করে তোমরা ফেরেশতা বা এখানে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে না পার।[১]

ইবলিস মিথ্যা আশ্বাস দেয় আদম ও হাওয়াকে। আর নিজের কথাকে শক্তিশালী করতে আল্লাহর নামে শপথ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

ইবলিস তাদের উভয়কে শপথ করে বলেছে, নিশ্চয় আমি তোমাদের কল্যাণকামী।[২]

জান্নাতে চিরস্থায়ী অথবা ফেরেশতা হওয়ার মিথ্যা আশ্বাস আর আল্লাহর নামে শপথ আদম ও হাওয়ার অন্তরে ইবলিসের প্রতি বিশ্বাসের চারা অঙ্কুরিত করে। পরে এক সময় তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বসেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, (আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়ার পর) আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতের কোনায় কোনায় লুকাতে থাকেন। তার মাথা জান্নাতের গাছের সাথে আটকে যায়।

আল্লাহ তাআলা ডেকে বলেন, 'হে আদম, তুমি কি আমার থেকে পালাচ্ছ?'

আদম আলাইহিস সালাম বলেন—না, বরং আমি লজ্জিত। হে আমার রব।

আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দিইনি? এখানে তোমার জন্য যা হারাম করা হয়েছে (নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া) তা ছাড়া অন্য সবকিছু কি তোমার জন্য হালাল করে দিইনি?

আদম আলাইহিস সালামের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি—'অবশ্যই আপনি এগুলো দান করেছেন। আপনার সম্মানের শপথ—কেউ আপনার নামে মিথ্যা শপথ করবে, এটা ধারণায়ই ছিল না।'[৩]

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ২০

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ২১

[৩] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৫৮; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড

আদম ও হাওয়াকে ইবলিস কীভাবে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বর্ণিত আছে, যার অধিকাংশই ইসরাইলি রিওয়ায়াত (ইহুদি আলিমদের বর্ণনা)। যা দুর্বল ও ভিত্তিহীন।

হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহর উল্লেখিত উত্তরটি অধিক গ্রহণযোগ্য, আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ব্যবহার করেছেন 'ওয়াসওয়াসা' (وَسْوَسَ) শব্দ। এর অর্থ চুপি চুপি বা ফিস ফিস করে বলা, কারও প্রতি কুমন্ত্র নিক্ষেপ করা। আল্লাহ হয়তো ইবলিসকে দূর থেকেও আদম ও বনি আদমের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন।[১]

ইবলিসের মতো আদম ও হাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেও তারা তাওবা করার সুযোগ পান। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। তারা কেন তাওবার সুযোগ পেলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আলিমগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ এই অধমের অন্তরে যে বিষয়টি ঢেলে দিয়েছেন, তা হলো—আদম ও হাওয়াকে ইবলিসের কুমন্ত্রণা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করা এবং তাদের থেকে হায়া বা লজ্জা ধ্বংস করে দেওয়া। আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে লজ্জার এই পর্দা ছিন্ন হয়ে গেলে তারা একের পর এক আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে থাকে। নবিজি বলেন—

إذا لَمْ تَسْتَحْيِ فافْعَلْ ما شِئْتَ

তোমার লজ্জা যদি না থাকে, তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।[২]

লজ্জা মুমিনের ভূষণ। আদম ও হাওয়া বিবস্ত্র হওয়ার পর সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নিজেদের আবৃত করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ... ﴿٢٢﴾

: ১০, পৃষ্ঠা : ১১১; দারুল হিজরা।

[১] *আত-তাফসিরুল কাবির*, রাজি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২১৭; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৮৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৯৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১৮৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭০৬৫

> যখন তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল, অনাবৃত হতে লাগল তাদের লজ্জাস্থান। তখনই তারা জান্নাতের গাছের পাতা জড়িয়ে (লজ্জাস্থান) ঢাকতে শুরু করে।[1]

লজ্জা-শরম অবলীলায় ধ্বংস হতে দেননি আদম ও হাওয়া। কুরআনের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার্থে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই জান্নাতের পোশাক খুলে গেলেও অনাবৃত হয়নি তাদের লজ্জাস্থান। নিজেদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষায় তারা ছিলেন বদ্ধ পরিকর। আল্লাহ তাআলা তাই তাদের জন্য খুলে দিলেন তাওবার দরজা। অভিশপ্ত ইবলিস যেমন ঔদ্ধত্য ও অহংকার করে অস্বীকার করেছিল তার অপরাধ। আদম ঠিক তার বিপরীত, বিনাবাক্যে স্বীকার করেন, নিজের অপরাধ। যা ছিল মূলত সেই লজ্জার ফসল।

আজও সেই একই কায়দায় বনি আদমের লজ্জা-শরম ধ্বংস করতে ইবলিস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মুসলিম উম্মাহ আজ দুনিয়াজুড়ে সম্মান ও সম্পদ উপার্জনে ইবলিসের সেই মিথ্যা আশ্বাস ও কুমন্ত্রণার জালে আটকা পড়ছে। যদিও ইবলিস শয়তান ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য ধর্মালম্বীদের ওপর খুব সহজে তার মিশন বাস্তবায়ন করছে। তাদের কাছে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাই হলো খ্যাতি অর্জনের প্রধান উপায়।

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ২২

মানুষের প্রতি জিন ও শয়তানের কুমন্ত্রণা

জিন ও শয়তান বহু উপায়ে মুসলিমদের ক্ষতি করে থাকে। এর মাঝে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

[এক] জিনেরা আমাদের দেখতে পায়। কিন্তু তারা যেভাবে আমাদের দেখতে পায়, আমরা সেভাবে তাদের দেখতে পাই না। ইবলিস ও তার বংশধরদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ... ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদেরকে যেমনভাবে দেখতে পায়, সেভাবে তোমরা তাদের দেখতে পাও না।[১]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, 'সে' সর্বনামটির মাধ্যমে ইবলিসকে বোঝানো হয়েছে। আর 'দলবল' বলতে বোঝানো হয়েছে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহকে এ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'এর অর্থ কি ব্যাপক না বিশেষ? অর্থাৎ কোনো মানুষই কি তাদের দেখতে পায় না? নাকি কেউ কেউ তাদের দেখতে পায়?' তিনি জবাবে বলেন, 'কুরআনে বলা হয়েছে, তারা মানুষদের যেভাবে দেখে, মানুষ তাদের সেভাবে দেখে না। এ থেকে বোঝা গেল, তারা মানুষকে যতটা দেখে, মানুষ তাদের ততটা দেখে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয়

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২৭

যে, মানুষ কখনোই তাদের দেখতে পায় না। বরং কিছু নেককার মানুষ তাদের দেখতে পান। কিছু সাধারণ মানুষও তাদের দেখতে পারে, তবে সবসময় নয়।'[১]

দৃষ্টিশক্তির এ পার্থক্যের ফলে তাদের পক্ষে আমাদের ক্ষতি করা সহজ। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, সে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ।

[দুই] যাদের মনে সংশয় ও লালসার আধিক্য রয়েছে। কোনো মুসলিমের মনে সংশয় ও লালসা বেড়ে গেলে, সেখানে শয়তানের প্ররোচনাও বাড়তে থাকে। মুসলিম সে প্ররোচনা যত গ্রহণ করবে, ততই শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করবে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'ওয়াসওয়াসার পরিমাণ সংশয় ও লালসার পরিমাণের সমানুপাতিক। অর্থাৎ সংশয় ও লালসা যত বাড়তে থাকবে, শয়তানের ওয়াসওয়াসাও ততই বাড়তে থাকবে। হৃদয় যেসব জিনিসকে ভালোবাসে, সেগুলোকেই আরও বেশি করে খোঁজে। আর যা কিছুকে ঘৃণা করে, সেগুলোকে দূর করে দেয়।'

তাই সকল মুসলিম নর-নারীর দায়িত্ব হলো, দ্বীনের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা। এতে অন্তর আলোকিত হবে, আত্মা পরিশুদ্ধ হবে এবং সত্যের প্রতি বক্ষ প্রসারিত ও স্বচ্ছন্দ হবে। অন্যথায় শয়তানের প্রজননক্ষেত্র সংশয় ও লালসা থেকে আপনার নিরাপত্তা লাভের কোনো আশা নেই।

[তিন] বান্দা যখন আল্লাহর জিকিরের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তখনো জিনেরা মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

যে ব্যক্তি পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, আমি তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দিই এবং সে হয়ে যায় তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।[২]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার ফতোয়া-সংকলনে বলেন, 'বরং শয়তান তার অন্তরকে গিলে খেয়ে ফেলবে। তাই সে যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে শয়তান পিছু হটে যায়। আর যদি তার অন্তর আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন থাকে, তাহলে শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দেয়। কারণ একটা মানুষ আল্লাহর স্মরণে মগ্ন নাকি উদাসীন, তা শয়তান জানে। মানুষের অন্তর কী কী কামনা করে, তাও তার জানা। তাই সে সেগুলোকে মানুষের

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫

[২] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩৬

সামনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে। এ কারণে আল্লাহর জিকির ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমেই ভ্রান্ত আকিদা এবং মন্দ লালসার সূচনা হয়। আর আল্লাহর জিকিরের একটি অন্যতম একটি শাখা হচ্ছে—কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা উপলব্ধি করা।'[১]

তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসুলদের যে জিকির সহকারে প্রেরণ করেছেন, তার স্মরণের কারণেই শয়তান মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধা অনুভব করে। অন্তর এসব থেকে গাফিল থাকলে শয়তান তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।'[২]

[চার] জিনেরা মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হলে পালটা আক্রমণ করে বসে। ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'জিনদের ওপর কখনো প্রস্রাব করলে বা গরম পানি ঢেলে দিলে তারা মানুষের ক্ষতি করে। এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। মারাত্মকভাবে জিনে আছর করেছে এমন অনেক ব্যক্তির ব্যাপারে জানা গেছে যে, সে কোনো না-কোনোভাবে জিনকে কষ্ট দিয়েছে। যেহেতু তারা সাপের রূপ ধারণ করে লোকালয়ে চলে আসে। তাই মানুষের বসবাসের জায়গায় সাপ দেখলে নবিজি তাদের তিনবার সতর্ক করতে বলেছেন। কিছু কিছু জিন বাস করে আবর্জনার মাঝে। যেখানে মানুষ তাদের দেখতে পায় না। কেউ কিছু ছুড়ে মারলে তা গিয়ে তাদের গায়ের ওপর পড়তে পারে। তারা এতে অনেক সময় কষ্ট পায়। ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের ক্ষতি করা, কষ্ট দেওয়া মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মতই হারাম। তাই খেয়াল রাখা দরকার আমাদের দ্বারা তারা যেন কষ্ট না পায়। তারপরও তারা যদি বিনা কারণে মানুষের ক্ষতি করে বা কষ্ট দেয়, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে এবং শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় আত্মরক্ষা করবে।[৩]

[পাঁচ] পুরুষ বা নারী জিনেরা কখনো কখনো মানুষের প্রেমে পড়ে যায় বা কামাতুর হয়ে পড়ে। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার ফতোয়া-সংকলনে বলেন, 'তারা কামনা, বাসনা ও লালসার বশে মানুষদের আছর করে থাকতে পারে। মানুষ যেভাবে আরেক মানুষকে ভালোবাসে; (পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে) জিনও সেভাবে কোনো মানুষের প্রেমে পড়তে পারে।'[৪] ভালোবেসে মানুষদেরকে বিভিন্ন জিনিস এনে দিতে থাকে। পরে মানুষটি অন্য কারও সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গেলে জিন তাকে শাস্তি দেয়, হত্যাও করে ফেলতে পারে। এ সকল ঘটনা ঘটেছে পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের জিনের

---

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৪০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৩৯

ক্ষেত্রেই। তাই মুসলিম পুরুষ ও নারীদের দায়িত্ব হলো—জিকিরের ব্যাপারে সচেতন হওয়া; বিশেষত ওয়াশরুমে প্রবেশ ও সহবাসকালীন জিকিরগুলোর ব্যাপারে। কারণ আল্লাহর জিকির ছাড়া কাপড় খোলার কারণে জিনেরা মানুষের প্রতি কামাতুর হয়ে পড়ে।'[১]

[ছয়] মানুষকে নিয়ে শুধু শুধু ঠাট্টা করা। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া তার ফতোয়া-সংকলনে জিনদের ব্যাপারে বলেছেন, 'নির্বোধ মানুষেরা যেভাবে মুসাফিরদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, জিনেরাও কখনো কখনো মানুষদের নিয়ে সেভাবে মশকরা ও কৌতুক করে।'[২] আল্লাহর বান্দারা তাঁর কাছে এ সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করলে, তিনি এসব নির্বোধ ও জালিম জিনদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

[সাত] কিছু জিন কিছু মুসলিমের ক্ষতি করে পাপাচার ও বিদআত থেকে তাদের নিরস্ত করার জন্য। এমন ঘটনা ঘটেছে। আছরকারী জিন দাবি করেছে, মুসলিম ব্যক্তিটি অবাধ্য ও বিদআতি হওয়ার কারণে সে তাকে বশ করেছে। তার মানে জিনটি ইসলামের স্বার্থে এ কাজ করেছে। এটি দুটি কারণে হারাম—এক. মানুষের দেহে প্রবেশ করা জিনদের জন্য হারাম। দুই. গুনাহগারদের সাথে আচরণের বৈধ পদ্ধতি এটি নয়। তাই কোনো পাপাচারীকে আঘাত বা কোনোরকম ক্ষতি জিনদের জন্য না-জায়িয। এমনকি মুসলিমদের নাসিহা করতে আসাও জিনের জন্য বৈধ নয়। কারণ তাদের আগমন মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে। মোটকথা মুসলিমদের সাথে জিনদের যত সমস্যা হয়, তার বেশিরভাগই অজ্ঞ জিনদের কারণে। এমনকি তারা মুসলিম হলেও।

[আট] পরীক্ষা হিসেবেও অনেক সময় জিনদের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাকদিরে যা রেখেছেন, তার পেছনে অবশ্যই কোনো না-কোনো প্রজ্ঞা নিহিত আছে। আর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর প্রজ্ঞা সীমাহীন। কোনো মানব মস্তিষ্কের সামর্থ্য নেই পরিপূর্ণভাবে তা উপলব্ধি করার। কখনো কখনো পরীক্ষা স্বরূপ তিনি জিনদেরকে তাঁর কোনো সৎকর্মশীল বান্দার ক্ষতি করার সুযোগ দিতে পারেন। এতে করে যেমন জিনদেরকে অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহারের পরীক্ষা হবে, তেমনই মুসিবতের সময় মানুষের সবরের পরীক্ষাও হবে। যেমন : একটা জিন-শয়তান নবি আইয়ুব আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

কুরআনের ভাষায়—

...إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

আইয়ুব তার রবকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় শয়তান আমাকে দিয়েছে কষ্ট ও বেদনা।[১]

ইবলিসের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা

জিন ও শয়তানেরা যেসব জায়গায় দুর্বল, তার একটি হলো আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর তারা কোনো খবরদারি করতে পারে না। মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসে বাধ্য বা জোর করার কোনো ক্ষমতা আল্লাহ শয়তানকে দেননি; বরং শয়তান এসব জিনিসকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে এবং মানুষ স্বেচ্ছায় তার অনুসারী হয়।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর তোর (ইবলিস) কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট।[১]

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ... ﴿٢١﴾

আর তাদের ওপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিল না। কেবল কে আখিরাতে বিশ্বাসী আর কে তাতে সন্দিহান, তা পরখ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।[২]

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ৬৫

[২] সুরা সাবা, আয়াত : ২১

আর শয়তান যে মানুষকে ধোঁকা দেয়, তা তো জানা কথাই। তাদের দিয়ে খারাপ কাজ করাতে সে খুবই তৎপর। কিন্তু তাদের বাধ্য করাতে পারবে না সে। শয়তান এই বাস্তবতা বুঝে।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

(ইবলিস) বলল, 'হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সেহেতু আমি অবশ্যই পৃথিবীতে মানবজাতির সামনে ভুল পথকে সুশোভিত করে তুলে ধরব। আর আমি তাদের সবাইকে পথহারা করে ছাড়ব; কেবল তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।'[১]

একনিষ্ঠ ও সৎভাবে আল্লাহর ইবাদতকারীদের ওপর যে তার কোনো ক্ষমতা নেই, তা সে জানে। আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের ওপর তখনই শয়তানকে ক্ষমতা দেন, যখন সে নিজেই শয়তানি মতাদর্শ অনুসরণ করতে ভালোবাসে।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

নিশ্চয় যেসব পথভ্রষ্ট লোক তোর অনুসরণ করে, তারা ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো কর্তৃত্ব চলবে না।[২]

যারা শয়তানের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, শেষ বিচারের দিন শয়তান তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে—

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴿٢٢﴾

তোমাদের ওপর তো আমার কর্তৃত্ব কেবল এটুকুই ছিল, আমি তোমাদের ডেকেছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ২২]

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ৩৯-৪০

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ৪২

মানুষের ওপর তার এ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল লোভ দেখানো ও ভুল পথ দেখানো। পথভ্রষ্টদের ওপরই তার খবরদারি খাটে। সে নাছোড়বান্দার মতো কুফর ও শিরকের প্রতি তাদের লালসা জাগিয়ে তোলে। শয়তানি পদ্ধতিতে গুনাহ ও মিথ্যার প্রতি প্ররোচিত করা পর্যন্তই তার দৌড়।

মুমিনদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর শয়তানকে ক্ষমতা দিয়ে দিতে পারেন।

বিচারক যতক্ষণ না অবিচার করছে, ততক্ষণ আল্লাহ তার সাথে আছেন। কিন্তু সে অবিচার করলে আল্লাহ তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।[১]

মুমিন বান্দা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করলে আল্লাহ তাদের ছেড়ে দিয়ে শয়তানকে তার ওপর ক্ষমতাশালী করে দেন।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ একটি অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর বিশুদ্ধতা যেমনই হোক, এখান থেকে বাস্তব একটি শিক্ষা পাওয়া যায়। তা হলো, বান্দা আল্লাহর জন্য নিজের দ্বীনদারি সংশোধন করে নিলে শয়তান তার ওপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না। কিন্তু সে বিপথে চলে গেলে শয়তান তাকে পরাস্ত করে ফেলে।

হাসসান বলেন, কিছু মানুষ একটা গাছের পূজা করত। এক দ্বীনদার ব্যক্তি সেটা জানতে পেরে বলল, 'আজই আমি এই গাছটা কেটে ফেলব। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সে গাছ কাটতে চলে যায়। তখন ইবলিস মানুষের রূপ ধরে তার কাছে এসে বলল, 'ভাই, তুমি এই গাছটা কেন কাটতে চাইছ? এটা তো কারও কোনো ক্ষতি করছে না।'

'আমি আল্লাহর খুশির জন্য এই গাছটা কেটে ফেলব। কারণ মানুষ তাঁর ইবাদাত না করে এই গাছের পূজা শুরু করেছে।'

'তুমি নিজে পূজা না করলেই তো হয়। আরেকজনের পূজায় তোমার কী সমস্যা?'

'আল্লাহর জন্য আমি অবশ্যই এই গাছ কেটে ফেলব।'

'না, তুমি তা করতে পারবে না।'

'আমাকে এ গাছ কাটতেই হবে!'

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ১৩৩০; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭০২৬; *আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি* : ২০৪৫১; *সহিহুল জামি* : ১২৫৩; হাদিসটি হাসান।

'আচ্ছা, আমি তোমাকে এর বদলে কিছু জিনিস দিতে চাই?'

'কী জিনিস?'

'প্রতিদিন সকালে তোমার বালিশের নিচে দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবে।'

'সেগুলো আসবে কোত্থেকে?'

'আমি দেব তোমাকে।'

দ্বীনদার লোকটি গাছ না কেটে ফিরে গেল বাড়িতে। পরদিন থেকে সে বালিশের নিচে দুটি করে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেতে শুরু লাগল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে দেখল বালিশের নিচে কিছু নেই। রেগেমেগে সে আবার রওনা দিল গাছ কাটার জন্য। শয়তান এবারও তার পথ রোধ করে দাঁড়াল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আজ আমি এই গাছ কেটেই ছাড়ব। মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে এই গাছের পূজা করছে।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো। পারবে না তুমি!'

লোকটি গাছ কাটার জন্য যেই না কুড়াল হাতে নিল, অমনি শয়তান তাকে এক ঘুসি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। এরপর বুকের ওপর উঠে তার গলা চেপে ধরল। দ্বীনদার লোকটির খুব কষ্ট হচ্ছে। শ্বাস নিতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে এখনই। ঠিক তখন শয়তান বলে ওঠে, 'জানিস, আমি কে? আমি ইবলিস! প্রথমবার তুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগে-ক্ষোভে গাছ কাটতে এসেছিলি। সেদিন তোর ওপর আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজ তুই এসেছিস স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়ার ক্ষোভ থেকে। তাই আমাকে তোর ওপর ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ মানবজাতিকে শক্তি দেন তাঁর প্রতি ঈমানের কারণে। এর ফলে শয়তান তার কাছে ভিড়তে পারে না। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শয়তান তোমাকে খুবই ভয় পায়, উমার।'[১]

তিনি আরও বলেন, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি, মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানেরা উমারের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'[২]

---

[১] *জামিউত তিরমিযি*, ৩৬৯০; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪৩৮৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩০১১; হাদিসটি সহিহ।

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৯১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৯০৮; হাদিসটি সহিহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব জিনিস দেখতে পেতেন, যা সাধারণ মানুষজন দেখে না। তিনি দেখেছেন, উমার চলাফেরা করার সময় মানুষ ও জিন শয়তানেরা অন্য রাস্তা দিয়ে চলে। যেন তিনি সত্যের এক তুফান। নবিজি তাকে আরও বলেছেন, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তুমি যে রাস্তা দিয়ে চলো, শয়তান সেই রাস্তায় পা বাড়ায় না। তোমাকে এক রাস্তায় দেখলে সে আরেক রাস্তায় পথ চলতে শুরু করে।[১]

আল্লাহর রাসুল এও জানিয়েছেন, এই বিশেষ মর্যাদা শুধু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রবল ঈমানি শক্তিতে উজ্জীবিত যেকোনো ব্যক্তিই তার শয়তানকে এমন দৌড়ের ওপর রাখতে পারবে, ধীরে ধীরে তাকে অপদস্থ করে ছাড়বে।

সফরের সময় তোমরা যেভাবে উটকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে ফেলো, মুমিন তার ঈমানি শক্তির মাধ্যমে শয়তানকে সেভাবেই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে ফেলে।[২]

গৃহপালিত পশু যদি পাগলামি করতে শুরু করে, মনিব তখন ধমক দেয়, শাস্তি প্রদান করে। মুমিন বান্দা তার নফসের বিরোধিতা করে ঠিক একই ভাবে শয়তানকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বয়ং আল্লাহর রাসুল। নবিজি বলেন—

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ. قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : وَإِيَّايَ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ

তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন জিন-শয়তান রয়েছে। সাহাবিরা বললেন, 'রাসুলুল্লাহ, আপনার সাথেও?' তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ আমাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তাই সে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে (বা তার থেকে আমি নিরাপদ থাকি)।[৩] এখন সে শুধু আমাকে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬০৮৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৯৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ৯৯৬৪

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৯৪০; *আল-মুসনাদুল জামি* : ১৫১২৪; এর সনদ দুর্বল।

[৩] এ হাদিসে একটি শব্দ রয়েছে, (فأسلم) এখানে শেষে যে মিম রয়েছে এটাকে উলামায়ে কেরাম দুভাবে পড়েছেন : (১) মিমে যবর (فأسلمَ), (২) মিমে পেশ (فأسلمُ)। যারা মিমে যবর দিয়ে পড়েছেন তাঁদের কেউ কেউ বলেন, হাদিসের অর্থ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারিন (সার্বক্ষণিক সহচর) জিন মুমিন মুসলিম হয়ে গেছে, আবার তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, জিন আত্মসমর্পণ করেছে, বশ্যতা স্বীকার করেছে। এবং যারা মিমে পেশ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা বলেন, হাদিসের অর্থ হলো, আমি (তার অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে) নিরাপদ থাকি। ইমাম আল-খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ মিমে পেশ দিয়ে পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ মিমে যবর দিয়ে পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন. ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহও এ মতের পক্ষে। [দ্রষ্টব্য : আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম, আন-নাবাবি, খণ্ড

ভালো কাজ করতে বলে।[১]

নবিজি তার সহচর জিন-শয়তানকে মুসলিম বানাতে পেরেছিলেন কারণ তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল নফসের চাহিদার বিপরীতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে।

ইবলিসের মৃত্যু

‘ইবলিস মৃত্যু বরণ করবে’ কথাটা একজন মুমিনের কাছে স্বাভাবিক হলেও পশ্চিমাবিশ্বে অনেকের কাছে তা অবিশ্বাস্য। প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করে নভমণ্ডল-ভূমণ্ডল ও এদুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

সবকিছু ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা এবং তার কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝٢٧

জমিনের ওপর যা কিছু আছে সব ধ্বংস হবে। অস্তিত্ব থাকবে কেবল সুমহান ও মহানুভব আল্লাহর।[২]

ইবলিসের মৃত্যু বিষয়ে পশ্চিমা-বিশ্বের নাম উল্লেখ করার কারণ—বর্তমানে সেখানে

---

[১] সূরা কাসাস, আয়াত : ৮৮

[২] সূরা রাহমান, আয়াত : ২৬-২৭

প্রকাশ্যে ইবলিসের পূজা করা হচ্ছে। Satanism তথা শয়তানবাদ বা শয়তানের ধর্ম তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত বিষয়। অন্য দু-চারটা ধর্মের মতোই এটা একটা ধর্ম। রয়েছে শয়তানের দেওয়া ধর্মগ্রন্থও। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত তাদেরকে গুপ্ত ও অবৈধ মনে করা হতো। তবে ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে Church of Satan বা শয়তানের গির্জা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে। ইবলিসের দাবি সেও আল্লাহর মতোই অবিনশ্বর। মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা পাবে এক মহাসুখের জায়গা। কেউ যদি নিজেকে উপাস্য বলে দাবি করে, তাকে অবশ্যই অবিনশ্বর হতে হবে। শয়তানের পূজারিরা তাই তার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করে। ফলে শয়তানের মৃত্যু একজন মুমিনের কাছে স্বাভাবিক বিষয় হলেও স্যাটানিস্ট বা শয়তানের পূজারিদের কাছে তা অসম্ভব ব্যাপার।

ইবলিসের অবিনশ্বর হওয়ার দাবি নিছক কোনো প্রোপাগান্ডা নয়, বরং ইবলিস নিজেই আল্লাহর কাছে এই দাবি করেছিল যে তাকে যেন মৃত্যু দেওয়া না হয়। আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিয়েছেন, তবে অবিনশ্বরতা দেননি। কারণ সৃষ্টি কখনোই অবিনশ্বর হতে পারে না।

অভিশপ্ত ও জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিস আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে—

رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

হে আমার রব, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

তোকে অবকাশ দেওয়া হলো নির্ধারিত দিন পর্যন্ত।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, যাতে তার মৃত্যু বরণ করতে না হয়। আল্লাহ তাকে সময়

[১] সুরা সাদ, আয়াত : ৭৯

[২] সুরা সাদ, আয়াত : ৮০-৮১

দিয়েছেন নির্ধারিত দিন পর্যন্ত। আর সেই নির্ধারিত দিন হলো—দুনিয়া ধ্বংসের জন্য ইসরাফিলের দেওয়া প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। ইবনু আব্বাস বলেন, প্রথম ফুৎকার দুনিয়া ধ্বংস ও দ্বিতীয় ফুৎকার পুনরায় জীবিত হওয়ার জন্য। এই দুই ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান। ইবলিস এই ৪০ বছর মৃত অবস্থায় থাকবে।[১]

[১] *তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২২৬৪, বর্ণনা নং : ১২৩৮৪, মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আল-বায, সৌদি আরব।

কেমন হবে ইবলিসের মৃত্যুযন্ত্রণা?

বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, মুমিন ও কাফিরের মৃত্যুযন্ত্রণা ও রুহ কবজ একই রকম নয়। নবিজি বলেন, যেভাবে পানির পাত্র থেকে বিন্দু বিন্দু পানি বের হয়ে আসে, সেভাবে মুমিনের আত্মা তার দেহ থেকে বের হয়ে আসে। পক্ষান্তরে মালাকুল মাউতকে দেখার সাথে সাথে কাফিরের রুহ দেহের কোনায় কোনায় গিয়ে লুকাতে থাকে। সেখান থেকে এমনভাবে তার রুহ টেনে বের করে আনা হয়, যেমন ভেজা উল থেকে লোহার শিক টেনে বের করা হয়।[১]

মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করে সকল প্রাণীই, এটা প্রত্যেক প্রাণীর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'[২] এ কথা দ্বারা আল্লাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। নবিজি বলেন, প্রত্যেক মৃত্যুরই যন্ত্রণা আছে।[৩] তবে সব প্রাণীর মৃত্যুর যন্ত্রণা সমান নয়। উল্লেখ্য, 'মুমিনের রুহ বিন্দু বিন্দু পানির মতো বের হয়ে আসে' এই কথার মধ্য দিয়ে নবিজি মৃত্যুর যন্ত্রণা অস্বীকার করেননি। আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার পরও যিনি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তিনি অন্তত মৃত্যুযন্ত্রণা অস্বীকার করতে পারেন না। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় তার কষ্ট দেখার পর কারো মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে আমি কাউকে খারাপ মনে করি না।[৪]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৫৩৪; *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৩৯০; হাদিসের সনদ সহিহ।

[২] সুরা আলি-ইমরান : ১৮৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৪৯

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৪৬

তাই 'মৃত্যু-যন্ত্রণা শুধু গোনাহের কারণে হয়' এমন ধারণা সুন্নাহ-বিরোধী। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যারা সুস্থ মস্তিষ্ক থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে অথচ মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলে যায় না, তাদের এই বিষয়টি আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। মৃত্যুর সময় তার ছেলে আবদুল্লাহ বললেন, 'আপনার মস্তিষ্ক যেহেতু ঠিক আছে, তাই আমাদেরকে মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলুন।' আমর ইবনুল আস বলেন—প্রিয় বৎস, মৃত্যুর যন্ত্রণা বর্ণনার উর্ধ্বে (মৃত্যুর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়)। তবুও আমি কিছু বলছি, মনে হচ্ছে আমার ঘাড়ের ওপর রাদওয়া পর্বতসমূহ[১] উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেটের মধ্যে আমাকে দংশন করছে খেজুর কাঁটার বিষ। মনে হচ্ছে সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে আমার রুহ টেনে বের করা হচ্ছে।[২]

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবি। মৃত্যু-যন্ত্রণার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এতে তার সম্মান ও মর্যাদার বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, মুমিনের মৃত্যু-যন্ত্রণা কাফিরের মতো শুধু পাপের কারণে হয় না; বরং এর দ্বারা মুমিনের নেকির পাল্লা ভারী করা হয় এবং তার গুনাহসমূহ মুছে দেওয়া হয়।[৩]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসটি ছাড়া ইবলিসের মৃত্যুর বিবরণ সম্পর্কে কোনো সহিহ হাদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সকল বর্ণনায় মৃত্যুর সময় তার ভয়াবহ শাস্তি ও সীমাহীন কষ্টের কথা এসেছে। সেগুলো হয় অত্যন্ত দুর্বল অথবা জাল হাদিস। তবে ইবলিসের মৃত্যু যন্ত্রণা ও রুহ কবজের ভয়াবহতা অন্য সাধারণ কাফির থেকে হাজার গুণ বেশি হওয়া কোনো অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

---

[১] মদিনার ইয়ামবু অঞ্চলের অতি উঁচু ও দুর্গম পাহাড়।

[২] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৫৯১৫; হাদিসটি ইমাম হাকিম এককভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সহিহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি এ হাদিস বিষয়ে তার *আত-তালখিস*-এ কোনো মন্তব্য করেননি। নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

[৩] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬৩

ইবলিসকে জাহান্নামে কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে?

শয়তান যদি আগুন থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে কীভাবে? আগুন কীভাবে আগুনকে পোড়াবে? এ বিষয়টাও একটু চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝে আসবে। 'শয়তান এবং জিনজাতিকে আগুন থেকে তৈরি করা' মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করার মতোই। অর্থাৎ মানুষের মূল উপাদান মাটি হলেও সৃষ্টির পর তা যেমন আর মাটি নেই। তেমনই শয়তান ও জিনদের সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন হলেও সৃষ্টির পর তারা এখন আর আগুন নেই।

মানুষকে যদি শুকনো ও শক্ত মাটির খণ্ড বা পোড়া ইট দিয়ে আঘাত করা হয় যা মাটি থেকে তৈরি, তাহলে তারা কি ব্যথা পাবে না? পৃথিবীর প্রথম হত্যাকারী কাবিল কিন্তু মাটি থেকে সৃষ্ট পাথর দিয়েই হাবিলকে হত্যা করেছিল।[১] আবার মানুষকে যদি মাটিতে একটা গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়, তাহলেও সে ভীষণ কষ্ট পাবে এবং দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

লোকমুখে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, এক ব্যক্তি বলাবলি করছিল, জাহান্নামের আগুন দিয়ে শয়তানকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। যেহেতু সে নিজেই আগুন থেকে তৈরি। তখন একজন আলিম একখণ্ড শুকনো ও শক্ত মাটি দিয়ে তাকে আঘাত করলে সে জিজ্ঞাসা করে কেন তাকে আঘাত করা হলো? তখন ওই আলিম বলেন, আপনি কি মাটির তৈরি? লোকটি বলে, হ্যাঁ অবশ্যই! আলিম বলেন, মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মাটির আঘাতে আপনি ব্যথা পেলেন কীভাবে?

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০; দারুল কুতুব ইলমিইয়াহ, বৈরুত।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো—মানুষকে যখন এই পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তখন এটা ধারণা করা যায় যে, ইবলিস ও জিনজাতিকেও এই পৃথিবীর আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোনো স্পষ্ট বিবৃতি আসেনি। তবে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'দুনিয়ার আগুনের দহনক্ষমতার চেয়ে জাহান্নামের আগুনের দহনক্ষমতা ৭০ গুণ বেশি।'[১] তাই যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, শয়তান ও জিনজাতির শরীর এখনো আগুনেরই আছে। তবু জাহান্নামের আগুন তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট হবে।

পরিশেষে এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করতে হবে—আল্লাহ তাআলা যখন তাদের শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তা প্রদান করতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম। কেননা তিনি মহাপরাক্রমশালী, কোনো কিছুই তাকে পরাভূত করতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ বনাম জিন শয়তান

মানুষের ধমনীতে জিন ও শয়তানের চলাচল

রক্ত যেভাবে শিরা-ধমনীর ভেতর দিয়ে চলাচল করে, শয়তানও ঠিক সেভাবে আমাদের ভেতর চলাফেরা করতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে থাকে।[১]

সাফিয়া বিনতু হুয়াই রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবিজি একবার ইতিকাফে বসেছিলেন। রাতে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। কথাবার্তা শেষে উঠে চলে যাচ্ছি। তিনিও উঠে এলেন আমাকে এগিয়ে দিতে। আমি তখন উসামা ইবনু যাইদের বাসায় থাকতাম। দুজন আনসার পুরুষ নবিজির পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছিল। আল্লাহর রাসুল তাদের দেখে বললেন, 'সে আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতু হুয়াই।' তারা জবাবে বলল, 'সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করব, এও কি সম্ভব?' নবিজি তখন বললেন, 'শয়তান মানুষের ভেতর রক্তের মতো চলাচল করে। সে তোমাদের মনে যেকোনো সময় খারাপ ধারণার জন্ম দিতে পারে।'[২]

কেউ কেউ 'শয়তান মানুষের রক্ত চলাচলের' হাদিসটি রূপক অর্থ গ্রহণ করলেও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৮১; *সহিহ মুসলিম* : ২১৭৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৭০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭১৭১; *সহিহ মুসলিম* : ২১৭৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৭০; *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৯৩

অধিকাংশ হাদিস বিশারদ হাদিসটির বাহ্যিক ও স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই ইবলিস মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। তবে সে কারও ওপর শক্তি বা বল প্রয়োগ করতে পারে না। সে শুধু প্রবঞ্চনা দিতে পারে। কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বল প্রয়োগের ক্ষমতা তার নেই। আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

আমার বান্দার ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, তবে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া।[১]

এ ব্যাপারে রয়েছে ইবলিসের সরল স্বীকারোক্তি। গুনাহে লিপ্ত করার পর সে বনি আদমকে উদ্দেশ্য করে বলে—

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴿٢٢﴾

তোমাদের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমি আহ্বান করেছি মাত্র, তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। তাই আমাকে নয়; বরং তোমরা নিজেদেরকেই তিরস্কার করো।[২]

ইবলিস মানুষের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করতে পারে না। তবে তার সমগোত্রীয় জিনজাতি ঠিকই মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি তারা মানবদেহে প্রবেশ করে মানুষের মুখ দিয়ে তারা কথা বলতে পারে। জিন আছর করেছে এমন ব্যক্তির দৈহিক শক্তি, গলার আওয়াজ ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় এ ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জিনের আসরে মানবদেহে পরিবর্তন আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ... ﴿٢٧٥﴾

---

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৪২

[২] সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ২২

যারা সুদ খায় তারা (হাশরের দিন) কবর থেকে উঠবে জিন-শয়তানের আছরে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো।[১]

হাশরের ময়দানে সুদখোরের শাস্তি কেমন ভয়াবহ ও লাঞ্ছনাকর হবে, তা বোঝার জন্য আল্লাহ তাআলা জিনে আছর করা ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন।

ইমাম তাবারি বলেন, দুনিয়ায় জিন-শয়তান আছর করলে যেমন পাগলের মতো হয়ে যায়, আখিরাতে সুদখোরের অবস্থাও হবে তেমন।

ইমাম কুরতুবি বলেন, যারা মনে করে জিন মানুষকে আছর বা কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করতে পারে না। জিনের আছরের ফলে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তনের দাবি করা হয় এগুলো বরং শারীরিক সমস্যার কারণে হয়। এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে মজবুত দলিল।[২]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিনেরা মানুষের শরীরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। যার ওপর ভর করে তার ভেতর থেকে কথাও বলতে পারে। এ ব্যাপারে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্য রয়েছে।[৩]

অনেক সময় ইবলিস তার অনুগত জিনদের দিয়ে মানুষকে বিভিন্ন কষ্ট দিয়ে থাকে। ইবলিস বিনা হিসাবে জাহান্নামি। হাশরের ময়দানে তার কোনো হিসাবকিতাব নেই। এটাই মূলত মানুষের ওপর ইবলিসের কোনো ধরনের কর্তৃত্ব বা বল প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকার কারণ। যদি এই ক্ষমতা তার থাকত তবে মানব সভ্যতার সূচনালগ্নেই সে ধ্বংস করে দিত। কিয়ামতের দিন চুলচেরা হিসাবকিতাব হবে জিন ও ইনসানের। দেওয়া হবে পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান। জিনকে নিজের অনুগত করে, তার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দিয়ে মানুষ ও জিন উভয়কেই ইবলিস দুধারি তলোয়ারের মতো ধ্বংস করে।

পৃথিবীতে ইবলিসের প্রধান ও অন্যতম শত্রু মানব সম্প্রদায় হলেও জিনেরা এই তালিকায় আছে দ্বিতীয় স্থানে। মানুষ যেমন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রমাণে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। মানুষের মতো ইবলিস ও জিন সমগোত্রীয় হওয়ায় সে তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দেখিয়ে খুব

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৫৫; দারুল কুতুবিল মিসরিইয়া, কায়রো।

[৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ১২; *মাজমাউল মালিকি ফাহদ লি তিবাআতিল মুসহাফিশ শারিফ*, মদিনা।

সহজেই নিজের বশে নিয়ে আসতে পারে। জিনেরাও ইবলিসের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নিজেদের আখিরাত জলাঞ্জলি দেয়। তাছাড়া মানুষের থেকে অদৃশ্য ও দৈহিক শক্তি বেশি হওয়ায় তারা অহংকারী এবং দাম্ভিক প্রকৃতিরও হয়ে থাকে। তারা ভুলে গেছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাদেরও একদিন কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। জিনদেরকে ইবলিস কীভাবে ধোঁকা দেয় তার কিছু বিবরণ উঠে এসেছে সুরা জিনে—

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝٥

(জিনেরা বলল) আর আমাদের স্বগোত্রীয় মূর্খ (ইবলিস) আল্লাহর নামে অবাস্তব কথা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন (ইবলিস) আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে না।[১]

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, 'এখানে 'মূর্খ' দ্বারা ইবলিসকে বোঝানো হয়েছে।' সে জিনদের কাছে আল্লাহর নামে এই বলে মিথ্যা রটাত যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর স্ত্রী-সন্তান ও অংশীদার আছে।[২]

এভাবেই মিথ্যা কথা ও তার প্রিয় পাত্র হওয়ার লোভ দেখিয়ে সে খারাপ ও দুষ্ট জিনদের নিজের দলে ভেড়ায়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইবলিস তার বাহিনীর কার্যবিবরণী শুনছে, একজন বলল 'আমি মানুষকে এই গুনাহে লিপ্ত করেছি। আরেকজন বলল, আমি বনি আদমকে অমুক খারাপ কাজে জড়িত করেছি। সবার কথা শুনে ইবলিস বলল, 'তোমরা তেমন কিছুই করনি'। তখন একজন বলল, আমি এমনভাবে কুমন্ত্রণা দিয়েছি যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। নবিজি বলেন, তখন ইবলিস তাকে নিজে কাছে ডেকে নেয় এবং বলে 'তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ।'[৩]

একটি বিষয় আরও একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। কুরআন ও হাদিসে মানুষের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও জিনের আছরের বিষয়টি প্রমাণিত।

---

[১] সুরা জিন, আয়াত : ৪-৫

[২] *তাফসিরুল বাগাবি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৫৯; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬০১; *মুসনাদু আবদ ইবনি হুমাইদ* : ১০৩৩

উসমান ইবনু আবিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি যখন আমাকে তায়েফে নিযুক্ত করেছিলেন, সে সময়ের কথা, একদিন সালাতে হঠাৎ কি যেন আমার ওপর ভর করল। এতে আমি ভুলেই গেলাম কীসের সালাত পড়ছি। এই অবস্থা দেখে আমি নবিজির কাছে গেলাম। তিনি বললেন, কে? ইবনু আবিল আস? আমি বললাম জি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ কি মনে করে এলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সালাত আদায় করার সময় হঠাৎ কি যেন আমার ওপর ভর করল, কীসের সালাত পড়ছি আমি সেটাও ভুলে গেলাম। নবিজি বললেন, এটা শয়তানের কাজ, আমার কাছে এসো। আমি তার কাছে গিয়ে পায়ের সামনে বসে পড়লাম। তিনি হাত দিয়ে আমার বুকের ওপর আঘাত করলেন এবং আমার মুখে একটু থুতু দিয়ে তিনবার বললেন, 'আল্লাহর দুশমন বের হয়ে যা'। এর পর আমাকে বললেন তোমার কর্মস্থলে গিয়ে কাজে লেগে যাও। উসমান ইবনু আবিল আস বলেন, 'আমার জীবনের শপথ, তারপর থেকে সালাতে আমি প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিনি।'[১]

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ ইয়ালা ইবনু মুররা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার আমি নবিজির সাথে সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। সেখানে নবিজির কাছে একজন মহিলা এসে বলল, (হে আল্লাহর রাসুল) আমার এই ছেলে সাত বছর ধরে (জিনের আছরে) পাগল হয়ে আছে, দিনে দুইবার তার ওপর ভর করে। নবিজি বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মহিলা ছেলেটিকে নবিজির কাছে নিয়ে গেল। আল্লাহর রাসুল তখন তার মুখে একটু থুতু দিয়ে বললেন, 'বের হয়ে যা আল্লাহর দুশমন, আমি আল্লাহর রাসুল।' এর পর মহিলাকে বললেন, ফেরার পথে এর কি অবস্থা হয় আমাকে জানাবে। ফেরার পথে ওই মহিলা দুইটা ভেড়া, পনির ও ঘি নিয়ে নবিজির কাছে উপস্থিত হন। আল্লাহর রাসুল আমাকে বললেন, ঘি, পনির ও ভেড়াদুটো থেকে যেটা ইচ্ছা তুমি নাও। ওই মহিলা বলল, ওই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, তারপর থেকে আমার ছেলের মধ্যে কোনো কিছু দেখতে পাইনি।[২]

হাদিস দুটোর ভাষ্য থেকে সহজেই বোঝা যায়, জিন ও শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। কারণ প্রবেশ না করে থাকলে নবিজি বের হতে বলবেন কেন? আবু আলি আল-জুব্বায়ি, আবু বকর রাজি ও মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আত-তাবিব-সহ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই বিষয়টিকে অস্বীকার করলেও কুরআন-হাদিসের দলিল ও মানবদেহে জিনের আছর প্রত্যক্ষ হওয়ায় যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৫৪৮; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪২৩২; ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবি উভয়ই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

জামাআতের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকেই বলে জিন মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে না। তখন তিনি বলেছিলেন—হে বৎস, তারা মিথ্যা বলছে, জিনেরা তো মানুষের মুখে কথাও বলাতে পারে।[১]

এই বিষয়ে একজন মুসলিম হিসেবে এতোটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে, মানবদেহে জিন-শয়তান প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তাদের এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। যদিও প্রবেশের পদ্ধতি ও বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। সালাফদের থেকে অনেকেই এর বিভিন্নরকম যৌক্তিক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার কোনোটিই কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

[১] উমদাতুল কারি, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ২১৪; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

জিনেরা কি গায়েব জানে?

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ... ﴿٦٥﴾

(হে নবি) আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিনের কেউ গায়েব জানে না।[১]

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ... ﴿٥٩﴾

আর গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।[২]

কুরআনে এমন স্পষ্ট বার্তার বিপরীতে গিয়ে অনেকে মনে করে নবি-রাসুলগণ গায়েব জানেন। এই উম্মতের কেউ কেউ তো এ বিষয়কে রীতিমতো আকিদা-বিশ্বাসে পরিণত করছে যে, 'নবিজি গায়েব জানতেন'। জিন, নবি-রাসুল ও ফেরেশতাদের গায়েব জানার বিষয় একইসূত্রে গাঁথা। কারণ তারা সবাই মাখলুক বা আল্লাহর সৃষ্টি।

---

[১] সুরা নামল, আয়াত : ৬৫

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৫৯

আর আল্লাহ খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিজগতের সবাইকে বোঝানো হয়েছে। নবিজির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَائِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ۞

হে নবি আপনি বলুন, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার নেই। আর আমি গায়েব জানি না।[১]

একই কথা আল্লাহ তাআলা সুরা হুদের ৩১ নং আয়াতেও বলেছেন। প্রশ্ন হলো—এমন স্পষ্ট ঘোষণা থাকার পরও 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও গায়েব জানার প্রশ্ন' আসে কেন? উত্তরটা একটু সূক্ষ্ম হলেও দুর্বোধ্য নয়। এর কারণ হলো মানুষ ও জিনজাতি এমন বিষয়কে গায়েব মনে করে, যা মূলত গায়েব নয়। বিষয়টি আক্ষরিক বা আপেক্ষিক হিসেবে গায়েব। অর্থাৎ মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য বিষয়টি গায়েবের মতো অথবা শুধু মানুষের জন্য গায়েব জিনদের জন্য নয়। অথবা কিছু জিন ও মানুষের জন্য গায়েব, সকল জিন ও মানুষের জন্য নয়। কিন্তু যেই অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের মহাসমুদ্রে লুকিয়ে রেখেছেন, তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। না কোনো ফেরেশতা, না নবি-রাসুল, না জিন-ইনসান বা অন্য কোনো মাখলুক। আল্লাহর জ্ঞান অসীম, সেই সীমাহীন জ্ঞানের প্রায় সবটুকুই মানুষ ও জিনের জ্ঞানের বাইরে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া মানুষ ও জিন সম্পৃক্ত পূর্বাপরের অনেক জ্ঞান আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন। ওহির মাধ্যমে প্রদত্ত বা অন্য কোনো মাধ্যমে মানুষের অর্জিত জ্ঞান গায়েব নয়। মানুষ ও জিনের দিক থেকে সেই পাঁচটি বিষয়কে নবিজি 'মিফতাহুল গাইব' (مِفْتَاحُ الغَيْبِ) বা গায়েবের চাবিকাঠি বলেছেন।

مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ

মিফতাহুল গাইব বা গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। এক. আগামীকাল বা ভবিষ্যতে কি হবে, তা কেউ জানে না। দুই. (ছেলে নাকি মেয়ে) গর্ভে কোন সন্তান আগমন করবে, তা কেউ জানে না। তিন. আগামীকাল বা ভবিষ্যতে সে কি উপার্জন করবে, তা কেউ জানে

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৫০

না। চার. কে (কখন) কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, তা কেউ জানে না। পাঁচ. কেউ জানে না কখন (কোথায়) বৃষ্টি হবে।[১]

ওহির মাধ্যমে নবি-রাসুলগণ এবং প্রথম আসমানে আড়ি পেতে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের কথোপকথন শ্রবণ করে ইবলিস ও জিনেরা অতীত ও ভবিষ্যতের যে জ্ঞান অর্জন করে, তাকেই আমরা গায়েব মনে করি। অথচ নবি-রাসুলগণ এই গায়েব ততটুকুই জানতেন যতটুকু আল্লাহ তাদের জানাতেন। এ বিষয়ে পূর্বে নবিজির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে তিনি যৌক্তিক দলিলও পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন—

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ... ﴿١٨٨﴾

হে নবি আপনি বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমি নিজেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারি না। যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অবশ্যই অধিক কল্যাণ লাভ করতাম, কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।[২]

মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আমাদের নবি। যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে উহুদ, বিরে মাউনা, রজিয়ি, হুনাইনের যুদ্ধের মতো এত বড় বড় মুসিবতে নিজেকে ও প্রাণপ্রিয় সাহাবিদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেন না। আল্লাহর রাসুল বলেন—

إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ

তোমাদের কেউ পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার কথা স্মরণ করবে। কারণ আমার পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন।[৩]

নবি-রাসুলদের বিষয় তো জানা গেল। কিন্তু জিনেরা কীভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১০৩৯; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭০; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৬৮১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫২২৮

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮

[৩] *সুনানুদ দারিমি* : ৮৫; দারুল মাআনি লিন-নাশর, তাহকিক হুসাইন সালিম, হাদিসের সনদ সহিহ, তবে হাদিসটি মুরসাল।

কথা বলতে পারে? তারা নিশ্চয় গায়েব জানে! কুরআন ও হাদিস চুলচেরা গবেষণা করে মুসলিম গবেষকগণ এ ব্যাপারে যে উত্তর দিয়েছেন তা হলো—মানবেতিহাসের শুরুর দিকে মানুষের হায়াত অনেক দীর্ঘ থাকলেও ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। যেখানে আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ার হায়াত ছিল ৯৬০ বছর, নুহ আলাইহিস সালামের ৯৫০ বছর, সেখানে ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিমাস সালামের বয়স ছিল মাত্র ১২০ বছর করে[১]। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় ছিলেন মাত্র ৬৩ বছর। মানবজাতির পিতা অর্থাৎ আদম ৯৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেও জিনজাতির পিতা ইবলিস এখনো জীবিত। আল্লাহ তার হায়াত দীর্ঘ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত। অন্যান্য জিনের হায়াতও মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। এমন অনেক জিনের কথা শোনা যায় যাদের বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর। দীর্ঘায়ুর কারণে সহজেই তারা অতীতের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারে। ১ হাজার বছর পূর্বের ঘটনা জানতে মানুষের যেখানে ১০, ১৫ বা ২০ জন মাধ্যম প্রয়োজন হয়। সেখানে মাত্র একজন বা দুইজনের মাধ্যমে তারা ১ হাজার বছর পূর্বের ঘটনা জানতে পারে। অতীতের সেই ঘটনাবলি বর্তমান মানুষের জন্য গায়েব হলেও জিনদের জন্য মোটেও তা গায়েব নয়। সর্বোচ্চ এটা বলা যেতে পারে যে, মানুষের জন্য তা আক্ষরিক অর্থে গায়েব, কারণ বর্তমান সময়ের মানুষ সেই সময়ে উপস্থিত ছিল না।

বয়স বেশি হওয়ায় জিনেরা অতীতের খবর না হয় তারা বলতে পারে কিন্তু গায়েব না জানলে ভবিষ্যতের খবরাখবর কীভাবে তারা দিতে পারে?

পূর্বে জিনেরা ভবিষ্যতের খবর দিত দুইভাবে। জ্যোতিষী ও গণকদের মাধ্যমে অথবা জিনেরাই সরাসরি কোনো মানুষের ওপর ভর করে তাদের মুখ দিয়ে কথা বলাত। প্রশ্ন হলো জিন-শয়তান এসব খবর পেত কীভাবে?

বইয়ের শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে, জিনেরা উড়তে পারে। তাদের উড়ার গতির ক্ষিপ্রতা কেমন তা সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, যখন তিনি বৈঠকে উপস্থিত মানুষ ও জিন উভয়কে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রানি বিলকিস আসার পূর্বেই কে তার রাজমহল এখানে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে? তখন ইফরিত জিন বলেছিল, আপনার এই বৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি তা নিয়ে আসতে পারব। ইমাম সুদ্দি বলেন, 'সুলাইমান আলাইহিস সালামের বৈঠকের ব্যাপ্তি ছিল সকাল থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এ সময়

---

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭১; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি।

তিনি সাধারণত বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।'[১] রানি বিলকিসের মহল ছিল ইয়েমেনে আর সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব ছিল ফিলিস্তিনে। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার রাস্তা বিরাট মহল-সহ উড়িয়ে নিয়ে আসবে মাত্র ৩ বা ৪ ঘণ্টায়!

উড়ার এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা দুনিয়ার আসমানের কাছে গিয়ে কান পেতে থাকত এবং যেই তারা কোনো খবর শুনতে পেত দ্রুত সেটা নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসে জ্যোতিষী বা গণকের কাছে বাড়িয়ে-কমিয়ে তা বলত। মানুষ যাতে না বুঝতে পারে, তাই জ্যোতিষীরা সেই খবর আরও কিছু কম-বেশি করে অন্যান্য মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিত।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত লাভের পর থেকে ইবলিস ও জিনজাতি পূর্বের মতো আসমানের খবর সংগ্রহ করতে গেলে সেখানে তারা কঠোর পাহারা এবং তাদের দিকে ধেয়ে আসা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড দেখতে পারে। তারা বলে, নিশ্চয় জমিনবাসীর ওপর বিশেষ কোনো অনুগ্রহ বা কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাই তাদেরকে আসমানের খবর থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য ইবলিস পৃথিবীর চতুর্দিকে জিনদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দেয়। আরব উপদ্বীপে জিনদের যেই দলটিকে পাঠানো হয়েছিল তারা খুঁজতে খুঁজতে একসময় নবিজির মুখে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। মনোযোগ সহকারে তারা শ্রবণ করে কুরআনের বাণী। তারা বলে, নিশ্চয় এ কারণেই তাদেরকে আসমানের খবর থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।[২]

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا
نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

আর আমরা (পৃথিবীর) আসমানের কাছে পৌঁছালাম, দেখলাম সেটা কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। অথচ পূর্বে সংবাদ শোনার জন্য আমরা এই সব স্থানেই অবস্থান করতাম; কিন্তু এখন কেউ সেই খবর শুনতে গেলে তার ওপর জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়।[৩]

---

[১] বিস্তারিত ঘটনা জানতে—সুরা সাবা এর ৩৮, ৩৯, ৪০ নং আয়াতসমূহের তাফসির দেখুন। *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৩; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৭৩; *সহিহ মুসলিম* : ৪৪৯

[৩] সুরা জিন, আয়াত : ৮-৯

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবলিস বা জিনদের কেউ দুনিয়ার আসমানের নিকটবর্তী হলে ফেরেশতারা আগুনের উল্কাপিণ্ড তাদের দিকে ছুড়ে মারে। আল্লাহর রাসুল নবুয়ত লাভের পূর্বে এ ধরনের উল্কা নিক্ষিপ্ত হত তবে নবুয়ত লাভের পর তার মাত্রা এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে ইবলিস ও জিনদের কেউ সেখানে ঘেঁষতেও পারে না।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুলের সাথে আমরা একদল সাহাবি বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি উল্কা নিক্ষিপ্ত হল। এতে চারপাশ আলোকিত হয়ে গেল। নবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের পূর্বে তোমরা এটাকে কী মনে করতে? সাহাবিরা উত্তর দিলেন, আমরা মনে করতাম কোনো মহৎ ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুতে আকাশে এমন উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহর রাসুল বলেন, কারও জন্ম-মৃত্যুতে এমন হয় না বরং আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। তারপর আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতারা তাসবিহ পাঠ করে। এভাবে আসতে আসতে দুনিয়ার আকাশের ফেরেশতারা পর্যন্ত তাসবিহ পাঠ করে। এরপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সপ্তম আসমানের ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, 'আল্লাহ কি আদেশ করেছেন?' তারা সপ্তম আসমানের ফেরেশতাদের জানিয়ে দেয় আল্লাহর বিধিনিষেধ। এভাবে প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতারা তাদের ওপরের ফেরেশতাদের আল্লাহর আদেশের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে দুনিয়ার আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত সেই খবর জানতে পারে। সেই সময় জিনেরা (দুনিয়ার আসমানের কাছে গিয়ে) কান পেতে শোনার চেষ্টা করে এবং পরে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। তবে তারা যেমন শুনেছে তেমনই যদি বলত তাহলে তো কোনো কথা ছিল না; কিন্তু তারা কথাগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে বলে।[১]

এখনো ইবলিস ও জিনেরা আসমানের খবর সংগ্রহ করতে যায়। সে কারণে আমরা আসমানে উল্কা নিক্ষিপ্ত হতে দেখি। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা দেয় ভিন্নভাবে। উল্কা নিক্ষেপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বীকার বা অস্বীকারের কিছুই নেই। তাদের ব্যাখ্যা ইসলামের ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো বস্তুকেন্দ্রিক আর ইসলামের ব্যাখ্যা সেই বস্তুর সৃষ্টিকর্তা-কেন্দ্রিক। ইবলিসের আদেশে আসমানের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ফেরেশতাদের ছোড়া উল্কার আঘাতে মারা যায় অনেক জিন। কখনো কখনো তারা কিছু সংবাদ (আল্লাহ যতটুকু চান) সংগ্রহ করতে সক্ষমও হয়। পরে ইবলিসের আদেশে সত্য-মিথ্যা মিশ্রণ করে গণক,

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৮২; *জামিউত তিরমিযি*, ৩২২৪; হাদিসের সনদ সহিহ।

জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এভাবেই জিন-শয়তানেরা ভবিষ্যতের খবর জানার চেষ্টা করে থাকে। এটা কখনোই গায়েব হতে পারে না। গায়েবের মৌলিক বিষয় পাঁচটি, যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ভবিষ্যতের যেসব সংবাদ গায়েবের খবর বলে দাবি করা হচ্ছে, তা গায়েবের ওই মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই নিজেদের চোখের সামনে থাকার পরও তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর খবর জানতে পারেনি যতক্ষণ না তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

আমি যখন সুলাইমানের প্রাণহরণ করি, তখন একটি ঘুণপোকা জিনদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেয়, যা কুরে কুরে তার লাঠি খাচ্ছিল। এরপর যখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন জিনেরা বুঝতে পারে, যদি তারা গায়েব জানত, তবে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকত না।[১]

তাই কোনো মুসলিম কখনো এটা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে। হোক সে শ্রেষ্ঠ রাসুল, ফেরেশতা বা জিনদের কেউ।

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৪

জিনদের বদনজর

বদনজর দুইভাবে হয়ে থাকে—এক. মানুষের থেকে। দুই. জিনের থেকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেন—

الْعَيْنُ حَقٌّ

বদনজরের বিষয়টি সত্য।[১]

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

বদনজরের ব্যাপারটি সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারত, তবে বদনজরই পারত।[২]

অনেকে অস্বীকার করলেও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের এমন স্পষ্ট বার্তা প্রত্যেক মুসলিম হৃদয় বিনাবাক্যে মেনে নেয়। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনীত সকল বিষয় কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়াই ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২১৮৭; *সহিহুল বুখারি* : ৫৭৪০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৮৭৯

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২১৮৮; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬১০৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৫৭৩

আর আল্লাহর রাসুল তোমাদের যা কিছু প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো এবং যেসকল বিষয় থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[১]

উরওয়া ইবনুয যুবাইরের সূত্রে বর্ণিত আছে, একদিন নবিজি উম্মু সালামার ঘরে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এমন একজন দাসীকে দেখত পান। তখন তিনি উম্মু সালামাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই দাসীকে রুকইয়া অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক করাও, তার বদনজর লেগেছে।[২]

হুসাইন ইবনু মাসউদ আল-ফাররা বলেন, আরবে কারও ওপর জিনের বদনজর লাগলে তাকে (سَفْعَةٌ) 'সাফআহ' বলা হতো। অধিকাংশের মতে সেটা ছিল জিনদের বদনজর। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন সেটা ছিল মানুষের বদনজর। ইবনু হাজার বলেন, বদনজর জিন ও মানুষ উভয়ের থেকেই লাগতে পারে।[৩]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি বলেছেন, 'বদনজর সত্য, যা শয়তান ও হিংসুক বনি আদমের কারণে হয়।'[৪]

বদনজরের উৎস হিংসা। চাই সেটা জিন কিংবা মানুষের দ্বারা হোক। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের হিংসুকের হিংসা থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসুকেরা ইবলিসের সৈন্য। কারণ হিংসুক ও ইবলিসের চাওয়া একই। তারা কারও ওপর আল্লাহর নিয়ামত সহ্য করতে পারে না। ইবলিস চায় বনি আদম ফিতনায় ডুবে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক তাদের থেকে আল্লাহর নিয়ামত।[৫]

---

[১] সুরা হাশর আয়াত : ৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৭৩৯; *সহিহ মুসলিম* : ২১৯৭; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৫৮১

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২০২; দারুল মারিফা, বৈরুত।

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৬৬৮; হাদিসের সনদ মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন), কারণ মাকহুল আবু হুরাইরা থেকে হাদিস শ্রবণ করেননি। অবশ্য হাদিসের প্রথমাংশ বিশুদ্ধ সনদে একাধিক ইমাম বর্ণনা করেছেন।

[৫] *বাদাইউল ফাওয়ায়িদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৪; দারুল কুতুবিল আরাবিইয়া, বৈরুত।

প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান থাকে?

যেমনিভাবে পশুপাখির জিন ও ফেরেশতা দেখার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তেমনই প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন করে জিনের সহচরের বিষয়টিও প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

তার সহচর (শয়তান) বলবে, 'হে আমার রব' আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করাইনি; বরং সে নিজেই নিমজ্জিত ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায়।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ এবং কাতাদা-সহ প্রায় সকল তাফসির বিশেষজ্ঞের মতে, 'قَرِيْن' বা 'করিন' বলে শয়তান এবং তার বংশধরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মূলত জিন।[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করে শয়তান (জিন) নিযুক্ত আছে। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সাথেও হে আল্লাহর রাসুল?' নবিজি বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও; তবে আল্লাহ

---

[১] সুরা কাফ, আয়াত : ২৭

[২] *তাফসিরু মুজাহিদ*, পৃষ্ঠা : ৬১৫; দারুল ফিকর; *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৪৪০; দারু ফিকর; *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, বৈরুত।

আমাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তাই সে মুসলিম হয়ে গিয়েছে। এজন্য সে আমাকে সর্বদা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।[১]

জিনের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা এখন প্রশ্ন করতে পারে, 'জিনেরা যদি আগুন থেকে তৈরি হয়ে থাকে এবং আমাদের সবার সাথেই সহচর জিন থেকে থাকে, তাহলে তো আমাদের দেহের তাপমাত্রা সারাক্ষণ ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকার কথা। এমনটা হয় না কেন?' এর উত্তর একদমই সোজা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন, 'তিনি মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।[২] কিন্তু এখন কি আপনি মাটি আছেন? মানুষের সৃষ্টির আরম্ভটা যেমন মাটি থেকে, জিন ও শয়তানদেরটা আগুন থেকে। তার মানে মানুষের শুরুটা মাটি থেকে হলেও পরে তা অব্যাহত থেকেছে প্রজননের মাধ্যমে। জিনদের সৃষ্টির সূচনা আগুন থেকে, কিন্তু এরপর তারা প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। এর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষকে কিছু জানানো হয়নি; আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৬৪৮

[২] সুরা সাজদা, আয়াত : ৭

রামাদানে জিন ও শয়তানদের বন্দিত্ব

রামাদানে দুষ্ট জিন ও শয়তানদের শিকলবন্দি করা হয়। গলায় বেড়ি পড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাদের অপতৎপরতা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

রামাদানের প্রথম রাতেই বেড়ি পড়ানো হয় শয়তান ও অবাধ্য জিনদের।[১]

হাদিস থেকে বোঝা যায়, রামাদান মাস শুরু হলে শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বন্দি করা হয়। যাতে তারা রোযাদারদের কষ্ট দিতে না পারে। নেক আমলের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বনি আদম যেন গুনাহ থেকে তাওবা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। বাস্তবেও রামাদানের চিত্র অনেকটা এমনই। এ সময় মুসলিম পরিবারগুলো মগ্ন হয় আল্লাহর ইবাদতে। মুমিন অন্তরগুলো আলোকিত হয় কুরআনের আলোয়। মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহর রহমত।

রামাদানে পুণ্য বৃদ্ধি এবং পাপ হ্রাস হলেও গুনাহ যে একদমই হয় না, তা কিন্তু নয়। শয়তান যদি বন্দিই থাকে, এই গুনাহগুলো তাহলে কীভাবে সংঘটিত হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বন্দি করার অর্থ হলো—হাত-পায়ে বেড়ি পড়ানো মানুষ যেমন কোনো কাজে তার পুরোশক্তি

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৬৮২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৪২, হাদিসটি সহিহ; *সহিহ মুসলিম* : ১০৭৯, কিছুটা ভিন্ন শব্দে।

প্রয়োগ করতে পারে না। শুধু বাকশক্তি আর চিন্তাশক্তিই তারা কাজে লাগাতে পারে। তেমনই রামাদানে দুষ্ট জিন ও শয়তানকে বেড়ি পড়ানোর দ্বারা তাদের কার্যক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। তাই তারা মুমিনদেরকে অধিক পরিমাণে গুনাহে লিপ্ত করতে পারে না। বিশেষ করে রোযাদারদেরকে নিজের বশে আনা শয়তানের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে এ সময় মুমিনের পুণ্যস্পৃহা বাড়তে থাকে, আর ভাটা পড়তে থাকে পাপের চাহিদায়।[১]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রামাদানে ইবলিস শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বেড়ি পড়ানোর অর্থ হলো—যারা যথাযথভাবে সিয়ামের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে সিয়াম রাখবে, তাদেরকে শয়তান গুনাহে লিপ্ত করতে পারবে না। যারা সিয়ামের প্রতি গুরুত্ব দেয় না অথবা বিনা কারণে সিয়াম রাখে না, তাদের জন্য এই হাদিস প্রযোজ্য নয়।[২]

তিনি আরও বলেন, রামাদানে শয়তানকে বেড়ি পড়ানোর দ্বারা রূপকার্থে 'সাওয়াব ও ভালো কাজের আধিক্য এবং গুনাহ ও পাপাচারের মাত্রা কমে যাওয়া বোঝানো হয়েছে।'

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, প্রকৃত অর্থেই রামাদানে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধিনিষেধ পালনে বান্দার যেন কোনো অজুহাত না থাকে।'[৩] কারণ হাশরের ময়দানে প্রত্যেক জাহান্নামি দুনিয়ায় তার সাথে থাকা জিন-শয়তানকে দোষারোপ করবে।

অধিকাংশ হাদিসবিশারদ এই হাদিসের বাহ্যিক ও স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করেছেন। তবে তারা মনে করেন, রামাদানে সকল খারাপ জিন ও শয়তানকে বেড়ি পড়ানো হয় না। হাদিসেও এমন দাবি করা হয়নি। বরং এ বিষয়ের হাদিসগুলোর দিকে একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, এমন সব জিন-শয়তানের কথা বলা হয়েছে, যারা মানুষের ক্ষতিসাধনে চরম বেপরোয়া।

[১] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজর, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৪-১১৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

সব তাড়াহুড়াই কি ইবলিসের কাজ?

সাহল ইবনু সাদ আস-সায়িদি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধীরস্থিরতা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।[১]

ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদিসের সনদ গরিব। কারণ এই হাদিসের সনদের একজন বর্ণনাকারী আব্দুল মুহাইমিন। মেধাশক্তি দুর্বলতার কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে জইফ বলেছেন। হাদিসের এই সনদটি জইফ হলেও এর সমর্থনে রয়েছে ইমাম বাইহাকির বর্ণিত সনদ, যা তিনি সাদ ইবনু সিনানের সূত্রে আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এই হাদিসের মর্ম সমর্থনে নবিজি থেকে বিশুদ্ধ সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাই ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ সার্বিক বিবেচনায় হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।[২]

হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাই হোক, লোকমুখে প্রচলনের কারণে বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যেন তাড়াহুড়া মানেই শয়তানের কাজ, আর ধীরস্থিরতাই শুধু নববি পন্থা। অথচ শরিয়তের অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো দ্রুত সম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলো কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের গুণাগুণ উল্লেখ করে বলেন—

...وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২০১২; হাদিসের সনদ জইফ।

[২] *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*, ইমাম সাখাবি, পৃষ্ঠা : ২৪৭-২৪৮; দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।

আর তারা (মুমিনেরা) কল্যাণের কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। আর এরাই হলো সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

মুসা আলাইহিস সালাম বিশেষ মর্যাদাবান (উলুল আযম) পাঁচজন রাসুলের মধ্যে একজন। তাকে যখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, মুসা তুমি কেন তোমার গোত্রের লোকদের রেখে আগেভাগেই চলে এলে?

মুসা আলাইহিস সালাম বলেন—

...عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

আমার রব, আমি একটু দ্রুতই চলে এসেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

তাড়াহুড়ো করা সব দৃষ্টিকোণ থেকেই খারাপ হলে মুসা আলাইহিস সালাম কখনোই তার কাজে তাড়াহুড়ো করতেন না। এ জন্য আল্লাহ তাআলাও তাকে কোনোরকম তিরস্কার করেননি। তা যদি দোষেরই হতো, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর রাসুলকে সংশোধন করতেন; সাবধান করতেন ভবিষ্যতের জন্য।

ফজরের সালাত আদায় করে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে মাত্রই নবিজি মদিনায় পৌঁছালেন। যুহরের সালাতের ওয়াক্ত তখন ছুঁইছুঁই, এমন সময় জিবরিল আমিন এসে বলেন—আল্লাহ 'বনু কুরাইজা অবরোধ করতে' নির্দেশ দিয়েছেন। যুহরের সালাতের পর নবিজি ঘোষণা করলেন, শোনো মুজাহিদগণ, তোমরা বনু কুরইজার উদ্দেশে বের হও। সেখানে পৌঁছে তবেই আসরের সালাত আদায় করবে।[২] সাহাবিগণ জানতেন নবিজির এই আদেশ দ্রুতগতিতে বনু কুরাইজায় পৌঁছানোর জন্য। খন্দক থেকে ফেরা আহত ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবিদেরকে এতো অল্প সময়ে আবার নতুন অভিযানে রওয়ানা করা কি তাড়াহুড়ো নয়?

নবি-জীবনে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যেগুলো আল্লাহর রাসুল সম্পাদন করেছেন দ্রুততার সাথে। এবং সেগুলো ছিল আল্লাহর নির্দেশ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, 'তাড়াহুড়া

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৮৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪১১৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭০

শয়তানের পক্ষ থেকে আসে' কথাটির মানে কী? উত্তর জানার আগে চলুন দেখা যাক ইসলাম ধীরস্থিরতা সম্পর্কে কী বলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... ﴿٦﴾

হে ঈমানরগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই করো।[১]

ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতে 'যাচাই করো' এর দ্বারা কোনো কাজে তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরতা ও দৃঢ়তা অবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

তাড়াতাড়ি কুরআন মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না।[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মুনজির আশাজ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ আছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন। এক. সহনশীলতা, দুই. ধীরস্থিরতা।[৪]

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর একটু সূক্ষ্ম হলেও চিন্তাশীলদের জন্য তা অনুধাবন করা সহজ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন—

---

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৬

[২] *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*, ইমাম সাখাবি, পৃষ্ঠা : ২৪৭-২৪৮; দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।

[৩] সুরা কিয়ামা, আয়াত : ১৬

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ১৭; *জামিউত তিরমিযি* : ২০১১

التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ

আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে।[১]

التُّؤَدَةُ বলা দৃঢ়পদে হাঁটা অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাজে ও সিদ্ধান্তগ্রহণে স্থিরতা অবলম্বন করা। আখিরাতের কাজে গড়িমসি না করা।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

আল্লাহর মাগফিরাত ও আসমান-জমিনের মতো প্রশস্ত জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। তৈরি করা হয়েছে যা আল্লাহভীরুদের জন্য।[২]

আমাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই নবিজির বক্তব্য 'তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে' দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়াবি কাজে তাড়াহুড়া। যে কাজের সম্পৃক্ততা কেবল আখিরাত বা দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের সাথে, সেসব কাজ দ্রুত করাই উত্তম। আল্লাহর রাসুল আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'আলি শোন, তিনটি বিষয়ে কখনো দেরি করো না, ওয়াক্ত হলে সালাত আদায়ে, মৃতের কাফন-দাফনে এবং উপযুক্ত পাত্র পেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে।'[৩]

যুদ্ধের ময়দান বা বড় কোনো একসিডেন্ট যা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নিয়ে দাঁড় করায়, এমন বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া দুনিয়াবি যেকোনো কাজে স্থিরতা ও ধৈর্য সফলতা বয়ে আনে।

ইমাম গাজালি বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি কাজ ছাড়া বাকি সকল বিষয়ে তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। আর এই পাঁচটি কাজ দ্রুত সম্পাদন করা নবিজির সুন্নাহ—

১. খাবার খাওয়ানো অর্থাৎ কোনো ক্ষুধার্ত যদি খাবার চায় এবং তাকে দেওয়ার মতো কিছু থাকে, সেক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা সুন্নাহ পরিপন্থি।

২. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও জানাযার সালাত দ্রুত সম্পাদন করা।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮১০; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২৩১; হাদিসের সনদ সহিহ।

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৩৩

[৩] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২৬৮৬; ইমাম হাকিম ও যাহাবি উভয়েই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

৩. কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার পরও মেয়েদের বিয়েতে দেরি করা সুন্নাহ পরিপন্থি।

৪. ঋণ পরিশোধ করতে।

৫. গুনাহ থেকে তাওবা করতে। [১]

---

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ইমাম গাজালি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬; দারুল মারিফা, বৈরুত; *শারহু সুনানি আবি দাউদ*, ইবনু রাসলান, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ৪৮৭; দারুল ফালাহ, মিশর।

ইবলিস কি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে?

ইবলিস কি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে? এই প্রশ্নটি এসেছে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

ভালো স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর শয়তানের পক্ষ থেকে আসে খারাপ স্বপ্ন।[১]

হাদিসের সরল অনুবাদ থেকে বোঝা যায়, ইবলিস বনি আদমকে স্বপ্ন দেখাতে পারে।

নবিজি বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার—

» আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য স্বপ্ন। যা মুমিনের জন্য সুসংবাদ।

» শয়তানের পক্ষ থেকে আসা স্বপ্ন, যা ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে।

» মানুষের নিজের অবচেতন মনের পক্ষ থেকে আসা স্বপ্ন।[২]

এ বিষয়ের গবেষণা করে হাদিস বিশারদগণ স্বপ্নের আরও কিছু প্রকার বা উৎস বের করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (স্বপ্নের আরেকটি প্রকার হলো) 'ইবলিস শয়তানের খেল-তামাশা' অর্থাৎ মানুষের স্বপ্নে এসে অনর্থক বিষয়

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭০০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২২৬১

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২২৬৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৭৫২

দেখানো।[১] আরেকটি হলো, মানুষের অভ্যাস বা দৈনন্দিন কাজ রাতে স্বপ্ন আকারে দেখা।[২]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ যে দুটি প্রকারের কথা বলেছেন, তা মূলত উল্লিখিত হাদিসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ভয় দেখানো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা বা খেল-তামাশা সবকিছু তো শয়তানের পক্ষ থেকেই। আর মানুষের নিজের পক্ষ থেকে আসা স্বপ্ন তার কর্মব্যস্ততা, কল্পনা বা চিন্তাভাবনা যেখান থেকেই আসুক না কেন তা তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

ইসলামে স্বপ্নের মৌলিক উৎস ৩টি

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে

আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বপ্ন দেখান। তাঁর পক্ষ থেকে আসা সত্য স্বপ্ন সুসংবাদ স্বরূপ। কিন্তু সত্য ও ভালো স্বপ্নের নিদর্শন কী? আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা স্বপ্ন কীভাবে নির্ণয় করব আমরা? এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে যেসব আলামত এসেছে। তা হলো—

» একই স্বপ্ন বারবার দেখা, যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সন্তানকে কুরবানি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন লাগাতার তিন দিন।[৪]

» একই স্বপ্ন কয়েকজন দেখা, যেমন আজান প্রবর্তনের স্বপ্ন, আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ও উমার ইবনুল খাত্তাব উভয়েই দেখেছিলেন।[৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, স্বপ্ন দেখার পর তোমাদের কাছে যদি সেই স্বপ্ন ভালো লাগে তাহলে (বুঝে নেবে) সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৬]

যে ব্যক্তি যত বেশি সত্যবাদী তার স্বপ্ন ততবেশি সত্য। নবি-রাসুলগণ সবচেয়ে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২২৬৮

[২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪০৭-৪০৮, দারুল মারিফা, বৈরুত।

[৩] ইবনু হাজারের বক্তব্য যেহেতু দ্বিতীয় প্রকারে চলে এসেছে, তাই আলাদা ব্যক্ত না করাই ভালো।

[৪] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১০১, দারুল কুতুবিল মিসরিইয়া, কায়রো।

[৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৯, হাদিসটি সহিহ।

[৬] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯৮৫

সত্যবাদী, তাই তাদের সকল স্বপ্ন সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি।[১] অন্যদের স্বপ্ন সত্যবাদিতা ও সৎকর্মশীলতার স্তর অনুযায়ী সত্য হয়ে থাকে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্নে সাধারণত উল্লিখিত নিদর্শনগুলো পাওয়া যায়। তবে এগুলো ছাড়াও সত্য স্বপ্ন হতে পারে।

৩. মানুষের নিজের পক্ষ থেকে

যে কাজগুলো আমরা নিয়মিত করে থাকি। কোনোদিন তা না করা হলে স্বপ্নে আমরা সেগুলো প্রায়শ দেখে থাকি। হাদিসের ভাষ্যমতে মানুষ নিজেই তার স্বপ্নের একটি উৎস। মানুষ যে কাজে অভ্যস্ত, যে বিষয়ে বেশি বেশি চিন্তাভাবনা করে, যে কাজ করার পরিকল্পনা করে, রাতে সে বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নয়। কারণ কোনো কাজ বারবার করা বা বলা অথবা কোনো বিষয়ে গভীর কল্পনা ও চিন্তাভাবনা করার দ্বারা তা মানুষের Subconscious Mind বা অবচেতন মনে গেঁথে যায়। ঘুম মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় করে দিলেও অবচেতন মন থাকে সজাগ। সেখান থেকেই অনেক সময় মানুষ তার কাজ বা চিন্তাভাবনা স্বপ্ন হিসেবে দেখতে পায়। 'মানুষ তার নিজের পক্ষ থেকে সেই স্বপ্ন দেখে যা সে মনে মনে বলে' একথা বলে নবিজি সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[২]

৩. শয়তানের পক্ষ থেকে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا

নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্তধারায় চলাচল করে। নিশ্চয় আমার ভয় হচ্ছে, সে তোমাদের অন্তরে কোনো কিছু (কুমন্ত্রণা) ঢেলে দেবে।[৩]

ইমাম নববি বলেন, 'কাজি ইয়াজ ও অন্যান্যদের মতে, শয়তান প্রকৃত অর্থেই রক্ত সঞ্চালনের স্থানে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাকে এই শক্তি-সামর্থ্য

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২২৭০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০১৯, হাদিসের সনদ সহিহ; *সহিহুল বুখারি* : ১৩৮

[২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪০৭-৪০৮, দারুল মারিফা, বৈরুত।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২০৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ২১৭৫

দিয়েছেন।'[১] চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে, মানবদেহের যে অঙ্গাগুলোতে সবচাইতে বেশি রক্ত চলাচল করে মস্তিষ্ক তার মধ্যে অন্যতম। রক্ত চলাচলের স্থানে প্রবেশ করতে পারা এবং মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিতে পারা প্রমাণ করে, ইবলিস মানুষের Subconscious Mind বা অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। আর অবচেতন মনের মাধ্যমেই শয়তান মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। বীভৎস ও জঘন্য সব স্বপ্ন মানুষের অবচেতন মন অস্থির করতে পারলেও চেতন মন (Conscious Mind) বা জাগ্রত অবস্থায় তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এজন্যই এমন স্বপ্ন দেখলে নবিজি তা কারও কাছে বলতে নিষেধ করেছেন। শয়তান মিথ্যা স্বপ্নের মাধ্যমে কোনো ক্ষতি করতে না পারলেও কেউ যদি স্বপ্নে দেখা খারাপ বিষয়গুলো জাগ্রত অবস্থায় বারবার আলোচনা বা চিন্তাভাবনা করতে থাকে, তখন সেটা স্বাভাবিক জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কারও কারও ওপর সেই প্রভাব এমনভাবে জেঁকে বসে যে, স্বাভাবিক জীবনে সে আর ফিরতেই পারে না।

একবার এক গ্রাম্যলোক এসে নবিজিকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল; 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং আমি সেই কাটা মাথার পিছু পিছু দৌঁড়াচ্ছি।' নবিজি তাকে সাবধান করে বললেন, শয়তান স্বপ্নে তোমাদের সাথে যে খেল-তামাশা করে, তা কাউকে বলবে না।'[২]

নবিজি আরও বলেন, স্বপ্নে যদি খারাপ কিছু দেখ, যা তোমরা অপছন্দ করো, জেনে রাখো তা শয়তানের পক্ষ থেকে। সে অবস্থায় তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং কারও কাছে স্বপ্নের কথা বলবে না। কারণ তা কোনো ক্ষতি করতে পারে না।[৩]

একটি সম্পূরক কথা

Sigmund Freud বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। যেসব তত্ত্ব প্রদানের কারণে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, তার মধ্যে Theory of Dreams বা স্বপ্নতত্ত্ব অন্যতম। তার রচিত The Interpretation of Dreams এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই তত্ত্বের কারণে তাকে সাইকো-অ্যানালাইসিস বা মনোসমীক্ষণের জনক বলা হয়। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে মানুষের সকল স্বপ্নের উৎস তার Unconscious

---

[১] আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম, ইমাম নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৭, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২২৬৮

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯৮৫

Mind বা অবচেতন মন। The dreams represent unconscious desires, thoughts, wish fulfillment, and motivations অর্থাৎ স্বপ্ন হলো অবচেতন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও অনুপ্রেরণার উপস্থাপক।[১] অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার সমস্ত স্বপ্নের একমাত্র উৎস।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামি শরিয়া মতে মানুষ নিজেই তার স্বপ্নের একমাত্র উৎস নয়। বরং আল্লাহ এবং শয়তানের পক্ষ থেকেও স্বপ্ন আসে।

স্বপ্ন দেখার পর

স্বপ্ন ভালো হোক বা খারাপ হোক উভয় অবস্থাতেই নবিজি কিছু কাজ করতে বলেছেন।

১. ভালো স্বপ্ন দেখলে, আল্লাহর প্রশংসা ও শুকর আদায় করবে। যাকে ভালোবাসো, শুধু তাকেই স্বপ্নের কথা বলবে।[২]

২. খারাপ স্বপ্ন দেখলে, যখন জাগ্রত হবে, বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইবে অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়বে।

৩. ঘুম ভেঙ্গো গেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেবে অর্থাৎ বাম কাত শুয়ে থাকলে ডান কাত আর ডান কাতে শুয়ে থাকলে বাম কাত হয়ে ঘুমাবে। সম্ভব হলে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করবে। স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।[৩]

বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিস বলেছিল, 'যাদের জন্য আমি বিতাড়িত হয়েছি, আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব।'[৪] আমি তাদের সামনে-পেছনে, ডানে বামে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করব।[৫] এতকিছুর পরও ইবলিস কেবল মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। যার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং প্রয়োজন অনুপাতে দৈহিক শক্তি। মানুষ ইচ্ছা করলে নিমিষেই

---

[১] Freud, S. (1900). "The interpretation of dreams," in The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, Vol. 4, 5, p. 134. ed J. Strachey (London: Hogarth Press).

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২২৬১

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] সুরা হিজর, আয়াত : ৩৯

[৫] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭

নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে ইবলিস-শয়তানের দীর্ঘ সময়ে গোটানো যাবতীয় কূটচাল। আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখতে ইবলিস বনি আদমের ওপর কিঞ্চিৎ পরিমাণও দৈহিক বল প্রয়োগ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বলেন, পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোর অনুগত, তারা ছাড়া আমার কোনো বান্দার ওপর তুই কোনোরকম বল প্রয়োগ করতে পারবি না। এ কারণেই শয়তানের পক্ষ থেকে মিথ্যা ও খারাপ স্বপ্ন দেখার পর স্বপ্নের বিষয় আলাপ আলোচনা করতে নবিজি নিষেধ করেছেন।

ইবলিস নবিজির আকৃতি ধারণ করতে পারে না

ইবলিস মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে। বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করে সে যেমন জাগ্রত অবস্থায় মানুষের কাছে আসতে পারে। স্বপ্নেও তেমনই আসতে পারে বিভিন্ন আকৃতিতে। এমন অবস্থা তৈরি করতে পারে, যার প্রভাব অনেক সময় জাগ্রত হওয়ার পরও দেখা যায়। হার্টবিট বেড়ে যায়, শরীর ঘেমে যায়। অনুভূত হয় স্বপ্নে দেখা দুঃস্বপ্নের ভয়।

শয়তান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবিরও আকৃতি ধারণ করেছে। একবার সাখর নামের এক শয়তান সুলাইমান আলাইহিস সালামের আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে গোসলের পূর্বে রেখে যাওয়া আংটি ফেরত চায়। নবিপত্নি শয়তানকে সুলাইমান ভেবে আংটিটি দিয়ে দিলে সে তা আঙ্গুলে পরে সরাসরি সুলাইমান আলাইহিস সালামের সিংহাসনে গিয়ে বসে। কিছুক্ষণ পর সুলাইমান এসে আংটি চাইলে তার স্ত্রী বলেন, একটু আগেই তো আপনাকে আংটি দিলাম। ততক্ষণে শয়তান অনেক কিছু করে ফেলেছে। এ ঘটনায় সুলাইমান আলাইহিস সালাম ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সেই শয়তান ৪০ দিন রাজত্ব করার পর আংটিসহ তিনি রাজত্ব ফিরে পান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

আর আমি সুলাইমানকে করলাম পরীক্ষার সম্মুখীন এবং তার সিংহাসনে আরোহণ করালাম একটি শরীর। অতঃপর সুলাইমান প্রত্যাবর্তন করল আল্লাহর দিকে। [সুরা সাদ, আয়াত : ৩৪]

ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু জুবাইর ও কাতাদা প্রমুখের মতে, এই আয়াতে 'শরীর' দ্বারা উদ্দেশ্য—'শয়তান'।[১] শয়তান যেহেতু সুলাইমানের মতো মানুষের রূপ ধরে এসেছিল, তাই উল্লিখিত আয়াতে শয়তানকে جَسَدًا বা শরীর বলা হয়েছে।

ইবলিস অন্যান্য নবির আকৃতি ধারণ করতে পারলেও জাগ্রত বা স্বপ্নে কোনো অবস্থাতেই সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এটা শেষ নবির বিশেষ মর্যাদা। নবিজি বলেন—

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

যে স্বপ্নে আমাকে দেখল, শীঘ্রই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[২]

একটা বিষয় লক্ষণীয়, নবিজিকে যারা সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন অর্থাৎ সাহাবি ও সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, তাদের জন্য নবিজিকে স্বপ্নে দেখে চেনা যতটা সহজ। তার ইন্তিকালের পর স্বপ্নে নবিজিকে চেনা ততটাই কঠিন। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে শয়তান আল্লাহর রাসুলের আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে এটা বলা হয়নি যে, শয়তান নবিজি ছাড়া অন্য কারও বেশ ধরে নিজেকে মুহাম্মাদ দাবি করতে পারবে না।

ইমাম ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহকে কেউ যদি বলত, যে আল্লাহর রাসুলকে সে স্বপ্নে দেখেছে। ইবনু সিরিন বলতেন, তুমি কি দেখেছ তার বর্ণনা দাও। তার বর্ণনা নবিজির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে না মিললে তিনি বলতেন, 'তুমি আল্লাহর রাসুলকে দেখনি।'[৩]

বোঝা গেল নবিজির ইন্তিকালের পর কেউ যদি তাকে স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবি করে। তাহলে সিরাত বা হাদিসের বর্ণনায় নবিজির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে স্বপ্নে দেখা

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫৭, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত। বিস্তারিত জানতে তাফসির গ্রন্থসমূহ থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯৯৩; *সহিহ মুসলিম* : ২২৬৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭১৬৮

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৮৪-৩৮৬, দারুল মারিফা, বৈরুত।

ব্যক্তির মিল থাকতে হবে। কেউ যদি কোনো যুবককে দেখে তাহলে নবিজির যৌবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে, প্রৌঢ় কাউকে দেখলে নবিজির প্রৌঢ়কালের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকতে হবে। নবিজির বয়স ৬০ পেরুলেও তিনি সেই অর্থে বৃদ্ধ হননি। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সুঠাম দেহ ও ঋদ্ধ অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী। ইন্তিকালের সময় তার ২০টি চুলও পাকেনি।[১] স্বপ্নে আপনি কাকে দেখেছেন, তা যাচাই না করে, আল্লাহর রাসুলকে দেখার দাবি করা উচিত নয়। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কেউ নবিজিকে স্বপ্নে দেখে থাকলেও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারা তা বলে বেড়ায় না। কারণ শারয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়াতে এতে বিশেষ উপকার নেই।

সুলাইমানের প্রতি জিনদের আনুগত্য এবং ইহুদিদের মিথ্যাচার

অধিকাংশ বনি ইসরাইল শুরু থেকেই আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানের দাসত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দেওয়া বিশেষ সেই ক্ষমতাগুলোকে তারা অস্বীকার করে। কুফুরির মতো মিথ্যা অপবাদ দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করেন—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي... ﴿٣٥﴾

হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন রাজত্ব দিন, যা আমার পরে আর কেউ পাবে না।[১]

আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন। মানুষে তো বটেই গর্তের পিপীলিকা থেকে শুরু করে সমগ্র জিনজাতি, পশুপাখি, বাতাস সবকিছু আল্লাহ তাআলা তার অনুগত করে দেন। সবাই তার আদেশ মানতে বাধ্য ছিল।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার রাজত্ব হারানোর পর মানুষ ও জিনদের বড় একটি দল মুরতাদ হয়ে যায় এবং নিজেদের ইচ্ছামতো জাদুবিদ্যার একটি কিতাব লেখে। সুলাইমান পুনরায় রাজত্ব ফিরে পাওয়ার

[১] সূরা সাদ, আয়াত : ৩৫

পর সেই কিতাব নিয়ে নিজের সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন। তার ইন্তিকালের পর কিতাবটি উদ্ধার করা হয়। যারা কিতাবটি লিখেছিল তারা বলে, 'এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে সুলাইমানের ওপর নাযিল হয়েছে, যা সে গোপন করেছে।'[১]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, সুলাইমানের সিংহাসন দখল করার পর শয়তান জাদু ও কুফুরির একটি কিতাব লিখে সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখে। সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পর ইবলিস সেই কিতাব বের করে বনি ইসরালের লোকদের বলে, এটাই সেই কিতাব যার সাহায্যে সুলাইমান সমগ্র মানব-দানবের ওপর রাজত্ব করেছে। তখন মূর্খ ইহুদিরা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে কাফির ফতোয়া দেয় এবং গালিগালাজ করে। ইহুদি পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে নীরব থাকলেও তাদের সাধারণ লোকেরা সুলাইমানকে গালি দিতে থাকে। এভাবে চলতে থাকে সময়ের চাকা। কেটে যায় যুগের পর যুগ। অবশেষে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআনে এই আয়াত নাযিল করে তাদের মিথ্যাচারের জবাব দেন।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿١٠٢﴾

আর ইহুদিরা সেটাই অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে পাঠ করত। অথচ সুলাইমান কুফুরি করেনি বরং কুফুরি করেছে শয়তানরা, তারা মানুষদের জাদু শেখাত।[২]

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত।

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২

জিনেরা কি মানুষের অনুগত হয়?

কিছু মানুষ দাবি করে, জিনেরা তাদের অনুগত। তারা তাদের হুকুম মানে। অনুগত জিন দিয়ে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা করানোর দাবিও তারা করে থাকে। আধ্যাত্মিক চিকিৎসক, কবিরাজ, জিনের বাদশা ইত্যাদি নামে তাদের ডাকা হয়। অনেকে আবার এই জন্য নিজেদের রীতিমতো পির, আল্লাহর ওলি বলে ঘোষণা করে থাকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—এই সকল কাজের জন্য তারা যে জিনদের ব্যবহার করে, তারা দাবি করে সেই জিনগুলো নাকি তাদের আদেশ মানতে বাধ্য! যেই মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে, সেই মানুষ কীভাবে কাজ করতে বাধ্য করে তাদের থেকে হাজারগুণ শক্তিশালী জিনদেরকে। কেউ আবার বলতে পারে, 'দৈহিকভাবে শক্তিশালী হলেও ওদের বুদ্ধির জোর নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষই সেরা।' এমন দাবিরও কোনো যৌক্তিকতা নেই। কুরআন-হাদিস, সৃষ্টির রহস্য, অতিপ্রাকৃত ও এনার্জির উৎস সম্পর্কে অজ্ঞরাই কেবল এমন ধারণা করে। কুরআন বলছে, 'ইবলিস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত'[১] যে ইবলিস ঘোষণা করে, সকল বনি আদমকে সে একাই জাহান্নামের দিকে চালিত করবে। তা-ও আবার গায়ের জোরে নয়; বরং বুদ্ধি খাটিয়ে ধোঁকা দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করে। সেই ইবলিস ও তার জাতি জিনদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি নেই।

তাহলে কবিরাজরা কীভাবে তাদের দিয়ে কাজ করায়? কীভাবে এই তথাকথিত আধ্যাত্মিক চিকিৎসকেরা জিনের আছর করা মানুষের চিকিৎসা করে?

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৫০

আল্লাহ তাআলা জিন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন সুরা জিনে। এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে এই সুরায়, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦

আর নিশ্চয় কতক মানুষ আছে, যারা জিনদের কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করে। মানুষের এমন কাজে জিনদের কেবল অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

জাহিলিযুগে আরবের লোকেরা সফর বা পশু চরানোর সময় কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় গেলে জিনদের কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করত। যাতে জিনদের দ্বারা তারা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। বর্তমানেও এই সব মুখোশধারী আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ও ভণ্ড কবিরাজ জিনদের পূজা করে, আশ্রয়-প্রার্থনা করে, তাদের জন্য উৎসর্গ করে পশুপাখি, ফলফলাদি ইত্যাদি। কোনো কোনো সময় জিন-শয়তানেরা নরবলি দিতে বলে। আধুনিক বিশ্বে এর প্রচলন হাতে গোনা হলেও নিকট অতীতে এটা ছিল দুষ্ট জিন-শয়তান থেকে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম। এতে জিন ও মানুষ উভয়পক্ষ কুফুর-শিরক ও অন্যান্য মারাত্মক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। 'জিন-শয়তানের নামে উৎসর্গিত প্রাণী' শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

কবিরাজরা সাধারণত রোগী থেকে যে ফলমূল বা পশুপাখি নেয়। সেগুলো তারা জিনদের জন্য উৎসর্গ করে। যা সম্পূর্ণ হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়াসম্মত রুকইয়া করতে কখনোই কোনো পশুপাখির রক্তের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের ভণ্ড কবিরাজ বা রাকি থেকে সাবধান হওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি।

তবে মুসলিম জিনেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে কখনো কখনো মানুষের কাজ করে দিয়েছে বলে ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানেও কিছু কিছু ঘটনা তেমন শোনা যায়। কারণ মানুষের মতো জিনদের মাঝেও রয়েছে ধর্ম বিভাজন। তবে এটা তারা করে সাধারণত এমন মানুষ জন্য, যাদের থেকে তারা কুরআন বা হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে, মুজাহিদদের জন্য যারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে। তাই জিন মুসলিম হোক বা কাফির তারা কখনো মানুষের অনুগত হয় না। বরং দুষ্ট জিনদের দিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করাতে এবং তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে কিছু মানুষ জিন-শয়তানের পূজা করে।

একজন মুসলিম কেবল আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাইতে পারে। তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা।

---

[১] সুরা জিন, আয়াত : ৬

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

আল্লাহ একমাত্র উত্তম হিফাজতকারী এবং তিনিই পরম দয়ালু।[১]

শরিয়াসম্মত রুকইয়া, রাকির বৈশিষ্ট্য ও রুকইয়ার সঠিক পদ্ধতি জানতে ‘জিন, জাদু ও বদনজরের চিকিৎসা’ বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

শয়তান যাদের ভয় পায়

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

উমার, শয়তান তোমাকে দেখে ভয় পায়।[১]

মুসনাদু আহমাদের আরেক বর্ণনায় নবিজি বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

শয়তান তোমার থেকে দূরে থাকে, হে উমার![২]

শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নয়; ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা যার আছে, যে তার রিপু দমন করে মজবুত হাতে, তাকেও শয়তান ভয় পায়, সে শয়তানকে দুর্বল করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ.

নিশ্চয় মুমিন তার সাথে থাকা শয়তানদের দুর্বল করতে পারে, যেমন তোমরা

---

[১] *জামিউত তিরমিযি*, ৩৬৯০; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি, ২০১২৬; হাদিসের সনদ সহিহ।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৪৫৫, হাদিসটি সহিহ।

সফরে উটকে দুর্বল করো।[১]

দীর্ঘ সফরের কারণে উট যেমন হাঁপিয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনই একজন মুমিন বান্দা যখন আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করে, নিজের প্রবৃত্তি দমিয়ে রাখে, আল্লাহর অবাধ্য না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে, তখন শয়তান পরাজিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একরাতে আমি সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ একটা জিন-শয়তান আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি শয়তানটাকে ধরতে গেলে, সে একলাফে দেয়ালের পেছনে চলে যায়। তার যাওয়ার শব্দও আমি শুনেছি।[২]

তিনি আরও বলেন, তোমরা যেমন জিন-শয়তানকে ভয় পাও, তারাও তেমন তোমাদের ভয় পায়। তাই যদি কখনো তারা সামনে আসে, তাহলে তোমরা তাদের ভয়ে পালাবে না। অন্যথায় ওরা তোমার ঘাড়ে চেপে বসবে। কিন্তু তোমরা যদি সাহসের সাথে তাদের মোকাবেলা করো, তাহলে ওরা ভয়ে পালাবে।[৩]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৯৪০; *ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ*, আল-বুসিরি : ২০০০৩; শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটির সনদ হাসান।

[২] *লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৩২, মাকতাবাতুল কুরআন, কায়রো।

[৩] প্রাগুক্ত।

জিনদের অনিষ্ট থেকে বাচার উপায়

দশটি বিষয় এমন আছে যেগুলো অবলম্বন করলে একজন মুমিন দুষ্ট জিনদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

১. জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি আশ্রয়-পার্থনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

আর যখনই শয়তান তোমাদের কোনো প্ররোচনা দেয় সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আশ্রয়-পার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি (আশ্রয়-প্রার্থনা) শ্রবণকারী এবং সম্যকজ্ঞাত।[১]

নবিজি বলেন, কোথাও যাওয়ার পর যদি কেউ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ এই দুআ পড়ে, যেখানে থেকে প্রস্থান করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[২]

২. সকাল-সন্ধ্যা সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করা।[৩]

---

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৬

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৭০৮

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭২৯৬; হাদিসটি সহিহ।

৩. রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা। যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে সাড়া রাত শয়তান তার কিছুই করতে পারবে না।[১]

৪. সুরা বাকারা পাঠ করা। নবিজি বলেন, তোমাদের ঘরগুলোকে বিরান কবরস্থান বানিয়ো না। যেই ঘরে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সেই ঘরের নিকটে যেতে পারে না।[২]

৫. সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত পাঠ করা। নবিজি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে (ঘুমানোর পূর্বে) সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে।[৩] আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি বলেন, ' তার জন্য এটাই যথেষ্ট অর্থাৎ এই দুই আয়াতের পাঠকারী সারা রাত মানুষ ও জিনের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাবে।'[৪]

৬. সুরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত অর্থাৎ حم থেকে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসি সকাল বেলা পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যাবে।[৫]

৭. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، পড়বে, সে ১০ জন গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে। তার জন্য ১০০ নেকি লেখা হবে এবং ১০০ গুনাহ মুছে দেওয়া হবে। আর সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।[৬]

৮. হাদিসে বর্ণিত শব্দে ও পদ্ধতিতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা। যেমন, সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আক্‌বার বা সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহি সুবাহানাল্লাহিল্‌ আজিম ইত্যাদি। কারণ যে অন্তর আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে, সেই অন্তরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৯. সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকা এবং যথা সময়ে সালাত আদায় করা। এমন ব্যক্তির

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৩১১

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৭৮০

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৫০০৯

[৪] *উমদাতুল কারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৩০; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৫] *জামিউত তিরমিযি* : ২৮৭৯; হাদিসটির সনদ জইফ।

[৬] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৯৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৯১

অন্তর সর্বদা পাক পবিত্র ও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে।

১০. বেশি কথা বলা, বেশি খাওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কিছু বারবার দেখা এবং সব ধরনের মানুষের সঙ্গ দেওয়া। এই চারটি কাজের মাধ্যমে শয়তান সাধারণত মানুষকে ধোঁকায় ফেলে। নবিজি বলেন, কুদৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তির (যা দিয়ে সে মুমিনের অন্তর ঘায়েল করে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুদৃষ্টি পরিহার করবে, সে তার হৃদয়ে ঈমানের স্বাদে অনুভব করবে।[১]

---

[১] *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আশ-শিবলি : ৯৪-৯৫; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত। আল-মুজামুল কাবির : ১০৩৬২; *মুসনাদুশ শিহাব* : ২৯৩; এই হাদিসের সনদে আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি জইফ।

জিনের আছর ও তার বাস্তবতা

জিনের আছর কী?

এর সংজ্ঞায় ইমাম ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আছর এমন ক্রিয়া, যার প্রভাবে মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন শাখা পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে না। ভারী বাতাস বা দুর্গন্ধযুক্ত খারাপ ধোঁয়া মস্তিষ্কে কার্যক্ষমতা বিঘ্ন করে। অনেক সময় এর প্রভাবে খিচুনি শুরু হয়। ঐ ব্যক্তি স্থির থাকতে পারে না, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়। মুখ দিয়ে গাঢ় ফেনা বের হয়। আর এই আছর কখনো জিনের দ্বারাও হয়। এই কাজ সাধারণত করে খারাপ ও দুষ্ট প্রকৃতির জিনগুলো। কোনো মানুষকে তাদের পছন্দ হলে বা কাউকে কষ্ট দিতে চাইলে তারা তার ওপর আক্রমণ করে।

জিনের আছর ছাড়াও খিচুনি হয়, যাকে আমরা মৃগীরোগ বলি। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত এবং এর চিকিৎসাও বের হয়েছে। তবে জিনের আছরের ফলে খিচুনি হলে তার কোনো চিকিৎসা ডাক্তারের দ্বারা সম্ভব নয়। তার চিকিৎসা কেবল সেই খারাপ জিনের প্রভাব দূর করার মাধ্যমেই সম্ভব।[১]

জিন-শয়তান মানুষের শরীরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে তার দলিল পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বোঝার সুবিধার্তে এখানেও কিছু সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো—

ইবলিস ও তার দলবল মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যাতে তারা গুনাহের দিকে

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪; দারুল মারিফা, বৈরুত।

প্রভাবিত হয়। এ কাজ তারা মানুষের শরীরে না ঢুকেও করতে পারে। এটা বিশেষভাবে ইবলিস ও তার বাহিনী করে। তবে শারীরিক কষ্ট দেওয়ার জন্য সরাসরি মানুষের শরীরে জিনেরা প্রবেশ করে। এই কাজ ইবলিস সাধারণত তার অনুগত জিনদের দিয়ে করায়। আবার জিনেরা বিভিন্ন কারণে নিজ ইচ্ছাতেও মানুষের শরীরে ভর করে কষ্ট দেয়। জিনদের জন্য মানুষদের অন্যায্য কষ্ট দেওয়া হারাম, মানুষের জন্যও জিনদের অবৈধভাবে কষ্ট দেওয়া হারাম।

ইয়ালা ইবনু মুররা বর্ণনা করেন, এক মহিলা নবিজির কাছে তার (জিনের) আছর করা ছেলেকে নিয়ে এল। নবিজি বললেন, আমি আল্লাহর রাসুল আদেশ করছি, 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবিজি ছেলেটির মুখে তিনবার থুতু লাগিয়ে দেন এবং বলেন, 'বিসমিল্লাহ আনা আব্দুল্লাহ, আখসাআ আদুওউল্লাহ' এতে ছেলেটি সাথে সাথে ভালো হয়ে যায়। মহিলাটি দুইটি দুম্বা কিছু ঘি ও পনির হাদিয়া দিলে নবিজি বলেন—ঘি, পনির ও একটি দুম্বা রেখে দাও আর একটি তাকে ফিরিয়ে দাও।[১]

আতা ইবনু আবি রাবাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন, 'তুমি কি কোনো জান্নাতি নারী দেখতে চাও?'

আমি বললাম, অবশ্যই, দেখতে চাই।

ইবনু আব্বাস বললেন, এই যে কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাকে দেখছ, সে একদিন আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি খিঁচুনিতে আক্রান্ত হই। আমার সতরও তখন খুলে যায়। আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন (যেন আমি সুস্থ হয়ে যাই)।

নবিজি বললেন, (দ্রুত সুস্থতার বদলে) তুমি যদি এই মুসিবত ধৈর্যের সাথে অতিক্রম করতে পারো, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত। অবশ্য তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, তিনি তোমাকে (দ্রুত) সুস্থ করবেন।

এই মহিলা বলল, আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে আমার সতর যেন খুলে না যায়। সেই দুআটুকুন করুন, হে আল্লাহর রাসুল! নবিজি তার জন্য দুআ করলেন।[২]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৫৪৮, ১৭৫৪৯; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ইমাম হাইসামি : ১৪১৬০, ১৪১৫৬; ইমাম হাইসামি বলেন, আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের দুইটি বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করেছেন, যার একটি সূত্র সহিহ।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৬৫২; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৭৬

ইবনু হাজার বলেন, আরেক বর্ণনায় আছে, ওই মহিলা নবিজিকে বলেন, 'আমার ভয় হয়, ওই 'খবিস' আমাকে নগ্ন করে ফেলতে পারে'। এ জন্যই ইবনু হাজার বলেন, ওই মহিলার খিঁচুনি ছিল জিনের আছরের কারণে, শারীরিক কারণে নয়।[১]

উসমান ইবনু আবিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল যখন আমাকে শাসক নিযুক্ত করে তায়েফে পাঠান। সে সময় যখনই আমি সালাত আদায় করতাম, কিছু একটা আমার সালাতে এমন বাগড়া দিত যে আমি কীসের সালাত পড়ছি, কত রাকাত পড়েছি, এসব কিছুই মনে রাখতে পারতাম না। এই অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি নবিজির কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কি ব্যাপার এতো তাড়াতাড়ি কেন এলে? আমি নবিজিকে সবকিছু খুলে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'এটা শয়তানের কাজ, তুমি আমার কাছে এসো'। আমি তার পায়ের সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন আমার বুকে আর মুখে তার একটু থুতু লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর দুশমন, বের হ' এভাবে তিনি তিনবার করলেন। এরপর আমাকে বললেন—যাও, এখন ইবাদতে মশগুল হও। উসমান ইবনু আবিল আস বলেন, আমার জীবনের কসম, তারপর থেকে আমার সালাতে কোনো দিন ঝামেলা হয়নি।[২]

খারিজাহ ইবনুস সালত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার চাচা আবদুল্লাহ ইবনু উনাইয আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (কিছু দিন মদিনায় অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে) ফেরার পথে একটা গোত্রের বসতির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গোত্রের এক পাগলকে দেখলেন লোহার শিকল দিয়ে বাধা।

ওই পাগলের পরিবারের লোকেরা আমার চাচাকে বলল, 'আমরা শুনেছি তোমাদের সেই নবি নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে কি এমন কিছু আছে, যা দিয়ে তুমি এই পাগল লোকটাকে সুস্থ করবে?'

আমার চাচা বলেন, আমি তখন সুরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া) করি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার ওপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সুরা ফাতিহা পাঠ করেন। এতে সে সুস্থ হয়ে যায়। তারা আমাকে ১০০টি ছাগল দেয়। আমি সেগুলো নিয়ে নবিজির কাছে আসি এবং সমস্ত বর্ণনা খুলে বলি। সব শুনে তিনি বলেন, তুমি কি সুরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়েছ? আমি বললাম, 'না' (আমি শুধু সুরা ফাতিহাই পড়েছি)।

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১১৫

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৫৪৮; হাদিসটি সহিহ।

নবিজি বলেন, তাহলে তুমি এগুলো নিতে পারো। আমার জীবনের শপথ, আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ভ্রান্ত রুকইয়া করে জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ তুমি প্রকৃত রুকইয়া করে কামাই করেছ।[১]

এমন ঘটনা শুধু যে নবিজির সময়েই ঘটেছে, বিষয়টি এমন নয়। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিস অবিশ্বাসের সুযোগ নেই। তাই এখানে শুধু সেসব বর্ণনাই উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত জিনসংক্রান্ত এসব ঘটনা সব সময়েই ঘটে চলেছে। বর্তমান সময়ে জিন-শয়তানের আছরে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে, দুনিয়ার হাল-অবস্থা সম্পর্কে নিতান্তই বেখবর লোকজন ছাড়া আর কেউ জিনের আছর অস্বীকার করতে পারে না। বিষয়গুলো যেহেতু সবার কাছে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান নয়। তাই অনেকে তো বিশ্বাসই করতে চায় না, যাবৎ না সে নিজে ভুক্তভোগী হয়। বর্তমান সময়ের এমনই এক ভুক্তভোগীর কথা শুনব আমরা।

জিনের আছর থেকে মুক্তি, কুফুরি জাদুটোনা থেকে রক্ষা ও রুকইয়ার জন্য বর্তমান সময়ে বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও রাকি মিশরের ওয়াহিদ আব্দুস সালাম বালি। তার চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন হাজারও মানুষ।

ওয়াহিদ আব্দুস সালাম বালি বলেন, একদিন আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমার পিতাকে জিনে আছর করেছে।'

আমি বললাম, আপনি বুঝলেন কীভাবে?

লোকটি বলল, জুমার খুতবা শোনার সময় বাবাকে জিন আছর করে। আছরের প্রভাবে তার সেই খিঁচুনি খুতবা শেষাবধি চলতে থাকে। তারপর থেকে প্রায়ই সালাতের সময় আছর করে। বিশেষ করে সপ্তাহে রবিবার বাবার ঘরে কেউ ঢুকতে পারে না, এমন কি আমার মা-ও নয়। সেই রাত একাকী পূর্ণ অন্ধকারে তাকে ঘুমাতে হয়।

সব শুনে আমার তিন সহকর্মী-সহ আমি তাদের বাড়িতে গেলাম। আছরকৃত লোকটি বসে ছিল। তার বয়স ৫৪ বছর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি?

'মাহমুদ'

'আপনার কী সমস্যা?'

'আমার মনে হয়, একজন নারী জিন আমাকে আছর করেছে।'

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪২০; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬১১১; হাদিসটি হাসান।

'আপনি কি আছরমুক্ত হতে চান?'

'হ্যাঁ অবশ্যই, সে অনেক কষ্ট দেয়, আমার স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় শেষই করে দিয়েছে সে।'

'তাহলে ওজু করে আসুন, আমরাও ওজু করলাম। এরপর আমার এক সাথিকে বললাম, লোকটির ওপর রুকইয়া পাঠ করুন। রুকইয়া পড়া শেষ হওয়ার আগেই লোকটির শরীর কাঁপা শুরু করল। আমি নিশ্চিত হলাম, জিন হাজির হয়েছে। তখন আমি বিসমিল্লাহ বলে জিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি?'

'সে বলল, আমি একজন নারী জিন, ইতিমধ্যে লোকটির কণ্ঠ বদলে গেছে।'

'আমি বললাম : আপনার নাম কী?'

'সাতিফিরউস বা এরকম একটা নাম বলল সেই নারী জিন।'

'আপনি কোন ধর্মের? সে চুপ থাকল, কোনো উত্তর দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মুসলিম?'

'না'

'তাহলে খ্রিষ্টান?'

'না'

'তাহলে আপনি কি কাফির?'

'হ্যাঁ, তবে আমি কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানি না।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'পানিতে বাস করা জিনদের একজন আমি, লোহিত সাগরে থাকি।'

'মাহমুদের শরীরে আপনি কেন প্রবেশ করেছেন?'

'প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।'

'কীসের প্রতিশোধ?'

'আমার এক নিকটাত্মীয় জিন এক লোককে আছর করেছিল। লোকটির শরীরে সেই জিনকে হাজির করিয়ে মাহমুদ তাকে বেদম পিটিয়েছে। সেই জিন অনেক কষ্ট পেয়েছে। অথচ মাহমুদ জানেই না জিন-সম্প্রদায় থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়। এক অন্ধকার রাতে রাস্তায় তাকে একা পেয়ে আমি তার ওপর আছর করি এবং

তার শরীরে ঢুকে যাই।'

'কতদিন যাবৎ আপনি মাহমুদের কাছে আছেন?'

'প্রায় ২০ বছর'

'আপনার কাছে আমি একটা বিষয় উপস্থাপন করতে চাই!'

'বলুন'

'আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন।'

'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করব।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'তিন দিন।'

'অসম্ভব, আপনি সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় পাবেন।'

দশ মিনিট পর...

'হ্যাঁ, আমি মুসলিম হব। তবে শর্ত হলো—'আমি মাহমুদকে ছেড়ে যাব না এবং তার শরীর থেকে বেরও হব না।'

'এটা ভিন্ন বিষয়। মুসলিম হয়ে গেলে আপনি নিজেই তখন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে এবং জান্নাত অর্জন করতে সচেষ্ট হবেন।'

'তাহলে আমি রাজি।'

'তাহলে আমার সাথে 'শাহাদাহ' পড়ুন। সে শাহাদাহ পড়ল এবং গুনাহের জন্য তাওবা করল, নিজের নাম রাখল 'উম্মু ইবরাহিম'। এবার আমি বললাম, আপনি যে তাওবা করলেন, এটা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন জুলুম করা থেকে নিজেকে হিফাজত করবেন।'

'কীসের জুলুম?'

'এই যে মানুষের শরীরে ঢুকে আপনি তাকে কষ্ট দিচ্ছেন, এটা জুলুম। চিরতরে বের না হওয়া পর্যন্ত আপনি জালিম। আপনাকে বের হতেই হবে।'

'দুটি কারণে আমি তাকে কখনোই ছাড়তে পারব না। এক. আমি মাহমুদকে অনেক ভালোবাসি। তবে সপ্তাহে শুধু রবিবার রাতই আমি তার সাথে ঘুমাই। বাকি রাতগুলো তার স্ত্রীর জন্য।'

'আপনি জিন হয়ে কীভাবে তার সাথে ঘুমান, সহবাস করেন? জিনেরা তো অদৃশ্য!'

'সে আমাকে সুন্দর নারীর রূপে স্বপ্নে দেখে। সকালে সে বুঝতে পারে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে। এভাবে আমি পূর্ণ তৃপ্তি পাই।'

'আচ্ছা দ্বিতীয় কারণটা কী?'

'দ্বিতীয় কারণ, আমি ছিলাম লোহিত সাগরের জিনের বাদশার স্ত্রী। সে মারা গেছে অনেক আগে। এখন তার সন্তানেরা সেখানে রাজত্ব করে। তারা সবাই কাফির। যদি তারা আমার মুসলিম হওয়ার খবর পায়, আমাকে মেরে ফেলবে।'

'প্রথম যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মাহমুদ আপনাকে ভালোবাসে না এবং বিয়েও করতে চায় না। 'তার শরীর থেকে সে আপনাকে বের করতে চায়'। একথা সে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে বলেছে।'

'আর দ্বিতীয় যে কারণ বললেন, আপনাকে হত্যা করা হবে। এ থেকে বাঁচতে আপনি লোহিত সাগর ছেড়ে আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস করুন। আল্লাহর ইবাদত করুন। এতে আপনার দ্বিতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে তাহলে, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে তিন মিনিট সময় দিন।'

তিন মিনিট পর মাহমুদের হুঁশ ফিরল, সে আমাদের পাশে বসল। আমার সাথিরা বলল, 'চলুন এখন উঠা যাক, সে চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো মাহমুদের চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছি।' এই বলে সাথে সাথে তার দুই কাধ শক্ত করে ধরি, যাতে সে কোনো চাতুরী করতে না পারে। আমার এক সাথিকে বললাম, রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়তে শুরু করো। পড়া শেষ না হতেই সে দ্বিতীয়বার হাজির হলো।

আমি বললাম, 'উম্মু ইবরাহিম, আপনি যাননি কেন?'

'বিশ্বাস করুন, আমি তাকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। ২০ বছর যাবত আমি তার শরীরে আছি। আমি কখনোই তাকে ছেড়ে যেতে পারব না।'

'এই তাহলে আপনার ওয়াদার কী হবে? হারাম ভালোবাসার জন্য আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করবেন! এতে তো আপনি মারাত্মক গুনাহগার হবেন এবং সবশেষে জাহান্নামের আগুনে পতিত হবেন। এখন হয় আপনি স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাবেন, নইলে আপনাকে কষ্ট দিয়ে রুকইয়ার মাধ্যমে বের করা হবে।'

'ঠিক আছে, আমি এখনই বের হয়ে যাচ্ছি।'

এর দুই থেকে তিন মিনিট পর সেই জিন 'ও আমার মাহমুদ, ও আমার মাহমুদ' বলে আর্তনাদ করতে করতে বের হয়ে যায়।[১]

এমন ঘটনা আমাদের কাছে হাতেগোনা হলেও পুরো দুনিয়ার হিসেবে পরিসংখ্যানটি অনেক বড়। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও জিনের আছরের ঘটনা ঘটছে। জিনের আছর ও ক্ষতি থেকে বাঁচতে আমাদের সবার সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত।

তাছাড়া কুরআনুল কারিম যেখানে জিনজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে। আমাদের জানিয়েছে, জিনজাতির সৃষ্টির মূল উপাদান অগ্নিশিখা, যা বাতাসের সাথে মিশে যায়। সুতরাং বাতাসের সাথে মিশে মানবদেহে প্রবেশ করা জিন-শয়তানের জন্য কোনো অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিখিয়েছে, কীভাবে অক্সিজেন মানুষের রক্তকণিকার সাথে মিশে যায়। তাই নবিজির হাদিস 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে'[২] আজ সবার সামনে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমিন।

---

[১] *ওয়াকায়াতুল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শায়তান*, পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৯

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২০৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ২১৭৪

জিন-সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল

জিনদের বসবাস যেহেতু এই পৃথিবীতে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তারা লোকালয়ে চলে আসে। মানুষের সাথে তাদের ছোট বড় অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে। একজন মুসলিম হিসেবে সে সময় আমাদের করণীয় কী, তা জানা থাকা জরুরি।

জিনদের দিয়ে কাজ করানো

আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর পুরো জিনজাতি বা এককভাবে কোনো জিনকে কারো অধীন করেননি। দুটি কারণে জিন মানুষের কাজ করে দেয়—

এক. নিজ ইচ্ছায়। মানুষের মতো বিপদগ্রস্তের সাহায্যার্থে জিনেরাও অনেক সময় নিজ ইচ্ছায় এগিয়ে আসে। এসব কাজের জন্য তারাও সাওয়াব পায়। আবার হারাম বা নিষিদ্ধ কাজে যুক্ত হলে হয় গুনাহের ভাগীদার। তারা যেহেতু ভালো-মন্দ উভয় কাজের জন্য হাশরের ময়দানে হিসেবের মুখোমুখি হবে। তাই খারাপ কাজ বা মানুষের সাথে কোনো অন্যায়ে মুসলিম জিন যুক্ত হয় না। কারণ তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে।

দুই. জিনের আনুগত্য করলে। আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ তাদের জন্য উৎসর্গ করতে হয়। এই জন্য ভণ্ডরা বিভিন্ন পশু-পাখি, ফল-ফলাদি এমনকি নরবলির মতো জঘন্য সব কাজ করে থাকে। এতে খারাপ জিনেরা খুশি হয়ে বিভিন্ন কাজ করে দেয়। এই কাজ সাধারণত করে কাফির বা মুশরিক জিন। যারা মূলত ইবলিস শয়তানের অনুসারী।

জিনদের মাধ্যমে পার্থিব কোনো হালাল কাজ করানো জায়িয। এমন হালাল কাজ করিয়ে নেওয়া সাধারণত আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে। কারণ মুসলিম ও ভালো জিনেরা কেবল তাদের কাছেই আসে।

জিন ও শয়তানের পূজারিদের অনেক কাজ খারাপ জিনেরা করে দেয়। এই জন্য কেউ জিনের মাধ্যমে কোনো কাজ করানোর দাবি করলে দেখতে হবে, সেই ব্যক্তি নিজে আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুগত কি না? দ্বিতীয়ত যে কাজ করাতে চাইছে তা শরিয়তসম্মত কি না? যদি সে দ্বীনদার এবং কুরআন-সুন্নাহ প্রকৃত অনুসারী না হয় বা যে কাজ করাতে চাইছে তা যদি হারাম হয়। তাহলে বুঝতে হবে, সে হারাম উপায়ে, কোনো জিনের আনুগত্য স্বীকার করে এবং দুনিয়ার লোভে নিজের ঈমান বিকিয়ে জিনের দ্বারা এই কাজ করাচ্ছে। মুসলিমদের জন্য এমন ভণ্ডদের থেকে দূরে থাকা জরুরি।

কেউ যদি জিনদের দিয়ে শিরকি, কুফুরি বা করিবা গুনাহ করায়, তাহলে সেই ব্যক্তি এবং সেই জিন উভয়ে সমান গুনাহগার হবে। এজন্য জিনদের সাথে মানুষের যেকোনো কর্মকাণ্ড করার পূর্বে যোগ্য আলিমের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

মানুষের সাথে জিনের সহবাস

ফাতওয়ায়ে জহিরিয়া[১] গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এক নারী জিজ্ঞাসা করল—আমার সাথে একজন জিন থাকে। দিনে কয়েকবার সে আমার কাছে আসে। তখন আমি তেমনই অনুভব করি যেমন আমার স্বামীর সাথে সহবাস করলে অনুভূত হয়। আমার ওপর কি গোসল ফরজ হবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

সেখানে (জান্নাতে) রয়েছে আয়তলোচনা রমণীগণ, যাদেরকে পূর্বে কেউ স্পর্শ করেনি। না কোনো মানুষ, না কোনো জিন।[২]

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার এই কথাই প্রমাণ করে যে, জিনদের নারী-পুরুষ উভয়পক্ষ মানব নারী-পুরুষের সাথে সহবাস করতে সক্ষম।'[৩]

---

[১] এটি ফিকহে হানাফির একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। লেখক : জহিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৬১৯ হিজরি)।

[২] সুরা রাহমান, আয়াত : ৫৬

[৩] *আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ*, মারদাওয়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৮, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ সাল, কায়রো।

এ বিষয়ে তিন ধরনের অবস্থা হতে পারে-

১. ঘুমের মধ্যে কোনো নারী বা পুরুষ তেমন অনুভব করে, যেমন স্বামী বা স্ত্রী সহবাসের সময় অনুভূত হয় এবং ঘুম ভাঙার পর শুক্রাণু (sperm) দেখতে পায়। তাহলে গোসল ফরজ হবে। আর যদি শুক্রাণু দেখতে না পায়, তাহলে গোসল ফরজ হবে না। অর্থাৎ এটা সাধারণ স্বপ্নদোষের মত।

২. জিন বা পরি যদি মানুষের আকৃতিতে এসে কোনো নারী বা পুরুষের সাথে সহবাস করে তাহলে গোসল ফরজ হবে। মনি বা শুক্রাণু বের হোক বা না হোক।

৩. জিন যদি অদৃশ্য থেকে কোনো জাগ্রত মানুষের সাথে সহবাস করে এবং তা সহবাসের মতোই অনুভূত হয়। তাহলে চার মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহের মতে, যদি শুক্রাণু বের হয়, তাহলে গোসল ফরজ হবে অন্যথায় নয়।[১]

জিনদের হাদিস বর্ণনা

আবু নুআইম আসবাহানি রাহিমাহুল্লাহ, উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একটা গোত্রের লোকেরা মক্কার উদ্দেশে রওনা দেয়। কয়েকদিন পর তারা পথ হারিয়ে চলতে চলতে তৃষ্ণায় সবাই যখন মরার উপক্রম। তখন তারা কাফনের কাপড় পড়ে মৃত্যুর জন্য শুয়ে পড়ল। এমন সময় হঠাৎ এক জিন এসে বলল, নবিজির কাছে আগন্তুক জিনদের দলের সদস্যদের মধ্যে আমিই সর্বশেষ জিন। আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। পানি ও পথ প্রদর্শনে সে তার ভাইকে ধোঁকা দেয় না।' এই বলে সেই জিন তাদেরকে পানির ঠিকানা ও সঠিক রাস্তার দিক বলে দেয়।[২]

এমন অনেক হাদিস পাওয়া গেছে, যেগুলো বর্ণনা করেছে কোনো মুসলিম জিন। জিনদের বর্ণিত হাদিস শরিয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মানুষের থেকে জিনেরা নিজেদের মধ্যে হাদিস বর্ণনা করতে পারবে। এ ব্যাপারে সকল মুসলিম ইমাম একমত।[৩]

---

[১] *হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬১, দারুল ফিকর, বৈরুত; *মাজমাউল আনহুর*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[২] *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, আবু নুআইম আসবাহানি, ২৫৮; *খাসায়িসুল কুবরা*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

[৩] *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ২৮৩; *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, ইবনু নুজাইম হানাফি, পৃষ্ঠা : ৩২৯

নাসিহা

রচনার একেবারে শেষপ্রান্তে এসে কুরআন ও নবিজির সুন্নাহ থেকে নাসিহা-স্বরূপ কিছু কথা। আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিনজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য।[১]

এবং তাঁর রাসুলকে আদেশ করেন—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

হে নবি আপনি নাসিহা পেশ করুন, নিশ্চয় নাসিহা মুমিনের জন্য উপকারী।[২]

এই আয়াতে মুমিনদেরকে উপদেশ দিতে বলা হচ্ছে। আর মুমিন মানুষ-জিন উভয় জাতিতেই হতে পারে। আল্লাহর রাসুল ৬ বার জিনদের বিভিন্ন দলের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের নাসিহা প্রদান করেছেন।

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

[২] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৫

জারির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবিজির কাছে আমি এই শর্তে বাইআত গ্রহণ করেছি যে, নিয়মিত সালাত আদায় করব, যাকাত দেব এবং মুসলিমদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে সাহায্য করব।[১]

তামিম আদ-দারি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীন হলো নাসিহা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কার প্রতি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসুলের প্রতি এবং মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের প্রতি।'[২]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, আল্লাহর প্রতি নাসিহার অর্থ হলো, শিরকমুক্ত তাওহিদের আকিদা পোষণ করা এবং ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করা। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই কারও বিরুদ্ধাচরণ করা। তাঁর পথে জিহাদ করা।

নবিজির প্রতি নাসিহার অর্থ হলো, তাকে নবি ও রাসুল হিসেবে স্বীকার করা, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার সুন্নাহকে জীবনযাপন করা।

মুসলিম শাসকদের প্রতি নাসিহার অর্থ হলো, ন্যায়বিচার ও হক প্রতিষ্ঠায় তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের ভুল হলে তা শুধরে দেওয়া। বিশৃঙ্খল সমাজকে তাদের আনুগত্যে একতাবদ্ধ করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নাসিহা হল, সর্বোত্তম পন্থায় তাদেরকে জুলুম থেকে বিরত রাখা।

সাধারণ মুসলিমদের প্রতি নাসিহার অর্থ হলো, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। তাদের উপকার ও কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকা এবং তাদেরকে উপকারী বিষয়াদি শেখানো। জুলুমের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা, সর্বোপরি তাদের জন্য তা-ই পছন্দ করা, যা নিজের জন্য পছন্দ।[৩]

নবি-রাসুলগণ এমনই ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির উদ্দেশে একনিষ্ঠভাবে উপদেশ প্রদান করে গিয়েছেন। যেমনটা কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ৫৬; *জামিউত তিরমিযি* : ১৯২৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯১৬৩

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৫৬; *জামিউত তিরমিযি* : ১৯২৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৯৪০; হাদিসটি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৮; *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম*, ইবনু রজব হাম্বলি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৩

...وَأَنصَحُ لَكُمْ... ﴿٦٢﴾

আমি তোমাদের উপদেশ প্রদান করি।[১]

পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে—

...لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

আমি তোমাদেরকে আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, যদিও তোমরা উপদেশদাতাদের পছন্দ করো না।[২]

হাশরের দিন জিন ও মানবজাতিকে তাদের কাছে প্রেরিত নবি-রাসুলগণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে—

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসুলগণ আগমন করেননি? যারা তোমাদের কাছে আমার বিধানাবলি শোনাতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, 'আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। আর তারা যে কাফির ছিল, সে ব্যাপারেও তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[৩]

একজন মুমিন, হোক সে মানুষ বা জিন, সর্বদা তার স্মরণ রাখা উচিত 'আল্লাহ

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৬২

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৭৯

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩০

তাআলা মানব ও জিনজাতির মধ্যে অবাধ্যদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছেন—

...لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।[১]

তাই যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ভালো-মন্দ সকল কর্মের হিসাবের ভয় রাখে। তাদের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত ভালো ও কল্যাণকর কাজ করার বিকল্প নেই। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা এমনই নির্দেশনা দিয়েছেন–

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

সুতরাং যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় করে তারা যেন ভালো কাজ করে। এবং ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে।[২]

মুমিন জিনদের প্রতি

মুমিন জিনেরা যেমন নবিজি থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছে, তেমনই যুগে যুগে বিভিন্ন আলিমদের থেকে সংগ্রহ করেছে তাদের চলার পাথেয়। আবার জিনদের মধ্যেও রয়েছে অনেক আলিম, যারা কুরআন ও হাদিস দ্বারা সাধারণ মুসলিম জিনদের পথ প্রদর্শন করেন। মানুষের পক্ষ থেকে মুমিন জিনদের কাছে একটাই উপদেশ, যেহেতু আল্লাহ তাআলা জিনদের শক্তি-সামর্থ্য বেশি দিয়েছেন। কোনো অবস্থাতেই তারা যেন তার অপব্যবহার না করে। কোনো মানুষ যেন কোনো জিনের দ্বারা কষ্ট না পায়। বিশেষভাবে কাফির জিনেরা মানুষদের কষ্ট দিতে চাইলে সামর্থ্যবান মুমিন জিনদের উচিত তা প্রতিহত করা।

মানুষের প্রতি

জিনদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। বিশেষভাবে যে কাজ মুসলিম

---

[১] সুরা সাজদা, আয়াত : ১৩

[২] সুরা কাহফ, আয়াত : ১১০

জিনের কষ্টের কারণ, তা পরিহার করা। জিন সম্পৃক্ত যেকোনো কাজ করার পূর্বে যোগ্য আলিমের পরামর্শ নেওয়া। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন, আমিন।